ওলাউঠা রোগের

সরল চিকিৎসা।

TREATMENT OF CHOLERA.

MADE EASY

BY

HURRO NATH ROY, L. M. S.

AUTHOR OF "A MANUAL OF FEVER," THE EPIDEMIC FEVER IN BENGAL,' "CROUP : ITS NATURE, AND HOMŒOPATHIC TREATMENT," "LESSONS ON FOOD," "DHATREE SIKSHA, &C. &C.

"Read, not to contradict and confute, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and consider."—LORD BACON.

Calcutta:

PRINTED BY R. C. BHATTACHARYA,
AT THE PEOPLE'S PRESS.

1895.

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থের ঔষধের তালিকা।

---:o:---

আইরিস।	Iris.
আরজেণ্টি নাইট্রাস্।	Argenti. Nitras.
আর্সেনিক।	Arsenic.
ইউফর্বিয়া।	Euphorbia.
ইপিক্যাক্।	Ipecac.
ইলেটেরিয়ম্।	Elaterium.
ইল্যাপ্স্।	Elaps.
একোনাইট।	Aconite.
ওপিয়ম্।	Opium.
ক্যাম্ফর।	Camphor.
ক্যান্থারিশ্।	Cantharis.
কার্ব্বো।	Carbo. Veg.
কল্চিকম্।	Colchicum.
ক্রোটন।	Croton.
ক্লোরেল।	Chloral. Hydras.
কুপ্রম্।	Cuprum.
কুপ্রম্ আর্সেনিকোসম্।	Cup. Ars.
ক্যালকেরিয়া আরসিনিকোসা।	Calc. Ars.
চাইনা।	China.
জ্যাট্রোফা।	Jatropha.
টেবেকম্।	Tabacum.

টেরিবিন্থ।	Terebinth.
টারটার এমিটিক।	Antim. Tart.
টিউক্রিয়ম্।	Teucrium.
ন্যাজা।	Naja.
নক্সভমিকা।	Nux. Vom.
পল্সেটিলা।	Puls.
ফস্ফরাস্।	Phosphorus
ফস্ফরিক এসিড।	Phosphoric acid.
ব্রাইওনিয়া।	Bryon.
ভেরেট্রম।	Verat. Alb and Viridi
মস্কেরিণ।	Muscarin
মারকুরিয়াস কর।	Merc Cor
রিসিনস।	Ricinus.
রস্টক্স।	Rhus. Tox
ল্যাকেসিস্।	Lacheses.
সল্ফর।	Sulphur.
সিকেল।	Secale.
সিয়ানাইড অফ পটাসিয়ম।	Kali Cyan.
সিনা।	Cina.
সিকুটা।	Cicuta.
হাইড্রোসিয়ানিক এসিড।	Acid Hydrocyanic.

ভুমিকা।

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অতি উৎকৃষ্ট হইলেও তাহা সাধারণের উপযোগী না হওয়া অসম্ভব নহে। ওলাউঠা রোগের চিকিৎসা বিষয়ে বঙ্গীয় ভাষায় যে কয়েক খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদিগের সম্বন্ধেও এই কথা বলিলে গ্রন্থকারগণের অবমাননা করা হয় না। তন্মধ্যে কোন খানীতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এত বাহুল্য যে গ্রন্থকারের ন্যায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ব্যতীত তাহা বুঝিতে পারে না; কোন খানির ভাষা এত অপ্রাঞ্জল যে তাহার অর্থ বোধ হওয়া কঠিন; এবং কোন খানীতে বা ঔষধ সম্বন্ধে এত কথা লেখা হইয়াছে যে তাহার সাহায্যে প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করা দুরূহ ব্যাপার। অতএব অদ্যাপিও সাধারণের উপযোগী ওলাউঠা চিকিৎসার বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ গ্রন্থে সাধারণকে বুঝাইবার জন্য যাহা আবশ্যকীয় তাহা সমস্তই দেওয়া উচিত, এবং যে টুকু তাহারা বুঝিতে পারে তদতিরিক্ত কিছুমাত্র দেওয়া অসঙ্গত। এই দুইটী লক্ষ্য স্থির রাখিয়া আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ণ করিলাম। ইহাতে প্রতি ঔষধের বিশেষ লক্ষণ গুলি স্পষ্ট করিয়া লেখা হইয়াছে, এবং সমগুণ সম্পন্ন ঔষধের বিভিন্নতা পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইক্ষণকার প্রচলিত ওলাউঠার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে কখনও কখনও যে যে গুরুতর ভ্রমজনিত মহা অপকার সংঘটিত হইয়া থাকে সেই সকল ভ্রম বুঝাইয়া দিতে আমি ক্রটী করি নাই। অতএব

ভরসা করি যে বাটীতে ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হইলে, গৃহস্থ এই পুস্তকের সাহায্যে ঠিক ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইবেন। ওলাউঠার যে অবস্থায় হউক প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ করিতে না পারিলে বিপরীত ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জন্য, ওলাউঠার রোগীকে আন্দাজ করিয়া কোন ঔষধ দেওয়া উচিত নহে। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া এই পুস্তকের সাহায্যে উচিত ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে কাহারও কষ্ট হইবে না। আমার আর একটী কথা এই যে চিকিৎসানভিজ্ঞ ব্যক্তি, ওলাউঠা রোগ প্রবল হইলে, অথবা রোগের অবসানে নূতন উপসর্গ উপস্থিত হইলে, নিজে শুদ্ধ পুস্তকের সাহায্যে চিকিৎসা না করেন। এরূপ স্থলে ব্যবসায়ী চিকিৎসকের উপর নির্ভর করা উচিত। যিনি আমার এই পুস্তক গৃহে রাখিবেন, তিনি যেন ইহা দুই তিন বার পাঠ করিয়া ভালরূপ আয়ত্ত করেন, এবং আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে ইহা সকলেই অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিবেন। পূর্ব্বে পড়া না থাকিলে বিপদের সময় উচিত ঔষধ বাছিয়া লওয়া কঠিন হইবে। এই ক্ষুদ্র পুস্তক ও এক বাক্স ওলাউঠার ঔষধ গৃহে রাখিলে অনেকে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারিবেন।

শ্রীহরনাথ শর্ম্মা।

ওলাউঠা রোগের

সরল চিকিৎসা।

লক্ষণঃ—(১) ভেদ, (২) বমন, (৩) যন্ত্রণা ও (৪) হিমঅঙ্গ, ওলাউঠা রোগের এই চারিটী বিশেষ লক্ষণ। এই চারিটী প্রধান লক্ষণের সহিত অন্যান্য আনুসঙ্গিক শারীরিক উপদ্রব বিদ্যমান থাকিতে পারে, যথা অস্থিরতা, দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা, জিহ্বা ও ওষ্ঠ শুষ্ক হওয়া, মৃত্যুভয় ইত্যাদি।

ঔষধ নির্ব্বাচনঃ—উপরোক্ত চারিটী প্রধান লক্ষণের মধ্যে কোন্ লক্ষণটী অধিকতর সুস্পষ্ট, স্থায়ী ও ক্লেশকর, তাহা অনুধাবন করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিলে এই ভীষণ পীড়ার সহিত সংগ্রামে জয়ী হইবার খুবই সম্ভাবনা। যেস্থলে দুই বা ততোধিক প্রধান লক্ষণ যুগপৎ প্রকাশ পায়, অথবা যে স্থলে এই দুর্দ্দান্ত পীড়ার আক্রমণ ও বিকাশের ব্যবধানকাল এত অল্প যে তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, সে স্থলে যদি প্রথমেই ঠিক ঔষধ না পড়ে, তাহা হইলে দ্বিতীয়বার ঔষধ নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বেই রোগী প্রায়ই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এরূপস্থলে বিশেষ বিবেচনা ও সতর্কতাপূর্ব্বক চিকিৎসকের ঔষধ নির্ব্বাচন করা উচিত।

যাঁহারা কেবল উপস্থিত লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষান্ত হন, সে সকল কি প্রকারে উৎপন্ন হইল দেখেন না, তাঁহারা ঔষধ নির্ব্বাচনে ভুল করিয়া থাকেন, সুতরাং বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারেন না।

(.) ভেদ।

একোনাইট্ ϕ. (Acon. ϕ.).—ভেদ অল্প অল্প জলবৎ, আমযুক্ত বা শিকনির ন্যায় পদার্থ সম্বলিত।

আর্সেনিক (Ars.)—ভেদ আমযুক্ত, সবুজবর্ণ, শিকনির ন্যায় পদার্থ সম্বলিত, ময়লা জলের মত, কখন কখন দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, এবং ভেদের সঙ্গে গুহ্যদ্বারে জ্বালা।

ডাঃ রুবিনি বা সলজারকৃত ক্যাম্ফর (Dr. Rubin's or Salzer's preparation of Camphor)—ভেদ চাল ধোয়া জলের মত রং, গা ঘাম ও হিম অঙ্গ।

ক্রোটন্ (Crot. T.)—ভেদ জলবৎ বা হলদে জলের ন্যায়, তুলাগুচ্ছের ন্যায় পদার্থ সম্বলিত, পিচকারির জলের ন্যায় জোরে নির্গত হওয়া, এবং পানীয় ও আহার্য্য দ্রব্য ব্যবহারে বৃদ্ধি পাওয়া।

কুপ্রম্ (Cupr. met)—ভেদ পরিমাণে বেশী, ছাইয়ের ন্যায় রং, জলবৎ, তুলাগুচ্ছবৎ পদার্থ সম্বলিত, এবং খুব বেগে নির্গত হওয়া।

কৃমি নিবন্ধন ভেদ বমন উপস্থিত হইলে সিনা (Cina.) অথবা টিউক্রিয়ম্ (Teucrium.) প্রয়োগ করিবে, কিন্তু পাকস্থলীর অম্বল নিবন্ধন ভেদ বমন সংঘটিত হইলে নক্সভমিকা (Nux. Vom.) অথবা সলফর (Sulph.) ব্যবস্থা করিবে, এবং মন্দাগ্নি কিম্বা অজীর্ণ জনিত ভেদ বমন উপস্থিত হইলে পলসেটিলা (Puls.) সেবন করাইবে।

আইরিস্ (Iris. V.)—ভেদ হল্‌দে বা চাউল ধোয়া জলের মত, এবং ভেদের সঙ্গে গুহ্যদ্বারে জ্বালা।

ফস্‌ফরাস্ (Phos.)—ভেদ অল্প সবুজবর্ণ অথবা ফিঁকে আভাযুক্ত, অজীর্ণ খাদ্য বা শ্বেতবর্ণ পদার্থ সম্বলিত, জলবৎ, এবং জলস্রোতের মত নিঃসরণ হওয়া।

ভেরেট্রম্ (Verat. Alb.)—ভেদ জলবৎ, তুলাগুচ্ছবৎ পদার্থ সম্বলিত, প্রচুর পরিমাণে জলস্রোতের ন্যায় নির্গত হওয়া, প্রায়ই দুর্গন্ধ বিহীন, আম সম্বলিত, এবং কখনও বা রোগীর অজ্ঞাতসারে নিঃসরণ হওয়া।

জ্যাট্রোফা (Jatropha) ভেদ জলবৎ দুগ্ধগোলার মত বং অথবা ঘোলেরবর্ণ।

(২) বমন।

আর্শেনিক (Ars Alb.)—বমন জলবৎ, পিত্ত বা শ্লেষ্মা সংযুক্ত, সবুজবর্ণ, এবং পাটখিলে বা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ সংযুক্ত।

ক্রোটন্ (Crot. T.)—বমন সহসা উপস্থিত হওয়া, হল্‌দে বা সাদা, ফেণাবৎ, জলীয় পদার্থের মত, এবং সবেগে পাকস্থলীর অজীর্ণ খাদ্য নির্গত হওয়া।

কুপ্রম্ (Cupr. Met.)—বমন অনবরত, ফেণাবৎ, শ্লেষ্মা বা পিত্ত সংযুক্ত, অল্প গা বমির পর জলের ন্যায় বমন ও তৎসঙ্গে চক্ষু হইতে জল নিঃসরণ হওয়া।

ইউফর্‌বিয়া (Euphor.)—বমন প্রথমে প্রচুর পরিমাণে ও বেগে শ্লেষ্মা সংযুক্ত জল, পরে পরিষ্কার চালধোয়ানি জলের ন্যায় তরল পদার্থ নিঃসরণ হওয়া।

জ্যাট্রোফা (Jatropha.)—বমন অণ্ডের শ্বেতভাগের ন্যায় জলবৎ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে সহজে নিঃসরণ হওয়া।

ফস্‌ফরাস্ (Phos)—শীতল জলপানে বলবতী ইচ্ছা, কিন্তু ঐ জল পাকস্থলীতে স্পর্শ হইয়া গরম হইবামাত্রই বমন।

ভেরেট্রম্ (Verat. Alb)—অনবরত গা বমি ও অবসন্নতার সহিত প্রচণ্ডবেগে বমন, উদ্গীর্ণ পদার্থে পিত্ত লাগিয়া থাকা, বা উদ্গীর্ণ পদার্থ পীতাভ সবুজবর্ণ, ফেণাযুক্ত, অথবা অজীর্ণভুক্ত পদার্থ সংযুক্ত।

(৩) যন্ত্রণা।

আর্শেনিক (Ars. Alb.)—তলপেটে অসহনীয় জ্বালা, পায়ের ডিমে খালধরা, মাংসপেশীর খেচন।

ক্যাম্ফর (Camph)—পায়ের ডিমে খাল ধরা, পাকস্থলীর উপরিভাগে যন্ত্রণা, এবং ভেদের সঙ্গে গুহ্যদ্বারে কাটা ঘার মত অসহ্য যন্ত্রণা।

কুপ্রম্ (Cupr. met)—প্রথমে পায়ে, পরে হস্তে, তৎপরে তলপেটে ও বক্ষঃস্থলের মাংসপেশীতে, ও সর্ব্বশেষে পাকস্থলীতে প্রচণ্ডবেগে খালধরা, খালধরার সহিত শূল বেদনা।

ইউফর্‌বিয়া (Euphor)—পায়ের ডিমে খালধরা।

আইরিস্ (Iris. V.)—বমন ও ভেদের সঙ্গে নাভিমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে সময়ে সময়ে শূল বেদনার ন্যায় যাতনা যাহা পাকস্থলীর উপরিভাগেও অনুভূত হয়, ও তৎসঙ্গে গা বমি ও উদ্গার।

জ্যাট্রোফা (Jatropha.)—পায়ে ও পার ডিমে প্রবল খিল ধরা।

ভেরাট্রম (Verat. Alb.)—পার ডিমে খিলধরা, নাভিমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে শূলবেদনার ন্যায় অসহ্য যন্ত্রণা যেন তলপেট

ছিন্ন হইতেছে, তলপেটে অত্যন্ত বেদনা, তৎসঙ্গে হস্তের অঙ্গু-লীতে খিলধরা।

(৪) হিমঅঙ্গ।

একোনাইট্ (Acon.)—হাত পা ও সর্ব্বশরীর বরফের মত ঠাণ্ডা, নখ নীলবর্ণ, এবং ঘর্ম্ম ঠাণ্ডা ও চট্‌চটে।

আর্সেনিক (Ars.)—চর্ম্ম বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, এবং ঘর্ম্ম চট্‌চটে।

কর্পূর (Camph.).—হাত পা বরফের মত ঠাণ্ডা, এবং সতত খিলধরা নিবন্ধন নীলবর্ণ, শরীর ঠাণ্ডা ঘাম বিশিষ্ট, এবং প্রত্যেকবার বমনের পর হিমাঙ্গ বৃদ্ধি পাওয়া।

কার্ব্বো (Carbo. Veg.)—গাল এবং হস্তের অঙ্গুলীর অগ্র-ভাগ বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ, এবং জিহ্বা ও শ্বাস প্রশ্বাস ঠাণ্ডা।

কুপ্রম্ (Cupr. Met.)—হিম অঙ্গ ও মুমুর্ষু দশাপন্ন, চর্ম্ম নীলবর্ণ এবং জিহ্বা ও শ্বাস প্রশ্বাস ঠাণ্ডা।

আইরিস্ (Iris. V.)—জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা।

জেট্রোফা (Jatropha.)—সমস্ত শরীর ম্যার্বেল্ পাথরের ন্যায় ঠাণ্ডা ও ঠাণ্ডা চট্‌চটে ঘাম বিশিষ্ট।

ভেরাট্রম্ (Verat. Alb.)—সমস্ত শরীর, বিশেষতঃ জিহ্বা, নাসিকা, মুখ ও শ্বাস প্রশ্বাস বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, ও ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম বিশিষ্ট, এবং তলপেটে ঠাণ্ডা অনুভব।

Collapse—মুমুর্ষু দশা, জীবনীশক্তি অবসানপ্রায়।

(৫) আনুসঙ্গিক শারীরিক উপদ্রব।

একোনাইট্ (Acon. φ.)—মনোবেগ, অস্থিরতা, অতিরিক্ত তৃষ্ণা কিন্তু জলপানে বমন, চর্ম্ম ঠাণ্ডা কিন্তু রোগী দেহ মধ্যে দাহ অনুভব করে, সহসা অত্যন্ত অবসন্নতা বোধ, মুখমণ্ডল ফেঁকাশে, মুখ জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, এবং নাড়ী প্রায় লুপ্ত।

আর্সেনিক্ (Ars. Alb.)—অতিরিক্ত অবসন্নতা ও মনোবেগ, ও তৎসঙ্গে মৃত্যুভয়, অবিরাম অস্থিরতা, অল্প পরিমাণে নিয়ত তৃষ্ণা, নাড়ী সূত্রের ন্যায় ক্ষীণ, বিরামশালী, (অর্থাৎ একবার পাওয়া যায় একবার পাওয়া যায় না) ও কম্পনভাবাপন্ন (tremulous) ; পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ, বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা বোধ, বুদ্ধিভ্রংস, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, মুখমণ্ডল ফেঁকাশে, জিহ্বা লালবর্ণ ও শুষ্ক, ঠিক নিশীথ সময়ে বা পরে রোগের বৃদ্ধি, অকস্মাৎ মুমূর্ষদশা উপস্থিত, এবং লক্ষণাদি উৎকট ও শীঘ্র শীঘ্র বিকাশ পাওয়া।

কর্পূর (Camph.)—অকস্মাৎ অত্যন্ত অবসন্নতা, মনোবেগ, অস্থিরতা, মস্তকঘূর্ণন ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা, মস্তকে বেদনা, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, পাকস্থলী ও কণ্ঠনালীতে জ্বালা বোধ ও তৎসঙ্গে তৃষ্ণা, বমনেচ্ছা, বমন ও ভেদ হওয়া। উপরোক্ত লক্ষণ গুলি বিকাশ পাইবার পূর্ব্বে কর্পূর ব্যবহার করিলে পীড়া থামিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

কার্ব্বো (Carbo. Veg.)—শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষীণ ও কষ্টদায়ক, পাখার হাওয়া ভাল লাগা, স্বরভঙ্গ, নাড়ি লুপ্ত, অত্যন্ত অবসন্নতা, এবং রোগীর চেহারা মড়ার ন্যায়।

ক্রোটন (Croton. Tig.)—মনোবেগ, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা ও চাপ বোধ, দুর্ব্বলতা, সময়ে সময়ে মূর্চ্ছাভাবাপন্ন, গুহ্যদ্বারে জ্বালা বোধ, এবং অন্ত্রমধ্যে বিশেষতঃ বামদিকে ঘড় ঘড় শব্দ।

কুপ্রম (Cupr. met.)—বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা বোধ, অতিশয় তৃষ্ণা, মনোবেগ, ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া, গরম খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে ইচ্ছা, অত্যন্ত অবসন্নতা, অবিরাম অস্থিরতা, ঘোলাদৃষ্টি, চক্ষু বসিয়া যাওয়া ও চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে নীলবর্ণ দাগ হওয়া, শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন ও খবি খাওয়ার ন্যায়, নাড়ি সূত্রের ন্যায় ক্ষীণ ও চাপিলে লুপ্ত বোধ, মুখমণ্ডল বসিয়া যাওয়া ফেঁকাশেবর্ণ ও বিকট, ক্ষুধামান্দ্য, এবং পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ। ওলাউঠা রোগের প্রথম অবস্থায় কর্পূর (Camph.) কার্য্যকারী না হইলে, হানিমানের মতে এই ঔষধটী রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় বিশেষ কার্য্যকারী হয়।

ইউফর্ব্বিয়া (Euphor)—নাড়ি মৃতভাবাপন্ন ও ক্ষীণ, পাকস্থলীর উপরিভাগ বসিয়া যাওয়া অতিশয় দুর্ব্বলতা, মৃত্যুভয়, ও মনোবেগ, এবং মরণের ইচ্ছা।

আইরিস (Iris. V.)—পাকস্থলীর উপরিভাগে, মুখে ও কণ্ঠনালীতে নিয়ত জ্বালা অনুভব, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ, মস্তকে উৎকট যন্ত্রণা, সামান্য জ্বর, নৈরাশ্য, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, এবং গুহ্যদ্বারে জ্বালা বোধ।

জ্যাট্রোফা (Jatropha.)—মনোবেগ, পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া, তলপেটে গড়গড়ানি শব্দ ও জ্বালা বোধ, পেট বসিয়া যাওয়া, এবং নাড়ি লুপ্ত প্রায়।

ফস (Phos.)—জিহ্বা শ্বেতবর্ণ, অত্যন্ত তৃষ্ণা, তলপেটে

গড়গড়ানি শব্দ ও যন্ত্রণা বোধ, বল হ্রাস, নৈরাশ্য, মৃত্যুভয়, খিটখিটে ভাবাপন্ন, মস্তক ঘূর্ণন ও বেদনা, কর্ণে নানা প্রকার শব্দ অনুভব করা, চক্ষু বসিয়া যাওয়া ও চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে নীলবর্ণ দাগ হওয়া, মুখমণ্ডল ফেঁকাশে, স্বাদ তিক্ত, পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ এবং ক্ষুধামান্দ্য। ক্লান্তি ও অবসন্নতা ওলাউঠার হেতু হইলে এই ঔষধটী বিশেষ কার্য্যকারী দেখিতে পাওয়া যায়।

ভেরেট্রম্ (Verat. Alb.)—সামান্য অবসন্নতা বা মনোবেগ, অতিশয় দুর্ব্বলতা, ঠাণ্ডা পানীয় দ্রব্যে লালসা, কিন্তু জলপানের অব্যবহিত পরে বমন, মুখমণ্ডল ফেঁকাশে বর্ণ, স্বরভঙ্গ, বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ, বিশেষতঃ বামপার্শ্বে, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া, হাতের চেটর চর্ম্ম কুঁখড়াইয়া যাওয়া, নাড়ি সূত্রের ন্যায় ক্ষীণ, সহসা বলক্ষয় হওয়া, ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ ও শুষ্ক, এবং জিহ্বা শুষ্ক।

প্রতিষেধক ঔষধ :—কুপ্রম (Cupr. met.) কর্পূর (Camph.) এবং সলফার (Sulph.)।

কুপ্রম ৬ক্রম (Cupr. met. 6)—ডাঃ ডেকের মতে, ওলাউঠা রোগের অভ্যুদয়কালে এই ঔষধ একদিন অন্তর ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই এই দুরন্ত রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

কর্পূর (Saturated Tincture of Camphor)—ডাঃ রুবিনী ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবকালে সুস্থকায় ব্যক্তিকে প্রতিদিন তিনবার করিয়া ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন।

সলফার ১ম বা ৬ষ্ঠ ক্রম (Sulph. 1 or 6) ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবকালে ডাঃ হেরিং সুস্থকায় ব্যক্তিদিগকে প্রতিদিন

প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে একবার করিয়া এই ঔষধ সেবন করিতে বিধি দেন। জুতা ও মোজার মধ্যে এই ঔষধটী সপ্তাহে দুইবার লাগাইতেও তিনি ব্যবস্থা দেন।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে নিয়মাবলী ঃ—

বাটীর মধ্যে বিশেষতঃ শয্যাগৃহে যাহাতে নির্ম্মল বায়ু সঞ্চরণ করে এরূপ ব্যবস্থা করিবে। পচা তরকারি মাছ মাংস বা অন্য কোনরূপ দুর্গন্ধ দ্রব্য গৃহে রাখিবে না, গৃহের বাহিরে থাকিলে স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা পাইবে। গৃহের নালী সমস্ত পরিষ্কৃত রাখিবে, এবং জঞ্জালাদি কদাচ সঞ্চিত রাখিবে না। নালী মধ্যে ও পায়খানায় দুর্গন্ধ নিবারক দ্রব্য (যথা ফিনাইল্, কার্বলিক্ অ্যাসিড্) নিক্ষেপ করিবে। ঠাণ্ডা লাগাইবে না, আর্দ্র বসন পরিধান করিবে না, এবং ঠাণ্ডা বাতাশ বা জল দ্বারা ঘর্ম্ম বন্ধ করিবে না। শরীর সচ্ছন্দে রাখিবে, এবং উপযুক্ত পরিচ্ছদে আবৃত রাখিয়া শরীরের তাপ সমভাবে রাখিবে। শরীর এবং পরিধেয় ও শয্যার বস্ত্রাদি সুপরিষ্কৃত রাখিবে। শ্রান্তি, রাত্রি জাগরণ, মনোবেগ, ও সকল প্রকার অনিয়ম সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবে।

প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় ধুনা এবং গুগ্‌গুল বাটীর সকল ঘরে পোড়াইবে।

পথ্য—মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না। পানীয় নির্ম্মল জল গরম করিয়া ঠাণ্ডা হইলে পান করিবে। সহজে যাহা পরিপাক হয় না এরূপ খাদ্য আহার করিবে না। তাজা তরকারি, ভাল মাছ বা মাংস রন্ধন দ্বারা সুপক্ক না হইলে কদাচ ব্যবহার করিবে না।

নূতন চাউল ব্যবহার নিষিদ্ধ। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবকালে উপরোক্ত নিয়মগুলি যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে।

ওলাউঠা রোগীর পথ্য—পীড়িত অবস্থায় কেবল ঠাণ্ডা কলের অথবা ঘড়া ফিলটারের নির্ম্মল জল ব্যতীত আর কিছুই দিবে না। বরফের টুক্‌রা সকল রোগীর পক্ষে বা ওলাউঠার সকল অবস্থায় সুফলপ্রদ নহে। যতক্ষণ না মূত্র ও পিত্ত যন্ত্রগুলি প্রকৃতিস্থ হয়, ততক্ষণ কোনরূপ কঠিন খাদ্য কদাচ দিবে না। যখন ভেদের বর্ণ হল্‌দে এবং প্রস্রাব সহজ হইবে, তখন পাৎলা জল অ্যারোরুট, বার্লি, প্রভৃতি ক্রমশঃ দিতে আরম্ভ করিবে।

সমালোচনা।

ওলাউঠা রোগে কর্পূর ও ভিরেট্রম বিশেষ ফলপ্রদ। নিম্নলিখিত লক্ষণে ডাঃ হানিমান কর্পূর প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন, "অকস্মাৎ অতিশয় অবসন্নতা, মুখমণ্ডল ও সমস্ত শরীর ফেঁকাশেবর্ণ ও বরফের ন্যায় শীতল, মুখ নৈরাশ্যব্যঞ্জক, রোগীর মনের বেগ এরূপ যেন তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া এখনি প্রাণনাশ হইবে, ভেবাচেকার মত অচেতন প্রায়, ভাঙ্গাস্বর, গোঁয়ানি, জিজ্ঞাসা না করিলে কোন প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া, পাকস্থলী ও কণ্ঠনালীতে জ্বালা বোধ, পায়ের ডিমে ও শরীরের অন্যান্য মাংসপেশীতে খিলধরা, পাকস্থলীর উপরিভাগ স্পর্শ করিলে চীৎকার করা, তৃষ্ণা, বমন, বমনেচ্ছা, বা ভেদ না থাকা"। এই সকল লক্ষণে কর্পূর আশু ফলপ্রদ। অন্যান্য

লক্ষণে ও কর্পূরের কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, " মস্তক ঘূর্ণন, বমনেচ্ছা, ঠাণ্ডা ঘামের সহিত বমন, মূর্চ্ছা ও শ্বাসরুদ্ধের উপক্রম, এবং উপরের ঠোঁট ঊর্দ্ধগত হওয়া নিবন্ধন দন্ত বাহির হইয়া পড়া; শীত অনুভব হেতু গরম বস্ত্রে রোগী নিজে শরীর আবৃত করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ লক্ষণেও কর্পূর প্রয়োগ করিবে "। উপরোক্ত লক্ষণে কর্পূর ব্যবহার করিয়া ডাঃ কবিনী ৩৭৭ টী রোগী, ডাঃ লেবেটিণী ২৭টী রোগী, ডাঃ সালুতাঞ্জি ৫৬টী রোগী, ডাঃ স্পাইটেলী ৮০টী রোগী, এবং ডাঃ রিনি ১টী রোগীকে আরোগ্য করেন।

নিম্নলিখিত লক্ষণে ভেরাট্রম্ কার্য্যকারী, " মনোবেগ, মৃত্যু-ভয় বা ঔদাস্য, মস্তক ঘূর্ণন, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, নাসিকা ও মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা, ফেঁকাসে বা নীলবর্ণ, গাল ফুলা বা বসা, মুখ-মণ্ডলের মাংসপেশীর খেঁচনি, শীতল জলপানে অতিশয় লালসা, কিন্তু জলপান করিবার পরই বমন ও তৎসঙ্গে বহুলপরিমাণে চালধোয়ানি জলের ন্যায় প্রবল বেগে ভেদ নিঃসরণ হওয়া, জিহ্বা ফেঁকাসে বা নীলবর্ণ, শুষ্ক, ঠাণ্ডা ও ময়লাযুক্ত, স্বর ক্ষীণ ও ভাঙ্গা, মুখের ভাব চিন্তাব্যঞ্জক, বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা, হাত পায়ে খিলধরা, অতিশয় দুর্ব্বলতা, এবং ঠাণ্ডা ঘাম"। এলোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রবর্ত্তক খ্যাতনামা হিপোক্রেটিস মহোদয় উপরোক্ত লক্ষণে একটী এথিনিয়ান যুবককে ভেরাট্রম্ ব্যবহার করিয়া মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন।

কর্পূর প্রয়োগে আশু উপকার না দর্শিলে হানিমান কুপ্রম্ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। কুপ্রমের খালধরা ভিরেট্রমের খালধরার ন্যায় প্রবল নহে, কেন না রোগী ক্রমশঃই দুর্ব্বল

হইয়া পড়ে। মুখমণ্ডল ফেঁকাশে বা সবুজ আভাযুক্ত পীত, বা নীলবর্ণ, ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ, বমন সহ খেঁচুনি, তলপেটে নিয়ত যন্ত্রণা বোধ, সমস্ত শরীর যেন মুচড়াইয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ হওয়া, ভেদ, পাকস্থলীতে কামড়ানি, কিন্তু ঠাণ্ডা জলপানে ঐ কামড়ানির হ্রাস, মনোবেগ, বক্ষঃস্থলে যন্ত্রণা বোধ, এবং মোহ-ভাবাপন্ন হইবার উপক্রম; এই সমস্ত লক্ষণে হানিমান কুপ্রম্ ব্যবহার করিতে বিধান দেন।

ডাঃ ডন্‌হাম বলেন "যে হিমাঙ্গ ও অবসন্নভাব প্রবল হইলে কর্পূর, ভেদ ও বমন প্রবল হইলে ভেরাট্রম, ও খালধরা প্রবল হইলে কুপ্রম্ প্রয়োগ করিবে"।

"অতিশয় মনোবেগ, নিয়ত অস্থিরতা, মৃত্যুভয়, সহসা অবসন্ন হওয়া, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, নাসিকার স্বাভাবিক আকার পরিবর্ত্তন হওয়া, মুখমণ্ডল ফেঁকাশে বা নীলবর্ণ, চিন্তাভাবাপন্ন, জিহ্বা শুষ্ক, কটা বা কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট, অল্প পরিমাণে জলপানে লালসা এবং জলপানের পরই বমন, পাকস্থলী অন্ত্র ও গুহ্যদ্বারে জ্বালা বোধ, বমনের পর পাকস্থলীর জ্বালা বৃদ্ধি হওয়া, প্রস্রাব বন্ধ, স্বরভঙ্গ, এবং দুর্গন্ধবিশিষ্ট জ্বালাযুক্ত ভেদ; এই সমস্ত লক্ষণে হানিমান আর্সেনিক্ ব্যবহার করিতে বলেন"। মূত্রযন্ত্র প্রকৃতিস্থ হইবার অব্যবহিত পরই আর্সেনিক্ ব্যবহার করিতে ডাক্তার র পরামর্শ দেন। কিন্তু ডাক্তার রর এই মতটী সর্ব্ববাদী সম্মত নহে।

ডাঃ লিপি ওলাউঠা রোগী ও আর্সেনিক্ বিষপায়ীর বিসদৃশ-ভাব নিম্নে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

ওলাউঠাবোগীর লক্ষণ।	আর্সেনিক্ বিষপায়ীর লক্ষণ।
১। ঔদাস্য, কোন বিষযে লক্ষ্য না কবা।	১। অস্থিবতা, শয্যায় এপাশ ওপাশ ফেরা, ও মৃত্যুভয।
২। অধিক পবিমাণে জল-পানে লালসা।	২। অল্প পবিমাণে অথচ নিযত জলপানে ইচ্ছা।
৩। গাত্রে বস্ত্র বা অন্য কোন আববণ বাখিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।	৩। গাত্র বস্ত্র দ্বারা ঢাকি-বাব জন্য ব্যাকুল।
৪। জিহ্বা ঠাণ্ডা ও পবি-ষ্কাব।	৪। জিহ্বা গবম, জিহ্বাব অগ্রভাগ ও ধাবগুলী প্রথমে লালবণ ও তৎপবে শ্বেতবর্ণ ও অবশেষে কৃষ্ণবর্ণ হওযা।
৫। শযন করিযা থাকিবাব ইচ্ছা। অনেক বুঝাইযাও বসাইয়া বাখিতে পাবা যায় না। কোনরূপে বসাইয়া বাখিলে দীর্ঘশ্বাস টানিয়া লইযা শান্তি বোধ কবা।	৫। নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া থাকিতে পাবে না। দীর্ঘশ্বাস লইলেও শান্তি বোধ না কবা।
৬। অধিক পবিমাণে বমনেব পব ক্ষণকাল নিশ্চিন্ত থাকা।	৬। বমনেব চেষ্টা নিযত থাকা অথচ বমন না হওযা।
৭। তলপেটে খালধবার যন্ত্রণা বোধ।	৭। অন্ত্র মধ্যে ও গুহ্যদ্বাবে জ্বালা বোধ।
৮। তলপেট পড়িয়া যাওয়া।	৮। তলপেট ফুলিয়া থাকা।

উল্লিখিত বিষদৃশভাবসত্ত্বেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আর্সেনিক্ বিশেষ ফল প্রদর্শন করিয়াছে, কিন্তু উপযুক্তরূপে নির্ব্বাচিত না হইলে আর্সেনিক্ প্রয়োগে বিষময় ফল ঘটিবার সম্ভাবনা।

অস্থিরতা, চর্ম্ম ঠাণ্ডা অথচ অন্তর্দাহ ও গরম বোধ, অতিশয় পিপাসা অথচ পান করিলেই বমন, সবুজ বর্ণের ভেদ ও বমন, ভয় ও বিরক্তি, তৎপরে মুমূর্ষদশাপন্ন, কিন্তু এই সকল লক্ষণের সহিত পিত্তসংযুক্ত ভেদ থাকা চাই, নতুবা একোনাইট্ ফলপ্রদ হইবে না।

বক্ষঃস্থলের মাংসপেশীতে এরূপ খালধরা যে রোগী কথা কহিতে বা শ্বাস প্রশ্বাস লইতে ও ফেলিতে অক্ষম বোধ করে, অথবা এক ঢোক জল খাইলে কিম্বা নাসিকার নিকট রুমাল রাখিলে শ্বাস অবরোধ হয়, মনোবেগ, আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা, এবং জলপান মাত্রেই এরূপ বোধ হওয়া যেন সমস্ত জলটা গড়গড় শব্দে একবারে অন্ত্র মধ্যে নামিয়া যাইতেছে, এই সকল লক্ষণে ডাঃ র সাহেবের মতে আরজেণ্টি-নাইট্রাস্ বিশেষ কার্য্যকারী।

বাক্‌রোধ, অচৈতন্যভাব, চর্ম্ম বরফের মত ঠাণ্ডা ও কুঁকড়াইয়া যাওয়া, নাড়ী লুপ্ত, ও অন্যান্য গুরুতর কুলক্ষণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ডাঃ হেনেল্ প্রতিবার ভেদ ও বমনের পর ৩০ ক্রমের ব্রাইওনিয়ার অনুবটিকা (Globules) ব্যবস্থা করিয়া ভীষণ ওলাউঠার হস্ত হইতে অনেক রোগিকে নিস্তার করিয়াছেন।

কার্ব্বো-ভেজ্। শেষ অবস্থা, যখন রোগী সংজ্ঞাহীন, ও

তাহার মুমুর্ষু দশা উপস্থিত, মুখ, নিশ্বাস ও জিহ্বা ঠাণ্ডা, ভেদ, বমি, খালধরা এবং পাকস্থলীর যন্ত্রণা রহিত ও প্রস্রাব বন্ধ।

সিকুটা। ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় অঙ্গ-বিকৃতি, প্রবল হিক্কা, দাঁত লাগা, অচৈতন্য।

ল্যাকেসিস্। অতি সামান্য অঙ্গ চালনে বমি, বমনেচ্ছা ও সেই সঙ্গে অত্যন্ত লাল নিঃসরণ।

হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড। ওলাউঠার শেষ অবস্থায় হঠাৎ অবসন্নতা, ভেদ, বমি ও প্রস্রাব বন্ধ, শ্বাস রোধের উপক্রম, নাড়ী বিলুপ্ত, কণ্ঠনালী অসাড়, কণ্ঠনালী দিয়া ঘড় ঘড় শব্দে জল অধো হওয়া, দীর্ঘকাল স্থায়ী মূর্চ্ছা, দাঁত লাগা ও টংকার। হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিডের ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে সচরাচর সিয়ানাইড্ অব পটাসিয়ম্ ব্যবহার হইয়া থাকে।

জ্যাট্রোফা। ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় ঈষৎ সাদা ও চক্‌চকে তরল পদার্থ সহজে উদ্গীরণ, ও সেই সঙ্গে পাকস্থলীতে জ্বালা ও তাহার ঊর্দ্ধভাগে সাঙ্কোচিক যন্ত্রণা, বেগে অবিশ্রান্ত জলবৎ ভেদ, পায়ের ডিমে ও বাহুর মাংসপেশীতে খাল ধরা, পাথরের ন্যায় ঠাণ্ডা ত্বক্, পায়ের ডিমে খাল ধরিবার ভাবনা ও আশঙ্কা, অথবা মন প্রশান্ত এবং হর্ষোৎফুল্ল, শারীরিক যন্ত্রণার প্রতি দৃক্‌পাতও না করা।

ইপিকা। প্রথম লক্ষণ ভেদ অপেক্ষা বমনেচ্ছা ও বমির প্রবলতা স্থলে।

ফস্। অধিক শীতল জলপানের ইচ্ছা, কিন্তু জল উদরে যাইয়া উষ্ণ হইবামাত্র বমি, চাল্ ধোওয়া জলের মত ও চর্ব্বি

কণার ন্যায় দ্রব্য মিশ্রিত ভেদ, শ্বাস কষ্ট, অবসন্নতা, খাইলেই হিক্কা।

সিকেল্। শুষ্ক, ঠাণ্ডা ও সঙ্কোচিক ত্বক্, নাড়ী বিলুপ্তপ্রায়, ও সেই সঙ্গে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মাংসপেশীর সঙ্কোচন, স্বেচ্ছায় হাতের আঙ্গুল ফাঁক করা, ও চক্ষু বসিয়া যাওয়া, চেহারা তুবড়ে যাওয়া, প্রবল বমির বেগ অথচ অল্প বমন, প্রস্রাব বন্ধ, কি যেন গাত্রে সড় সড় করিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ অনুভব, বহুল পরিমাণে ও অত্যন্ত বেগে জলবৎ ভেদ, ও শরীর ঠাণ্ডা, অথচ গাত্রে বস্ত্র রাখিতে পারে না, জীবনীশক্তি অবসান প্রায়।

সল্ফর্। শেষ রাত্রে ভেদ, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা থাকা বা না থাকা, ভেদ ও বমি এক সঙ্গে আরম্ভ হওয়া। পায়ের ডিমে ও পায়ের তলায় খাল ধরা।

ট্যাবাকম্। ভেদ বমি ঔষধের দ্বারা বন্ধ হইলে পর অতি প্রবল বমনেচ্ছা, ও সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা ঘাম, ভেদ কমিয়া যাইলে পর বমনেচ্ছা ও বমন, খালধরা, ও অঙ্গ ছিঁড়িয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভব, সম্পূর্ণ জীবনী-শক্তি হীনতা।

রিসিনস্। প্রথম দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া এমন কি কখন কখনও দুই তিন দিন ধরিয়া অর্দ্ধতরল উদরাময় চলিতে থাকে, পরে ক্রমশঃ বা হঠাৎ ওলাউঠার ভেদ বমি উপস্থিত হয়। ভেদের সঙ্গে পাকস্থলীর যন্ত্রণা না থাকিলে রিসিনস্ ও যন্ত্রণা থাকিলে ভিরেট্রম্ ব্যবহার্য্য। উদরাময় হইতে উৎপন্ন ওলাউঠায় অন্য ঔষধের লক্ষণ সুস্পষ্ট প্রকাশ না হইলে এই ঔষধই শেষ পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য।

ওলাউঠা রোগান্তে জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রব।

ওলাউঠাতে রোগীর জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিলে হয় তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, অথবা সে আস্তে আস্তে সারিয়া উঠে। কখনও বা সহজে সুস্থতা লাভ করে, কখনও বা আরোগ্য লাভ করিতে বিলম্ব হয়, এবং কখনও বা শারীরিক শক্তির পুনঃসঞ্চার সহকারে জ্বর বিকার উপস্থিত হয়। এই জ্বর স্বতন্ত্র পীড়া নহে, ইহা ওলাউঠারোগজনিত শারীরিক বিকৃতি হইতে উৎপন্ন, সুতরাং সচরাচর জ্বরে যে ঔষধ ব্যবহৃত হয়, এ জ্বরে সে সকল ঔষধের উপকারীত্ব দেখা যায় না। রস্‌টক্স ও ফস্‌ফরিক্‌-এসিডে উত্তম ফল পাওয়া যায়। অস্থিরতা থাকিলে রস্‌, ও শারীরিক ও মানসিক জড়তা স্থলে ফস্‌ফরিক্‌-এসিড ব্যবহার্য্য। ভিরেট্রম্‌, কুপ্রম্‌, সিকেল্‌ ও ক্যাম্ফর, লক্ষণানুসারে ব্যবহার করিবে। বেলাডনা ব্যবহার নিষিদ্ধ, যে হেতু এ অবস্থায় মস্তিষ্কে রক্ত জমে না; ঘন ঘন জল পিপাসা, প্রলাপাদি, অসাড়ে মলত্যাগ ও প্রস্রাব স্থলে বেলাডনার পরিবর্ত্তে ভিরেট্রম্‌-ভিরিডিতে অতি সুন্দর কার্য্য হইয়া থাকে।

ওলাউঠাতে ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক যন্ত্রে দোষ ঘটিয়া থাকে। ফুস্‌ফুসে রক্ত জমিয়া থাকা হেতু শ্বাস কষ্ট নিবারণ জন্য ফস্‌-ফরস্‌ ও এণ্টিম্‌.-টার্ট. ব্যবহার করিবে। পাকস্থলীর গোলমাল

ওলাউঠার চিকিৎসাতে কখনও একের অধিক ঔষধ ব্যবহার করিবে না। অনেক বিবেচনা করিয়া অধিকাংশ লক্ষণ ব্যাপক ঔষধটী নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

থাকিলে কুপ্রম্, নক্সভমিকা ও আর্সেনিক্ (উচ্চক্রম) বিলক্ষণ ফলোদায়ক হয়। মূত্রযন্ত্র দুরস্ত করিবার পক্ষে ক্যান্থারিস্ ও টেরিবিন্থ এই দুইটী মহৌষধ। জ্বরের অবস্থায় উদরাময় থাকিলে লক্ষণানুসারে চাএনা, ফস্‌ফরাস্, ক্রোটন ও মার্করি দিতে হইবে। মাংসধোয়া জলের মত ভেদ স্থলে রস্‌টক্স ও রিসিনস্ বড় উপকারী। রক্তামাশয়ে রিসিনস্ ও মার্কুবিয়স্ করসিবস্ প্রয়োগ করিবে। রক্তভেদে কার্বো-ভেজিটেবিলিস্ ও কাল তরল রক্ত ভেদ স্থলে ইল্যাপস্ দিতে হয়। হিক্কা ওলাউঠার একটী বিষম উপদ্রব। ভেদ বমি নিবৃত্তি হইলে পর কখন কখনও এই উপসর্গ বড়ই দেখা দিয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা ব্যস্ত হইয়া ইগ্নেসিয়া, নক্সভোমিকা সিকুটা, বেলাডনা ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা ওলাউঠা সম্পর্কীয় ঔষধ নহে। ভিরেট্রম্, কুপ্রম্, সিকেল্, কার্বো-ভেজিটেবিলিস্, আর্সেনিক্, ট্যাবাকম্ এবং হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড, ইহাদের মধ্য হইতে লক্ষণানুসারে বাছিয়া উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে সমধিক ফল পাওয়া যায়।

রোগ সারিবার মুখে কখন কখনও মূত্রাশয়ে প্রস্রাব জমিয়া ঐ যন্ত্রের অসাড়তা নিবন্ধন নিঃসৃত হইতে পারে না। প্রস্রাবে যে বিষাক্ত দ্রব্য আছে, তাহা ক্রমে রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যায়, এবং সেই কারণে রোগী পুনর্ব্বার সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে, প্রলাপ বকিতে থাকে, ও তাহার অঙ্গগ্রাহ উপস্থিত হয়। পুনর্ব্বার বমিও হইতে থাকে। সাবধান যেন এ অবস্থায় ওপিয়ম্, বেলাডনা, হাইয়সসিয়ামস্, ষ্ট্রামোনিয়ম্, বা ক্যান্থারিস্ দেওয়া না হয়। অচৈতন্য স্থলে আর্সেনিক্, অঙ্গগ্রাহ স্থলে

রক্তদাস্ত হয়। হয় খাঁটি রক্ত চোয়াইয়া পড়ে, আর নয়ত রক্তমিশ্রিত ঘন মাড়ের ন্যায় দাস্ত হয়।

প্রতিক্রিয়ার অবস্থা আরম্ভ হইয়াও অনেকের নানারকম উপসর্গ উপস্থিত হয়, জ্বরবিকার হয়, চখ লাল হয়, আক্ষেপ হয়, মোহ হয় এবং ভাল করিয়া প্রস্রাব হয় না। ঐ অবস্থায় মরিয়া যায়। প্লুরিসি, নিউমোনিয়া, বেডসোর, (শয্যাক্ষত), চথের মণিতে ঘা হয়। এইরূপে ভুগিয়া ভুগিয়া অবশেষে মরিয়া যায়। কাহারও কাহারও আমাশয় অথবা উদরাময় থাকিয়া যায়। ব্রাইটের পীড়া এবং ইউরিমিয়া হইতে পারে। কাহারও কাহারও দুর্দ্দমনীয় বমন অথবা হিক্কা হয়।

কলেরা রোগে মৃত্যুও হঠাৎ হয়। পূর্ব্বে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। ধাত আসিল, রোগী প্রস্রাব করিল, উঠিয়া বসিল, পথ্যও করিল, কিন্তু ধাঁ করিয়া মরিয়া গেল।

কলেরা রোগীর উপরে গা ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু ভিতরে উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। কোলাপ্স অবস্থায় বগলে থার্ম্মোমিটার দিলে উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কম দেখা যায়, কিন্তু গুহ্যদ্বারে বা যোনিমধ্যে থার্ম্মোমিটার দিলে উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃদ্ধি দেখা যায়। কাহারও কাহারও ভিতরের উত্তাপ ১০৪ ডিগ্রি পর্য্যন্তও উঠিতে দেখা যায়। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবার সময় উপরে গরম হয় এবং ভিতরে ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ হয়।

কলেরার মল একটা সরাতে করিয়া ধরিয়া রাখিলে উপরে ঘোলের ন্যায় তরল পদার্থ দাঁড়ায়, আর নীচে জমাটবাঁধা ভাতের ফেণের ন্যায় তলানি পড়ে। উপরে যে তরল পদার্থ থাকে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০০৫ হইতে ১০১০। ইহা সমক্ষারাম্ল

অথবা সামান্যরূপ ক্ষারগুণবিশিষ্ট। কলেরার মল পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, উহার অধিকাংশই জল। তাহার ভিতর সোডা, পটাস এবং সাধারণ লবণ পাওয়া যায়। আমাদিগের রক্তে ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়ম্ বা আমরা যে লবণ আহার করি, সেই লবণ থাকে। কলেরা হইলে এই লবণ মলের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। নীচে যে তলানি পড়ে তাহা পরীক্ষা করিলে মিউকস্ (শ্লেষ্মা) এবং ফাইব্রিন (সৌত্রিক পদার্থ) পাওয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে ঐ মলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাময় পদার্থ, কোষ সকল, এপিথিলিয়ম নামক কোষ, এবং কলেরা ব্যাছিলাই (কলেরা বীজ এবং রক্তকণিকা সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

কলেরার প্রচ্ছন্নাবস্থা এক হইতে পনর দিন। প্রচ্ছন্নাবস্থা কাহাকে বলে? রোগবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া যত দিন গোপন থাকে, প্রকাশ না হয়, সেই কয়দিনের নাম প্রচ্ছন্নাবস্থা। অদ্য কলেরা রোগীর সংস্পর্শে আসিলাম। কল্য কলেরাক্রান্ত হইলাম। এখানে প্রচ্ছন্নাবস্থা এক দিন মাত্র। এতদ্দেশে অনেক সময়ে প্রচ্ছন্নাবস্থা ২৪ ঘণ্টাও হয় না। বিষ সংস্পর্শে আসিবার দশ বার ঘণ্টা মধ্যে কলেরা জন্মাইতে দেখা গিয়াছে।

কলেরার ভাবিফল সাধারণতঃ অত্যন্ত মন্দ। ইহা অতিশয় সাংঘাতিক। কোন স্থানে প্রথম কলেরার প্রকোপ হইলে প্রায় সকলেই মারা পড়ে। শতকরা ৯৯ জনের মৃত্যু হয়। পরে ক্রমেই মৃত্যুসংখ্যা কম পড়ে এবং অনেকেই আরোগ্যলাভ করে। এখানে বোধ হয়, কলেরার বীজ এক দেহ হইতে দেহান্তরে যাইতে যাইতে ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইয়া কম বলবান হয়। এই কম বলবান বীজ যাহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহারা প্রায়

রক্ষা পায়। খুব সাংঘাতিক রকমের কলেরায় পাঁচ ছয় ঘণ্টা হইতে বার তের ঘণ্টা মধ্যে মরিয়া যায়। শেষ বাবে কলেরা হইলে, বেলা এক প্রহর হইতে না হইতে রোগী মরিয়া গেল। অনেক লোক একবার মলত্যাগ বা একবার মাত্র বমন করিয়াই মরিয়া যায়। কাহারও বা বোমি ও দাস্ত না হইতেই জীবন-লীলা শেষ হয়। এই সকল স্থলে ভিতর ভিতর মলস্রাব হয়, কিন্তু বাহিরে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই শরীর অসাড় হইয়া যায়। সচরাচর ২৪ ঘণ্টা মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। যত দিন কাটিয়া যায়, রোগীর বাঁচিবার ভরসাও তত বেশী হয়। অনেকে ৫।৭ দিন পরেও হয় ভাল হয়, নয় মরিয়া যায়। রক্তস্রাব হইলে কলেরা নিতান্তই সাংঘাতিক হয়। যত রোগীর পেট দিয়া রক্ত-স্রাব হইয়াছে তাহাদের কাহাকেও বাঁচিতে দেখি নাই। যাহাদের দুই এক বার বমনের পরই ধাত বসিয়া যায় এবং নাকে কথা উঠে, তাহারা কিছুতেই রক্ষা পায় না। অনেক রোগী মৃতপ্রায় হইয়া হঠাৎ ভাল হইতে আরম্ভ হন। কেহবা পুনর্ব্বার খারাপ হইয়া মরিয়া যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগী বেস হইয়া আরাম না হইয়া উঠে, ততক্ষণ মরা বাঁচা সম্বন্ধে কোনই মতামত প্রকাশ করা যায় না।

মৃতদৈহিক লক্ষণ ঃ—মৃত্যুর পর ক্রমশঃ গা গরম হইয়া উঠে এবং শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে হাত পা ও পেটের মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়, এবং হাত পা শক্ত হয়। শরীরের চর্ম্ম নীলবর্ণ দেখায়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল টোল খাইয়া চুপ্‌সিয়া গিয়াছে দেখা যায়। হৃদয়ের বাম কোটরে রক্ত থাকে না, এবং বাম কোটর চুপ্‌সিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছে দেখা যায়। ধমনী-

গুলিও চোপ্সাইয়া গিয়াছে বোধ হয়; উহাদের মধ্যেও রক্ত থাকে না। ফুসফুস্ চোপ্সাইয়া গিয়াছে বোধ হয়। হৃদয়ের দক্ষিণে কোটর এবং ভেইন্ ও ক্যাপিলারি (কৈশিকা নাড়ী) সকল রক্তপূর্ণ দেখা যায়। রক্ত ঘন এবং কাল দেখায়। ঠিক যেন আলকাতরার ন্যায় বোধ হয়। যকৃত, প্লীহা প্রভৃতি যন্ত্র সকলে কখন কখন রক্তাধিক্য দেখা যায়, কখনও বা উহারা চোপ্সান এবং রক্তশূন্য দেখা যায়। কিড্নি বা বৃক্কদ্বয়ে সর্ব্বদা রক্তাধিক্য দেখা যায়।

পাকস্থলী এবং অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লিতে রক্তাধিক্য হয়। অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লি পুরু এবং ফুলা ফুলা বোধ হয়। কখন কখন পাকস্থলী এবং অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লির উপবিভাগ উঠিয়া গিয়াছে বোধ হয়। অন্ত্রের ভিতর ভাতের ফেণের ন্যায় মল সঞ্চিত থাকে। কখন কখন আঠা আঠা পদার্থ বা রক্তমিশ্রিত পদার্থ দেখা যায়। অন্ত্রের গ্রন্থি সকল (পেয়ার এবং সলিটারি গ্লাণ্ড) বড় দেখায়। কখন কখন ঐ সকল গ্রন্থিতে ক্ষত দেখা যায়। বড় অন্ত্র এবং ব্লাডার (মূত্রাধার) সঙ্কুচিত দেখায়। কখন কখন অন্ত্র এবং পাকস্থলী প্রদাহান্বিত দেখায়। যে সকল রোগী প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় মরে, তাহাদের প্রায় এইরূপ অন্ত্র ও পাকস্থলীর প্রদাহ হয়। এতদ্ভিন্ন, যে সকল রোগ উপসর্গরূপে উপস্থিত হয়, সেই সকল রোগপরিজ্ঞাপক চিহ্ন সকল দেখা যায়।

সচরাচর কলেরা রোগের তিনটি অবস্থা দেখা যায়;—(১) ভেদ বমনের অবস্থা। (২) পতনাবস্থা। (৩) প্রতিক্রিয়ার অবস্থা। ধাত বসিয়া যাওয়া, হাত পা গা ঠাণ্ডা হওয়ার নাম পতনাবস্থা বা কোলাপ্স অবস্থা। আবার যখন পুনর্ব্বার শরীর উষ্ণ হইয়া উঠে,

এবং ধাত আইসে তখন তাহার নাম প্রতিক্রিয়ার অবস্থা। অনেক স্থলে ভেদ ও বমন হওয়া মাত্র পতনাবস্থা উপস্থিত হয়। একবার ভেদ ও বমনের পরই নাড়ী বসিয়া যায় এবং নাকে কথা উঠে। এই সকল সাংঘাতিক কলেরার ভেদ, বমন ও পতনাবস্থা পৃথক করা যায় না। পতনাবস্থা আরম্ভ হইলে পতনাবস্থার সময় প্রায় ভেদ ও বমন আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়; অন্ততঃ রোগীর আর মলত্যাগ ও বমন করিবার ক্ষমতা থাকে না। সমস্ত যন্ত্র অসাড় হইয়া যায়।

ওলাউঠার প্রতিষেধক।

ওলাউঠা হইলে চিকিৎসার দ্বারা রোগীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা নিতান্তই কঠিন। অতএব ওলাউঠা না হইতে পায়, এইরূপ প্রতিষেধক উপায় থাকিলে তাহাই অবলম্বন করা ওলউঠা রোগের প্রকৃত চিকিৎসা।

ওলাউঠা যে সংক্রামক ব্যাধি তাহা বিশেষরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই সংক্রামতা দোষ থাকার জন্য দেবাৎ কাহারও ওলাউঠা হইলে নিকটস্থ অন্যান্য সকলে আক্রান্ত হয়। কোন স্থানবিশেষে ওলাউঠা আরম্ভ হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও ব্যক্তি অপর কোন স্থান হইতে ঐ বিষ আমদানী করিয়াছে।

কলেরার বীজ কলেরার মলে এবং বমনে বাস করে। ঐ মল ভূমিতে পড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুতে বিভক্ত হয়। ঐ সকল ধূলিকণা সদৃশ সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় কলেরার

বীজ বায়ুতে উড়িতে থাকে এবং যে কোনও খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আমাদিগের উদরস্থ হইতে পারে। ঐ মল জলে ধৌত হইয়া নিকটস্থ জলাশয়ে পতিত হয় এবং উহার বীজ সকল জলে মিশ্রিত হইয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়। সেই দূষিত জল পানে যে কেহ কলেরা-ক্রান্ত হইতে পারে। দুগ্ধের ভিতর কলেরার বীজ পড়িলেও শীঘ্র শীঘ্র সংখ্যায় বাড়িয়া উঠে। গোয়ালার দ্বারা আনীত বাজারে দুগ্ধ বড় বিষম সামগ্রী। নির্ব্বোধ গোয়ালারা যে কোনও জলাশয়ে তাহাদের দুধের ভাড ধৌত করে এবং যেখানকার সেখানকার অপরিষ্কার জল দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া দেয়। এই সকল কারণ বশতঃ জল ও দুগ্ধের সঙ্গে অতি সহজেই কলেরার বীজ উদরস্থ হয়। তদ্ভিন্ন. মক্ষিকাও বড় কম শত্রু নহে। এই সকল মক্ষিকা-কুল কলেরার মলে বসিলেই উহাদের পায়ে কলেরার মল লাগিয়া যায়। ইহারা যে কোনও খাদ্য সামগ্রীতে উপবেশন করিয়া ঐ খাদ্য সামগ্রীতে কলেরার বীজ দিয়া আইসে। এইরূপ ব্যাপার যে সচরাচর ঘটে তাহার একটি বেশ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিগত বৎসর (১৮৯৫) গয়া জেলে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়। একটি গৃহের লোক কলেরার দ্বারা আক্রান্ত হওয়া মাত্র যাহাতে ঐ কলেরার বীজ অপর গৃহে গমন না করিতে পারে তদ্বিষয়ে জেল কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষরূপে সতর্ক হন। কিন্তু এইরূপ সতর্কতাবলম্বন সত্বেও অপর গৃহের অধিবাসীদিগের মধ্যে কলেরা দেখা দিল। গয়ার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার ম্যাক্রে তৎপরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, কলেরাক্রান্ত গৃহ হইতে মাছি আসিয়া অপর গৃহের অধিবাসীদিগের দুগ্ধপাত্রে বসিয়াছিল এবং তজ্জন্য কলেরার বীজ আসিয়া ঐ দুগ্ধে মিশ্রিত হইয়াছিল। সেই বিষাক্ত দুগ্ধ

পান করাতেই অপর গৃহের অধিবাসীরা কলেরাক্রান্ত হইয়াছিল। কোনও একটি জনপদে একটিমাত্র লোক কলেরাক্রান্ত হইলে তাহার এক ফোটা মল হইতে সহস্র সহস্র কলেরার বীজ উৎপন্ন হয় এবং সহস্র সহস্র মক্ষিকারা পাচ পাঁচ সহস্র পদও শুড় দ্বারা ঐ বীজ লইয়া আমাদিগের খাদ্যসামগ্রীতে মিশ্রিত করিয়া দেয়।

তবেই দেখুন, ঘাটে মাঠে বাজারে এত বিবিধ উপায় দ্বারা কলেরার বীজ ব্যাপ্ত হয় যে, তাহার সকলগুলি নিবারণ করা আজিও মনুষ্যকৃত বিজ্ঞানের সাধ্য হয় নাই। হইলেও তাহা অতি অল্পমাত্র স্থান ব্যাপিয়া কার্য্যকারী হয়; কোন মহৎ জনপদে হয় না। দুগ্ধ, জল, বায়, তরকারী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি নানা দ্রব্যের সহিত কলেরার বীজ আসিতে পারে। কলেরারূপ সর্ব্বসংহারিণী শক্র কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া দেহমন্দিরে প্রবেশ করিবে কে বলিতে পারে? উৎকৃষ্ট পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা, ড্রেণ পরিষ্কার করা, মৃতদেহ জলে ফেলিতে না দেওয়া প্রভৃতি কতক-গুলি কার্য্য মিউনিসিপালিটি এবং স্বাস্থ্যসমিতির সাধ্যায়ত্ব। তদ্ভিন্ন, অপর কারণগুলি দ্বারা কলেরার ব্যাপ্তি রোধ করা মিউনিসিপালিটি বা গবর্ণমেণ্ট বা স্বাস্থ্যসমিতির সাধ্যায়ত্ব নহে। মক্ষিকার উপদ্রব নিবারণ মিউনিসিপালিটি বা গবর্ণমেণ্ট কোন একটি জেল বা ব্যারাক বিশেষে করিতে পারেন। সমগ্র নগর, পল্লিতে বা সমগ্র দেশে করিতে পারেন না।

যদি এইরূপই অবস্থা হইল তবে কলেরার বিস্তৃতি নিবারণ করার উপায় কি? কিছু কিছু উপায় অবশ্যই আছে এবং সে উপায় প্রয়োগ করা মিউনিসিপালিটি বা গবর্ণমেণ্টের সাধ্যায়ত্ব না হইলেও অনেক পরিমাণে ব্যক্তিবিশেষের সাধ্যায়ত্ব হইতে

পারে। যদিও আমরা সম্পূর্ণরূপে কলেরার বীজ হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করিতেও সমর্থ হই, কিন্তু আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি যদি কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় কতকগুলি বিষয়ে সতর্ক হইয়া চলি, তবে আমরা অনেকটা নিরাপদ হইতে পারি।

প্রথমতঃ ধর কলেরার বীজ অত্যন্ত অধিক উত্তাপে জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে পরিমাণ উত্তাপে জল ফুটিতে আরম্ভ করে সে উত্তাপে কোমা ব্যাছিলাই বা কলেরা বীজ মরিয়া যায়। দুগ্ধ আমরা যেরূপ করিয়া বলক তুলিয়া জ্বাল দিয়া পান করি, তাহাতে দুগ্ধের সহিত কলেরার জীবন্ত বীজ আমাদের উদরস্থ হইতে পায় না। তার পর ঐরূপ ভাবে যদি আমরা জল ফুটাইয়া পান করি, তবে জল হইতে আর আমাদের ভয় থাকে না। জল ফুটাইয়া মাটির কলসিতে অনেকক্ষণ রাখিলে সাধারণ গরম জলের ন্যায় বিস্বাদ লাগে না। উহাতে একটু কর্পূর দিয়া রাখিলে আরও ভাল হয়। আর যদি গরম জল ফিল্টারে করিয়া লইতে পারি, তবেত সোণায় সোহাগা হয়, কিন্তু জলসিদ্ধ না করিয়া কেবল মাত্র ফিল্টার করিয়া লইলে চলিবে না। ফিল্টারে জল পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু উহাতে কলেরার বীজ নষ্ট করিতে পারে না। যে মাটির কলসিতে বা সরাইয়ে জল রাখা হইবে ঐ কলসি বা সরাই দশ দিন পনর দিন অন্তর অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া লইতে হইবে। মাটির কলসির একটা দোষ আছে যে, উহা সচ্ছিদ্র। ঐ সচ্ছিদ্র মাটির কলসিতে জল রাখিলে যদি ঐ জলে কলেরা বা অন্য কোন রোগের জীবন্ত বীজ দুই একটি মাত্রও থাকে, তবে ঐ বীজ ভিজা কলসিতে বৃদ্ধি হইবার সুবিধা পায়। এই বৎসর এলাহাবাদের সৈন্যব্যারাকে হঠাৎ টাইফয়েড জ্বর সংক্রামকরূপে প্রাদুর্ভূত হয়।

পান করাতেই অপর গৃহের অধিবাসীরা কলেরাক্রান্ত হইয়াছিল। কোনও একটি জনপদে একটিমাত্র লোক কলেরাক্রান্ত হইলে তাহার এক ফোটা মল হইতে সহস্র সহস্র কলেরার বীজ উৎপন্ন হয় এবং সহস্র সহস্র মক্ষিকারা পাচ পাঁচ সহস্র পদও শুড় দ্বারা ঐ বীজ লইয়া আমাদিগের খাদ্যসামগ্রীতে মিশ্রিত করিয়া দেয়।

তবেই দেখুন, ঘাটে মাঠে বাজারে এত বিবিধ উপায় দ্বারা কলেরার বীজ ব্যাপ্ত হয় যে, তাহার সকলগুলি নিবারণ করা আজিও মনুষ্যকৃত বিজ্ঞানের সাধ্য হয় নাই। হইলেও তাহা অতি অল্পমাত্র স্থান ব্যাপিয়া কার্য্যকারী হয়; কোন বৃহৎ জনপদে হয় না। দুগ্ধ, জল, বায়ু, তরকারী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি নানা দ্রব্যের সহিত কলেরার বীজ আসিতে পারে। কলেরারূপ সর্ব্বসংহারিণী শক্র কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া দেহমন্দিরে প্রবেশ করিবে কে বলিতে পারে? উৎকৃষ্ট পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা, ড্রেণ পরিষ্কার করা, মৃতদেহ জলে ফেলিতে না দেওয়া প্রভৃতি কতক-গুলি কার্য্য মিউনিসিপালিটি এবং স্বাস্থ্যসমিতির সাধ্যায়ত্ব। তদ্ভিন্ন, অপর কারণগুলি দ্বারা কলেরার ব্যাপ্তি রোধ করা মিউনিসিপালিটি বা গবর্ণমেণ্ট বা স্বাস্থ্যসমিতির সাধ্যায়ত্ব নহে। মক্ষিকার উপদ্রব নিবারণ মিউনিসিপালিটি বা গবর্ণমেণ্ট কোন একটি জেল বা ব্যারাক বিশেষে করিতে পারেন। সমগ্র নগর, পল্লিতে বা সমগ্র দেশে করিতে পারেন না।

যদি এইরূপই অবস্থা হইল তবে কলেরার বিস্তৃতি নিবারণ করার উপায় কি? কিছু কিছু উপায় অবশ্যই আছে এবং সে উপায় প্রয়োগ করা মিউনিসিপালিটি বা গবর্ণমেণ্টের সাধ্যায়ত্ব না হইলেও অনেক পরিমাণে ব্যক্তিবিশেষের সাধ্যায়ত্ব হইতে

লোসন ছড়ান যায় সে ঘরে মাছি যায় না। ৯৯ ভাগ জলে ১ ভাগ কার্ব্বলিক এছিড এই অনুপাতে কার্ব্বলিক এছিড জলে মিশাইয়া লোসন তৈয়ারি করিয়া ঐ লোসন রান্নাঘরের মেজেয় ছড়াইয়া দিলে আর ঐ ঘরে তাদৃশ মাছির উৎপাত থাকে না। ফেনাইল নামক ঔষধ জলে মিশাইয়া ছড়াইয়া দিলেও চলিতে পারে। অভাবে আলকাতরা জলে গুলিয়া ছড়ান যাইতে পারে।

প্রায় সকল বড় বড় চিকিৎসকেরই মত এই যে, কলেরার বীজ উদরস্থ হইয়া কলেরা রোগ জন্মাইয়া দেয়। শূন্যোদরে (খালি পেটে) এই বীজ প্রবেশ করিলে যেমন অনিষ্টকারী হয়, পূর্ণোদরে (ভরা পেটে) তেমন হয় না। যাবতীয় বিষাক্ত জিনিষ ভরা পেটে সেবন করিলে ঐ সকল বিষ ক্রমে ক্রমে শরীরে পরিপাক হইয়া যায়। অহিফেন, সুরা প্রভৃতি পূর্ণোদরে সেবন করিলে শীঘ্র বিষক্রিয়া উৎপন্ন করে না। ভরা পেটে কলেরার বীজ উদরস্থ হইলেও উহা খাদ্য সামগ্রীর সহিত শরীরে পরিপাক হইয়া যায়। তা ছাড়া, কলেরার বীজ পাকস্থলীর অম্ল পাচক রসে মরিয়া যায়। আমরা আহার গ্রহণ করিলে আহার পরিপাক জন্য পাকস্থলী হইতে অম্ল পাচক রস নিঃসৃত হয়। তদ্ভিন্ন, অধিকক্ষণ ক্ষুধিত থাকিলে শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়। ঐরূপ অবসাদের সময় কলেরার বীজ শরীরে প্রবেশ করিলে উহারা জোর করিয়া উঠে—শরীরে হজম হইতে পায় না।

আমাদিগের শরীরের রক্তে এমিবা (Amœba) বা হোয়াইট কর্পাসল (White Corpuscle) নামক একরূপ গোলাকার অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক পদার্থ আছে; উহাদের বাঙ্গালা

নাম রক্তের শ্বেতকণিকা। এই সকল এমিবা ভাল অবস্থায় থাকিলে আমাদিগের শরীরে কোন রোগবীজ প্রবেশ করিলে উহারা ঐ সকল রোগবীজ নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। এই সকল এমিবা গুণেই আমরা অনেক সংক্রামক রোগবীজের আক্রমণ হইতে নিস্তার পাই। দুই জনে কলেরা রোগী ঘাঁটিলাম, আমার হইল না, কিন্তু অপর জনের কলেরা হইল, তাহার অর্থ, আমার এমিবা ভাল অবস্থায় ছিল। অপরের ছিল না। যদি শরীরের অবস্থা ভাল থাকে, তবে ঐ সকল এমিবাও ভাল থাকে। শরীরের অবস্থা ভাল রাখিতে হইলে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পালন করা আবশ্যক। সে গুলি আর কি, সময়ে স্নানাহার করা, অধিকক্ষণ ক্ষুৎপিপাসা ভোগ না করা, সময়ে নিদ্রা যাওয়া, শরীর অতিশয় ক্লান্ত হইতে না দেওয়া, আবদ্ধ বায়ুশূন্য গৃহে বাস না করা, দুষ্পাচ্য জিনিব আহার না করা, অতিশয় ইন্দ্রিয় সেবা না করা, সর্ব্বদা কলেরার বিষয় ভাবিয়া চিন্তাকুল না হওয়া, শীত বাত হইতে শরীর রক্ষা করা ইত্যাদি।

একটু বেশী করিয়া লবণ খাইলে রক্তের এমিবা ভাল থাকে। নিয়ত লবণশূন্য আহার করিলে রক্ত খারাপ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এমিবাও খারাপ হয়। লবণ রক্ত-সংশোধনকারী।

ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় এতদ্দেশে মধ্যে মধ্যে গ্রীষ্ম পড়ে এবং মধ্যে মধ্যে শীত পড়ে—ক্ষণে উষ্ণ এবং ক্ষণে শীত। এইরূপ হঠাৎ শীত গ্রীষ্মের পরিবর্ত্তনে আমাদিগের জীবনী শক্তিতে বিষম ধাক্কা লাগে, তাহাতে অতি শীঘ্রই আমরা রোগবীজ দ্বারা আক্রান্ত হই। এইরূপ পরিবর্ত্তন হইতে শরীর রক্ষা করিতে হইলে ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় সর্ব্বদার জন্য শরীর বস্ত্রাবৃত

করিয়া শরীরের উত্তাপ একই ভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বদার জন্য একটা পিরান বা গঞ্জিফ্রাক গায়ে রাখা ভাল।

অনেকের ধারণা, কলেরার সময়ে সুরা বা মাদক দ্রব্য সেবন করিলে কলেরায় আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর হইতে পারে না। মদ্যপান করিলে ক্ষণকালের জন্য স্ফূর্ত্তি ও উত্তেজনা হয় এবং তৎপরক্ষণেই অবসাদ উৎপন্ন হয়। ঐ অবসাদের সময় কোন রকমে কলেরার বীজ উদরস্থ হইলে উহারা বলবান হইবার সুযোগ পায়। তবে এই মাত্র বলি, মদ্যপান, অহিফেন সেবন প্রভৃতি অত্যন্ত দোষের এবং শরীরের অনিষ্টকারী হইলেও, যাঁহারা বহু পূর্ব্ব হইতে নিত্য নিত্য অল্প মাত্রায় সুরাপান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় ঐ অভ্যাস হঠাৎ একবারে বন্ধ না করিয়া ক্রমে ক্রমে ব[illegible] করিবেন। অহিফেন সেবন প্রভৃতি হঠাৎ একবারে বন্ধ করিলে শরীর অবসাদগ্রস্ত হইতে পারে।

অজীর্ণের দুষ্পাচ্য খাদ্যদ্রব্যের সহিত কলেরার এই মাত্র সম্বন্ধ যে, দুষ্পাচ্য পদার্থ উদরস্থ হইয়া অজীর্ণ রোগ জন্মাইলে শরীরের অবস্থা খারাপ হয়, এবং তাহা হইলে আমাদিগের জীবনী শক্তির কলেরা বিষ নষ্ট করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। উপ-রোক্ত রূপ সম্বন্ধ ব্যতীত কলেরার সহিত অজীর্ণের আর কোন সম্বন্ধ নাই। অজীর্ণ রোগে উদরাময় এবং বমন হয়, কলেরা হয় না। কলেরা এবং অজীর্ণ একই ব্যাধি নহে। দেখা যায়, কাহাকেও কলেরায় আক্রমণ করিলে, সে ব্যক্তি পূর্ব্বদিবস যে খাদ্য খাইয়াছিল তাহাই বমন করিয়া তুলিয়া ফেলিল। এই সকল স্থলে, কলেরাই অজীর্ণের কারণ, অজীর্ণ কলেরার কারণ

নহে, অনুমান করিতে হইবে। কলেরার বীজ উদরস্থ হইলে বহু পূর্ব্ব হইতেই পাকস্থলীর অবস্থা এরূপ খারাপ হইয়া যায় যে, খাদ্য প্রভৃতি যাহা কিছু গ্রহণ করা যায়, তাহাই অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় বহিয়া যায়।

কলেরা হইবার আশঙ্কায় কলেরার সময়ে ভয়ে ভয়ে নিতান্ত কম করিয়া খাইলে আরও শীঘ্র কলেরা আক্রমণ করে। অনাহারে থাকিয়া বিস্তর লোককে কলেরাক্রান্ত হইতে দেখিয়াছি। একাদশীর উপবাসের দিন অনেকে কলেরাক্রান্ত হইয়াছে। অতএব কলেরার সময় উপবাস না করিয়া লঘুপাক দ্রব্য পেট ভরিয়া খাওয়া কর্ত্তব্য।

কোনও বাটীতে এক ব্যক্তির কলেরা হইলে বাটীর পরিবারস্থ অনেকেই পর পর উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মারা যায়। মায়ের কলেরা হইলে ছেলের হয় এবং ছেলের কলেরা হইলে মায়ের হয়। তারপর আত্মীয় বন্ধু, যাহারা তাহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিল তাহাদের মধ্যেও অনেকে উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত হন। এইরূপ অনিষ্ট নিবারণ করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। আপনার কোন লোক পীড়িত হইলে পরিবারস্থ অপর সকলকে রাত্রি দিন জাগিয়া অনাহারে থাকিয়া, শরীর পাত করিয়া সেই রোগীর শুশ্রূষা করিতে হয়। এই সকল অপচার দ্বারা শরীর অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত হয় এবং তদবস্থায় কলেরার বীজ সহজেই তাহাদের শরীরের উপর কার্য্যকরী হয়। তা ছাড়া, কলেরার মল ও রোগী স্পর্শ করা প্রভৃতি বিপদত আছেই। যে বাটীতে কোনও এক ব্যক্তির কলেরা হয়, তাহার শুশ্রূষাকারীগণ সেই বাটীতে আহারাদি না করিয়া নিকটস্থ অপর কোন স্থানে আহা-

য়াদি করিলে অনেকটা নিরাপদ হইতে পারেন। বাহিরের লোকের পক্ষে কলেরা-পীড়িত আত্মীয় স্বজন দেখিতে যাইলে শূন্যোদরে না গিয়া কিছু জলযোগ করিয়া বা আহার করিয়া যাওয়া উচিত। দূরদেশে কোনও আপনার লোক কলেরাক্রান্ত হইলে তাহাকে দেখিতে যাইতে রেইলওয়ে ভ্রমণ, পথশ্রম প্রভৃতিতে শরীর ক্লান্ত হয়, সেই অবস্থায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম ও কিঞ্চিৎ জলযোগ না করিয়া একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া হুড়মুড় করিয়া রোগীর গৃহে গমন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অনেক লোক দূরদেশস্থ কলেরা-পীড়িত আত্মীয় স্বজন দেখিতে গিয়া এইরূপ ভাবেই কলেরাক্রান্ত হয়। কলেরা রোগী, কলেরা রোগীর মল প্রভৃতি স্পর্শ করিবার পর কার্ব্বলিক লোসন (কার্ব্বলিক এছিড ১ আউন্স, জল ২৯ আউন্স) দ্বারা হস্ত ধৌত করিয়া ফেলা উচিত। কার্ব্বলিক এছিড অভাবে সাধারণ পরিষ্কার জল দিয়া হাত ধুইয়া অগ্নিতে হাত বেস করিয়া সেকিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

কোন বাটীতে কলেরা হইলে কলেরার মল ও বমন প্রভৃতি সমস্ত ধরিয়া পুড়াইয়া ফেলা সব চেয়ে ভাল। কিন্তু সকল সময় ইহা সহজসাধ্য নয়। একটি গর্ত্ত কাটিয়া সেই গর্ত্তে বমন করা পদার্থ ও মল ফেলিয়া দেওয়া উচিত; এবং যতবার মল ফেলিতে হইবে ততবার উহার উপর গুঁড়া ছাই বা বালি দিয়া ঢাকিয়া ফেলা উচিত। ইহা অতি সহজেই হইতে পারে। তারপর সর্ব্বশেষে গর্ত্তটি বুজাইয়া ফেলিলেই চলিতে পারে। ঘরের মেজে আগুন জ্বালিয়া পোড়াইয়া দেওয়া উচিত। মল সংস্পৃষ্ট বস্ত্রাদি পোড়াইয়া ফেলিতে পারিলেই ভাল হয়। যদি রোগীর অবস্থা খারাপ হয় বা বস্ত্রাদি মূল্যবান হয়, তবে ঐ সকল বস্ত্র জলে সিদ্ধ করিয়া তারপর

কার্ব্বলিক লোসনে ভিজাইয়া লইলেই চলিতে পারিবে। কার্ব্ব-লিক এছিড ১ আউন্স, জল ৩৯ আউন্স। কার্ব্বলিক লোসনে কিয়ৎকাল ভিজাইয়া রাখিলে কলেরার বীজ মরিয়া যায়। কার্ব্ব-লিক এছিড রোগবীজ বিনাশক এবং দুর্গন্ধনাশক। কলেরাক্রান্ত রোগীর গৃহের ঘরের মেজে এবং দেওয়ালের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ফেনাইল বা কার্ব্বলিক লোসন দিয়া ধুইয়া ফেলিলে খুব ভাল হয়।

অনেকে বলেন, মোজার ভিতর বা শরীরের অন্য কোন স্থলে গন্ধক ধারণ করিলে কলেরা হইতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ কোনও প্রমাণ নাই। কেবলমাত্র গন্ধকের কলেরা বীজ বিনাশক শক্তি নাই। সোরা এবং গন্ধক একত্রে পোড়াইলে বাটীর হাওয়া কতক পরিমাণ বিশুদ্ধ হইতে পারে।

বাটীর উনানে আগুন জ্বালিয়া তাহার উপর পাথুরিয়া কয়লার আলকাতরা ঢালিয়া দেওয়া মন্দ নহে। পাথুরিয়া কয়লার আল-কাতরায় কার্ব্বলিক এছিড থাকে।

তামার খনিতে যে সকল মজুরেরা কাজ করে তাহাদের কলেরা হয় না। ইহাতে বোধ হয়, যাহাদের শরীরে অল্প অল্প তামা প্রবেশ করে তাহারা কলেরার হাত হইতে রক্ষা পায়। বাহুতে তামার তাগা পরিয়া থাকা মন্দ নহে। ইহাতে কোনই অসুবিধা নাই। ছোট ছোট ছেলেদের কোমরে একটা পয়সা ছিদ্র করিয়া ঝুলাইয়া রাখা যাইতে পারে। তাম্রপাত্রে ভোজন করা নিষেধ।

তারপর কেহ কেহ বলেন, কলেরার সময় সল্‌ফিউরিক এছিড বা গন্ধক দ্রাবক নামক এক প্রকার অম্ল ঔষধ পান উপ-কারী। আমাদের মতে শুধু সল্‌ফিউরিক এছিড বলিয়া নহে,

যে কোনও এছিড পান করিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা। বহু পরীক্ষায় সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, কলেরার বীজ অম্লরস সংস্পর্শে জীবনী শক্তিহীন হয় এবং ক্ষার দ্রব্য সংযোগে বর্দ্ধিত হয়। অতএব, অম্লরস পান কলেরার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ঔষধ। ডাইলিউট সল্ফিউরিক এছিড, ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক এছিড বা ডাইলুট নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক এছিড, ইহাদের যে কোনওটি ৫—১০—১৫ ফোটা মাত্রায় ১ ছটাক জলের সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় শূন্যোদরে সেবন করা যাইতে পারে। এই সকল এছিড যে কোনও ডাক্তারখানায় অল্প মূল্যে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে সল্ফিউরিক এছিডে কোষ্ঠবদ্ধতা করে। কোন এছিডই দীর্ঘকাল নিয়ত সেবন করা উচিত নহে। তাহাতে অজীর্ণ দোষ হয়। কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময়ে ১৫।২০ দিন ধরিয়া সেবন করা যাইতে পারে। কলেরা রোগী দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে এইরূপ এছিড সেবন করিয়া যাওয়া ভাল। অথবা, দেখিয়া আসার অব্যবহিত পরেই সেবন করিলেও হইতে পারে। আপন বাটীতে কাহারও কলেরা হইলে অপর সকলে প্রতিদিন ৩।৪ বার করিয়া ঐরূপ অম্ল-রস পান করিলে আর কলেরায় আক্রমণ করিতে পারে না। অনেকবার কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় যাহাদিগকে সলফিউরিক এছিড পান করাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে কাহারও কলেরা হয় নাই। আমার বিশ্বাস অম্লাজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের কলেরার ব্যাম হয় না।

ঐ সকল অম্ল রসের অভাবে তেতুল বা নেবুর রস পান করাও মন্দ নয়।

চাঁদরঘাট মিউনিসিপালিটির স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তার হিহার্ বলেন, সলফিউরাউস্ এছিড পান করা কলেরার প্রতিষেধক। ইহার মাত্রা ৩০ ফোটা হইতে ৬০ ফোটা। জল মিশাইয়া খাইতে হয়।

ডাক্তার লরি বলেন, সলফিউরিক এছিড এবং কুইনাইন্ একত্রে মিশাইয়া সেবন করিলে কলেরায় আক্রমণ করিতে পারে না।

ওলাউঠার চিকিৎসা।

ওলাউঠার চিকিৎসার বেলাতেই মারামারি। ওলাউঠার আরোগ্যকারী ঔষধ এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। চিকিৎসা কেবল অনুমানের উপর। এই কারণই কলেরার চিকিৎসা সম্বন্ধে নানা রকম মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন, ক্যালমেল সেবন করাও, কেহ বলেন ক্যাজুপট অইল ইহার ঔষধ, কেহ বলেন, ভেদের উপর জোলাপ দিয়া আরও ভেদ করাও যে, সমস্ত বিষ বাহির হইয়া যা'ক। কেহ বলেন, ধারক দেওয়াই ভাল। কেহ বলেন, মরফাইন্, কেহ বলেন, এট্রপাইন্ কলেরার ঔষধ। এইরূপ, কলেরার চিকিৎসা সম্বন্ধে অসংখ্য অসংখ্য মতের সৃষ্টি হইয়াছে।

কলেরার প্রথম অবস্থায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত মলের বর্ণ হরিদ্রা বর্ণ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধারক ঔষধ দিয়া ভেদ বন্ধ করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। এখানেও বলিয়া রাখি, আদত মারাত্মক কলেরা প্রায়ই ধারক ঔষধ মানে না। প্রথম দাস্ত হইতেই পূর্ণ মাত্রায় অহিফেন দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে; ধারক হয়

নাই, সমান দাস্ত হইয়াছে। যেগুলি বিসূচিকা সেগুলি ধারক মানে। ধারক ঔষধির মধ্যে অহিফেন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইটি আবার যেখানে সেখানেই পাওয়া যায় সেও একটা সুবিধা। আমার চিকিৎসা-কল্পতরু পুস্তকের ১ম ভাগের ২১০ পৃষ্ঠায় একটা ধারক ঔষধ দিয়াছি। সেইটি বেস ভাল ঔষধ। যে কেহ প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। অহিফেন ৪ গ্রেণ, লঙ্কা মরিচের গুঁড়া ১০ গ্রেণ, কর্পূর ১০ গ্রেণ, একত্র করিয়া ৪টি বটিকা করিয়া প্রতি দাস্তের পর একটি করিয়া সেবন করিবে। এই হইল পূর্ণ মাত্রা। ২টি বা ৩টি বটিকার বেশী খাওয়াইবে না। ১৬ বৎসরের নিম্ন বয়সে অর্দ্ধ মাত্রা। ১০ বৎসরের নিম্ন বয়সে সিকি মাত্রায় দেওয়া যায়। ১০ বৎসরের নিম্ন বয়সে ৪ ঘণ্টা মধ্যে একবারের বেশী প্রয়োগ করিবে না। ৫ বৎসরের নিম্ন বয়সে ৮ ভাগের ১ ভাগ একবার মাত্র দিবে। এই ঔষধটিও ভাল ঃ—টিংচার ওপিয়ম ১৫ মিনিম, এছিড হাইড্রোসিয়ানিক ডাইলুট ৩ মিনিম, স্পারিট ক্লোরফরম ১০ মিনিম, একুয়া ক্যাম্ফর ১ আউন্স—১ মাত্রা। ইহাতে বমন ও দাস্ত দুয়েরই উপকার করে। সুনিদ্রাও হয়।

ফার্মাকোপিয়ায় ক্লোরফরম এট্ মর্ফাইন বেস ভাল ঔষধ। ইহার মাত্রা ৫—১০ মিনিম। ক্লোরডাইনও ভাল।

চাউল ধোয়া জলের ন্যায় দাস্ত হইতে আরম্ভ হইলে আর ধারক দেওয়া বৃথা। এই সময়ে সাধারণ ঔষধ পরিপাক শক্তিও লোপ পায়। এইজন্য যে সে ঔষধে উপকার হয় না। গুড়াগাঁড়া বড়ী ইত্যাদি ঔষধে কোনই উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। সলফিউরিক এছিড এবং সলফিউরিক ঈথর একত্রে বেস ভাল

ঔষধ। এই ঔষধটিতে সময় সময় বেস উপকার হয়। এছিড সলফিউরিক ডাইলুট ১০ মিনিম, ঈথর ১০ মিনিম, টীং ক্লোরোফরম এট্ মর্‌ফইন ৫ মিনিম, জল ১ আউন্স। ১ মাত্রা প্রতি ২ ঘণ্টান্তর।

শরীর হিমাঙ্গ হইলে এবং কোলাপ্স হইলে লাইকর আসেনিক্যালিস ঔষধ বেস উপকার করে। শরীর যখন হিম হয়, মণিবন্ধে নাড়ী লোপ হয় এবং শরীর নীলবর্ণ ধারণ করে, তখন আর্সেনিকের তুল্য আর ঔষধ নাই। লাইকর আর্সেনিক্ ২।৩ মিনিম মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় দেওয়া যায়। দুই তিন বার খাওয়াইলেই উপকার হয়।

কেহ কেহ বলেন, অবসাদের সময় কর্ণের পশ্চাৎ ভাগে বেলেস্তারা দিলে উপকার হয়। ইহার নাম ভেগস্ ট্রিটমেণ্ট (Vagus Treatment) ভেগস্ স্নায়ুকে উত্তেজনা করাই উদ্দেশ্য। কেহ কেহ বলেন, কোলাপ্স অবস্থায় এট্রপাইন্ অধঃত্বাচ প্রয়োগে উপকার হয়। কেহ বলেন, মরফাইন্ অধঃত্বাচ প্রয়োগে উপকার হয়। চামড়ার ভিতর পিচকারী করিয়া ঔষধ দেওয়ার নাম অধঃত্বাচ প্রয়োগ।

হাত পায় খাইল ধরা নিবারণ পক্ষে টার্পিন বা ক্যাজুপট্ অইলের সেক বেস উপকারী। টার্পিন অথবা ক্যাজুপট্ অইল দিয়া হাত পা ও পেটের উপর মালিস করিতে হইবে এবং ঐ সকল স্থলে আগুনের সেক দিতে হইবে।

কোলাপ্স অবস্থায় আগুন দিয়া হাত পা সেকা, এবং সুটের গুঁড়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গ মালিস করা উপকারক।

দুই তিন ছটাক কর্পূর এবং এক পোয়া রেক্টিফায়েড

স্পীরিট, ব্রাণ্ডি বা সাধারণ বাজারে মদে গুলিয়া ঐ কর্পূর লোসন দিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গ মালিস করিলে উপকার হয়। ডাক্তার জার বলেন, কোলাপ্স অবস্থায় রোগী মর মর হইলেও যদি ঐরূপ কর্পূর মিশ্রিত মদ দিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গ মালিস করা যায়, এবং ঐ লোসনে বস্ত্র ভিজাইয়া রোগীকে মোড়াইয়া রাখা যায়, তবে শীঘ্রই রোগীর অবস্থা ফিরিয়া যায়।

তারপর জল পিপাসা। এই জল পিপাসা ও বমন নিবারণ জন্য সকলেই বরফ ও যথেষ্ট শীতল জল পানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন কিন্তু কলেরা রোগী যেমন জল খায়, অমনিই বমন করিয়া ফেলে। এই সময়ে বরফ জল ও শীতল জল অপেক্ষা খুব অল্প অল্প মাত্রায় লবণমিশ্রিত উষ্ণ জল পান করিতে দিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার হয়। কলেরা রোগীর পাকস্থলী ও অন্ত্রে রক্তাধিক্য হয় এবং উহাদের ধমনী ও শিরা প্রভৃতিতে রক্ত জমিয়া স্রোত বন্ধ হয়; তা ছাড়া, রস গ্রহণকারী নাড়ী সকলেরও রস গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে না—লিম্ফেটিক বা লোসিকা নাড়ী সকলে রক্তাধিক্য হইয়া এই অবস্থা হয়। অন্ত্র ও পাকস্থলীর এইরূপ অবস্থায় শীতল জল ও বরফ পান অপেক্ষা গরম জল পানই বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। কার্য্যকালেও ইহাতে উপকার হইতে দেখা যায়। গরম জল পানে পাকস্থলীর শ্লেষ্মা ঝিল্লিতে গরম জলের সেক দেওয়ার কাজ হয়। উষ্ণ জল সংস্পর্শে পাকযন্ত্রের শিরা ও ধমনী সকল প্রশস্ত হয় এবং তাহাতে রক্ত চলাচলের বৃদ্ধি হয়, লিম্ফেটিক নাড়ী সকলেরও রক্তাধিক্য ঘুচিয়া যায় এবং উহাদের জল শোষণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। যেমন, বাহিরের অঙ্গে রক্তাধিক্য হইলে গরম জলের স্বেদ ও গরম পুলটিস প্রয়োগে

উপকার হয়, সেইরূপ গরম জল পানে পাকস্থলীর ভিতর স্বেদ দেওয়ার কায হয়। তা ছাড়া; গরম জল শীঘ্রই শোষক নাড়ী সকলের দ্বারা শরীরে গৃহীত হয়। তা ছাড়া, গরম জল পাকস্থলীর স্নিগ্ধকারক। এই স্নিগ্ধকারক গুণ থাকাতে উষ্ণ জলপান বমন নিবারক। ম্যালেরিয়া জ্বর, বা অন্য কারণে পাকস্থলীর উগ্রতা জন্মাইয়া বমন হইলে উষ্ণ জল পান করিলে তৎপক্ষণাৎ বমন নিবারণ হয়। ভেদবমন রোগেও উষ্ণ জল পানে বমন নিবারণ হয়। এই বিষয় আমি অনেক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ম্যালেরিয়া জ্বরে এবং অন্য কারণে পাকস্থলীর উগ্রতা বশতঃ পুনঃ পুনঃ বমন হইতে থাকিলে খুব কড়া রকমের গরম জল অর্দ্ধ পোয়া কি এক পোয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ বমন দূর হইয়া নিদ্রা আসিয়া পড়ে। এই সন্ধানটি ডাক্তার ওয়ারিংএর "বাজার মেডিসিন্ অব্ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে প্রথম প্রাপ্ত হই, এবং পরে নানা স্থানে ইহার গুণ পরীক্ষা করিয়াছি। ভেদ বমন রোগে খুব অল্প অল্প মাত্রায় গরম জল পান করিতে দিলে ঐ জল আর বমন হইয়া উঠিয়া পড়ে না। কলেরা রোগীর মলের সঙ্গে রক্তের লবণ ভাগ বাহির হইয়া যায়, এই জন্যই গরম জলে একটু করিয়া লবণ মিশাইয়া দিলে ঐ লবণ গরম জলের সঙ্গে পরিপাক হইয়া রোগীর সমূহ উপকার করে। বেশী মাত্রায় গরম জল ও লবণ খাইলে অবশ্য বমনের বৃদ্ধি হয়। এক ছটাক উষ্ণ জলে ৫ গ্রেণ পরিমাণ লবণ মিশাইয়া ঐ জল প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর বা পনর মিনিট অন্তর ১ ড্রাম, ২ড্রাম মাত্রায় দেওয়া যায়। ঐ গরম জলে গুটিকতক জোয়ান সিদ্ধ করিয়া লইলে আরও উপকার হয়। এক পোয়া জলে ৩০ গ্রেণ জোয়ান দিয়া ঐ জল

ফুটিতে আরম্ভ করিলেই নামাইবে। তার পর ছাঁকিয়া আলাহিদা পাত্রে রাখিয়া উহাতে ২০ গ্রেণ লবণ মিশাইয়া দিবে। পান করিবার সময় ছোট একটা বাটীতে ঢালিয়া পুনর্ব্বার গরম করিয়া ২ ড্রাম মাত্র লইয়া গরম গরম পান করাইবে। গরম জল শীতল হইয়া গেলে পান করায় কোন উপকার নাই।

যখন বমন থামিয়া যায়, প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তখন অল্প অল্প মাত্রায় শীতল জল পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

ভেদ বমন এবং কোল্যাপ্স অবস্থায় (পতনাবস্থায়) মূত্রকারক ঔষধ দেওয়ায় কোন উপকার নাই। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে এবং পেটে জল দাঁড়াইলে আপনা আপনিই প্রস্রাব হয়। কোনই ঔষধের দরকার করে না। যদি প্রতিক্রিয়া হইয়াও অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রস্রাব না হয় তবে ১০।১৫ ফোটা মাত্রায় প্রতি ঘণ্টান্তর নাইট্রিক ঈথর প্রয়োগে অতি শীঘ্রই উপকার হয়। নাইট্রিক্ ঈথর অভাবে টার্পিন তৈল ৫ ফোটা মাত্রায় একটু চিনির সহিত মিশাইয়া দুই ঘণ্টান্তর খাওয়াইলে প্রস্রাব হয়। দুই ধারে কিড্‌নির উপর মাষ্টার্ড প্ল্যাষ্টার অথবা "ড্রাই কপিং" দিলে কিড্‌নির রক্তাধিক্য দূর হইয়া প্রস্রাব হয়। মাজার দুই ধার কিড্‌নির বা মূত্রগ্রন্থির স্থান। মষ্টার্ড অভাবে সজিনার ছাল ও লঙ্কা মরিচ একত্রে বাটিয়া মাজার দুই ধারে প্রলেপ দিলেও উপকার হয়। প্রস্রাব না হইয়া ইউরিমিক কোমা বা মোহ হইলে যাহাতে প্রস্রাব হয়, তাহারই চেষ্টা করিবে। কলেরা ভাল হইবার পর উদরাময় বা আমাশয় হইলে অহিফেন, বিসমথ, ডোভার্স পাউডার প্রভৃতি সেবন করান উপকারক। প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় জ্বর হইলে একনাইট খুব ভাল ঔষধ এক মিনিম মাত্রায় প্রতি ঘণ্টান্তর।

তারপর রোগীকে পথ্য প্রয়োগ। ভেদ বমন এবং কোলাপ্স অবস্থায় এক জল ব্যতীত অপর কোন পথ্য প্রয়োগ করা যুক্তি-যুক্ত নহে। প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় এরারুট বা বার্লিতে লবণ মিশাইয়া খুব অল্প অল্প পরিমাণ সেবন করাইতে আরম্ভ করিবে। রোগী আরোগ্য লাভ করিলেও খুব সাবধানে পথ্যাদি দিবে এবং একটা ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক ঔষধ দিবে। দৌর্ব্বল্যাবস্থায় মাংসের যূষ উপকারী।

এই হইল ওলাউঠার চিকিৎসা। তারপর কেহ কেহ বলেন, এই রোগে স্যালোল্ (Salol) উপকারী। ৮—১০ গ্রেণ মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করার ব্যবস্থা। কার্য্যকালে বিশেষ কোন উপকার হয় না। কেহ কেহ বলেন, নাইট্রো-গ্লাইছেরিন উপ-কারী। লাইকর ট্রাইনাইট্রাইনি ২ মিনিম মাত্রায় প্রতি ২ ঘণ্টান্তর। উপকার হইলেও হইতে পারে। এমিল নাইট্রেট্ দিয়াও কলেরার চিকিৎসা হইয়াছে।

সমাপ্ত।

ঘরের কোণের পাতা লতা জেনে কতক গুলা,
পাড়ার মাঝে করেন বাস বুদ্ধিতে বেহুলা।
এতখানি বয়স হোলো জানেন না ডাক্তার,
এল, আর, সি, পি ভি, এল, এম, এস ধারেননাকো ধার।
জানেননাকো ধোপার কাপড়, গালভরা নাই পান,
জানলা ধারে রনন। বসে, নাইকো পথে টান।
শাশুড়ী তোমার শ্বশুর পূজেন আর বৃদ্ধ জন,
বিধিমতে করেন সেবা তাঁদেরই পূজন।
কত কথা বল্‌বো তাঁহার কথা বেড়ে যায়,
বুড়ো বুড়ীর অনেক গুণ কথায় না ফুরায়।
যদি হবে গুণবতী বুড়ীর সিঁথেয় ব'সো,
ক'রো নাক স্বামীর হেলা বুড়ো শ্বশুর পুষো।
তোমার স্বামী হাকিম নহেন কুড়ি টাকার দাস,
পেটের দায়ে থাকেন তিনি বাহিরে বার মাস।
আশী বছরের বুড়ী আমি পাকাইলাম কেশ,
আবল তাবল বলছি বোলে হেঁসো নাহি শেষ।
সর্দ্দি হলে ভেবোনাক করি হাহাকার,
উপায় নাহি বলে যেন ডেকোনা ডাক্তার।
সাধ্য মতে চেষ্টা করি পালবে ছেলে পিলে,
গৃহের কোণের শিকড় বাকড় বাঁধি যত্নে তুলে।
সিউলি পাতা, কুকসিমা আর গুলফা জীবে ধনে,
আমরা যখন গিন্নী ছিলাম এই লয়েছি মেনে।
এখনকারের মেয়ের মত জানতেম নাক কলা,
(এঁরা) পৈতে পুঁথি দেছেন ফেলে তাতেই এত জ্বালা।
পেট ফাঁপিলে চিন্তা করেন, টাকা লয়ে হাতে,
ধনে প্রাণে মরেন শেষে বসে থাকেন পথে।

সুগৃহিনী হবে যদি শুনবে আমার কথা,
টোটকা পেঁতের কথা কটি দেখো যথা তথা।

নারীর উক্তি।

বল্‌লে যত কথা,
শুনবে কিগো কেউ ;
তোমরা যখন ঘর করেছ
(তখন) দেশে ছিল না ঢেউ।
নিত্য নূতন বই ছিল না,
থাকত না বউ ব'সে ;
নভেল পড়া জানতো বউ,
মজত না সে শেষে।
চাষার ছিল লাঙ্গল চষা,
তাঁতি বুন্‌ত তাঁত,
বামুন খেত পৈতে নেড়ে,
এখন সে উৎপাত।
বদ্যির ঘরে মিলত ওষুধ,
করতো না চাকুরি,
মর্‌তো নাকো ঘুরে ঘুরে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি'।
লোকের ছিল ধানের গোলা,
জানতোনা মজুরি ;
(এখন) শূন্য ঘরে ফক্কা টেরি
কেবল বাহাদুরী।

দের নিকট সোডা ওয়াটার, ছাগাদি মাংস, গুড় সত্বে রিফাইন করা গোহাড় মিশ্রিত চিনি, ঘৃত সত্বে চিকেন ব্রথ, সুগন্ধি পুষ্প-রাজি সত্বে বিলাতী ঘাসের আদর হইত না। আমরা বিজাতীয় শিক্ষা বলে এতদূর বলশালী হইয়াছি যে, একটু বিদ্যাভিমানী হইলেই ও সমাজে উচ্চ পদ লাভ করিলেই বান্ধব-সমাজে বহু পোষক দরিদ্র পিতাকে বাটীর চাকর না বলিলে তৃপ্তিবোধ করিতে পারিনা, অর্থের নেশায় অভিভূত হইলে সামান্য সিদ্ধির নেশাকে তুচ্ছ করিয়া বিলাতী হুইসকির নেশা না করিলে আমা-দের নেশা জমকায় না। আমাদের অত্যন্ত গরম হইলে সামান্য তালপাতার পাখা আর ভাল লাগে না, কারণ অত্যন্ত গরমে ইলেকট্রিক পাখা যেমন সুন্দর এমন অন্য কিছুই নাই। আমা-দের নজর এতই শিক্ষা বলে উচ্চ হইয়াছে যে, আমাদের ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে, আমাদের শিক্ষা শিক্ষাই নহে, আমাদের সংসারের সার বঙ্গললনাগণ স্ত্রীমধ্যে গণনীয়া নহেন, আমাদের বঙ্গীয় ঔষধ ঔষধই নহে, এবং আমাদের ক্রিয়া, কর্ম্ম মধ্যেই গণ্য নহে। কারণ ধর্ম্ম রক্ষার্থে আমরা শিক্ষা পাই নাই।

আজকালকার বহু সংখ্যক পিতামাতা মনে করেন যে, পুত্রটী কোন গতিকে একবার বি এ, বি এল পাস করিতে পারিলেই তাঁহার আর চিন্তা থাকিবেনা, কিন্তু ইতিমধ্যে কেহ কি জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন যে, আমার পুত্রটী কতদিন জীবিত থাকিবে। যদি পিতার পুত্রের উপর অর্থ যশাদির কামনাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য বৈদেশিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধর্ম্ম কি, কিরূপে শরীর রক্ষা করিতে হয়, কিরূপে দীর্ঘায়ু হওয়া যায়, কিসে বলশালী হয়, কুইনাইনের সঙ্গে গুলঞ্চ ক্ষেতপাপড়ার দোষ গুণ বুঝাইয়া দিতে হয়, হিন্দুর দেবদেবী কি, হিন্দু ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন, কিরূপে সৎগুণ-সম্পন্ন হওয়া যায় ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া আমার মতে

একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ বাল্যকাল হইতে-যদি শিশুকে সৎশিক্ষা না দিয়া কেবল বহু রাক্ষসী বিস্তার আলোচনা দেখান যায় তাহা হইলে উক্ত শিশুগণ যে ভবিষ্যৎ কালে রাক্ষস ভাবাপন্ন না হইবে তাহার আর সন্দেহ কি ?

সংসার মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে দৈহিক উন্নতি আবশ্যক। কারণ জীবন রক্ষা না হইলে সকলই বৃথা। কিন্তু সেই জীবন কিরূপে রক্ষা করিতে হয় আমরা অধিকাংশ লোক জানিনা বা জানিবার তাদৃশ ইচ্ছাও নাই, ইহাই একটী বিশেষ দুঃখের বিষয়। আজকাল যুবকগণ বৃদ্ধ সাজিয়া গুপ্তভাবে চিকিৎসকের দ্বারে আসিয়া চিকিৎসকের সেবা করিতেছেন, এবং অধিকাংশ চিকিৎসকগণও অবসর বুঝিয়া দাঁও মারিতেছেন। কিন্তু কই, এই কলিকাতা শহরেত অনেক মহাশয় আছেন, তাঁহারা যেমন বলিতেছেন যে বাপু তুমি গোপনে আমার এই দুই টাকা দামের ঔষধটী সেবন কর, তুমি আর মরিবে না। বেশ ভাল কথা ! যেমন চিকিৎসক মহাশয়গণ একটী দুই টাকা দামের পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়া নানাবিধ রঙ্গে ভঙ্গে জীবের অমরত্ব প্রদান করিতেছেন ; কিন্তু কই সেই সঙ্গে মনোমুগ্ধকর বিজ্ঞাপন মাঝে তাঁহাদের জন্য ত একটী সদুপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন না। এদিকে বলিতেছেন যে, ওহে যুবক কিরূপে রতিশক্তি বৃদ্ধি করিতে হয়, কিরূপে বীর্য্য অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় তাহা দেখ, কিন্তু উহার যে কি দোষ তাহাত কাহাকেও বুঝাইতে দেখিলাম না। তাই বলি পাঠক মহাশয় আমরা কিছু শিখি নাই — কারণ যদি আমরা শিক্ষা লাভ করিতাম, তাহা হইলে আমাদের একটী গুণ থাকিত, আমরা পরের কথায় ভুলিতাম না, আমরা বৃহৎ ক্যাটলগের অমুক সম্পাদকের অমুকের মন্তব্যে মত দিয়া ধনে প্রাণে মরিতাম না, হিজ হাইনেস ইত্যাদি

প্রলোভনে ভুলিতাম না। কারণ আমরা নিজ জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিলে আমাদের দেহকে কখনই নষ্ট করিতে পারিতাম-না। আমাদের অধিকাংশ স্থলেই বুদ্ধিশক্তি কম, তাই হিত অর্থাৎ ভাল, মন্দ, সৎ অসৎ, সাধু চোর, ঠিক বিবেচনা করিতে পারি না। আমরা এতই আড়ম্বরপ্রিয় যে যদি কোন স্থানে দেখি একটা সুন্দরবেশ সুসভ্য নাদুশ নুদুশ ভুঁড়িযুক্ত চিকিৎসক টাকার জোরে গ্রাহকের মন ভুলাইতেছেন, অমনি আমরা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া তথায় যাইয়া দলে দলে তাঁহার পদলেহন করিয়া থাকি, কিন্তু পাশে যে আমার অমূল্য হীরক খণ্ড পতিত রহিয়াছে আমরা কাচভ্রমে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিতেছি। যদি আমরা জহুরি হইতাম তাহা হইলে অবশ্য আমাদের এত দুর্দশা হইত না, আমরা সর্ব্বদাই সুখে কালযাপন করিতে পারিতাম, ও ভবিষ্যতে আমাদের বিশেষ দুঃখ পাইবার কোন কারণ থাকিত না কারণ ভগবান বলিয়াছেন যে, সংসারে জ্ঞানী হইতে পারিলে সমুদয় অসৎ কর্ম্মই নষ্ট হইতে পারে।

যথা—

জ্ঞানাগ্নি সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন॥

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিদ্যতে।

তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

যদি জ্ঞানই একমাত্র উন্নতির সাধক হয়, তখন সেই জ্ঞান কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অনুসন্ধান করা বিজ্ঞগণের একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ শাস্ত্রমধ্যে দেখা যায় যে, জ্ঞান জন্মাইবার প্রধান হেতু মনকে সংশয়শূন্য করা, কারণ মনের সংশয় থাকিলে বিশ্বাস জন্মে না, এবং বিশ্বাস না জন্মিলেও প্রকৃত জ্ঞানোপলব্ধি হয় না, ইহার উদাহরণ স্থল যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, উহা কেহ দেখে নাই, কিন্তু বিশ্বাসই একমাত্র তাহার হেতু।

তাহাতেই বলা যায় অগ্রে সংশয়শূন্যতা আবশ্যক। সংশয়শূন্য হইতে হইলে অগ্রে দৃষ্টকর্ম্মতাই প্রধান, তাহার পর সন্দেহ নাশ, এবং সন্দেহ নষ্ট হইলে বিশ্বাস, এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। প্রত্যেক দেহীর যেমন প্রত্যহ আহার বিহারাদি নিত্য আবশ্যক, সেইরূপ জ্ঞান বৃদ্ধির নিত্য আবশ্যক। কেননা পশুর মত নিত্য ভোজনশীল হইলে আমাদের যে মানব নামের একটী প্রধান সত্ব আছে তাহা যে স্বতই লোপ পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? যেমন শরীর রক্ষা করিতে হইলে, নিত্য নিত্য উত্তম খাদ্য ও পরিশ্রমের আবশ্যক, সেইরূপ জ্ঞানী হইব ইচ্ছা থাকিলে সেই ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট এই নিয়মগুলিও সর্ব্বদা পালনীয়। কেননা দুর্দ্দম্য মনকে রজ্জুদ্বারা না বাঁধিতে পারিলে কখনই সফলকাম হওয়া যায় না। মনের সংশয় যত বৃদ্ধি করা যায় মন ততই উত্তেজিত হয়, সেজন্য অগ্রে নম্রভাব, পরে সংগুরু অন্বেষণ, পশ্চাৎ উপদেশ গ্রহণ, পরে উপদেশ পালন এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মাদির সংযোজনাদি করা। ইহা করিলে বিশ্বাস আপনা হইতেই আসিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

নিবেদন।

বর্ত্তমান শিক্ষিত সাধারণকে বুঝাইবার শক্তি আমার নাই, তবে যদি তাঁহারা নিজের সরলান্তঃকরণ জন্য নিজেই একটু চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে আপনা হইতে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন। অতএব আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির পরিচয় নির্ম্মলচেতা মহাত্মাগণের নিকট আর ব্যক্ত করিতে হইবে না।

এই ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনটুকু এমত মহাত্মার নিকট পৌঁছিতে পারে, যদ্বারা এই মাতৃভূমি সততই গৌরবান্বিত হইতেছে, অতএব তাঁহার নিকট আমার এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি কিরূপে পরিস্ফুট সম্ভাবনা? তবে

সৎসঙ্গে শুনিয়াছি যে কীট যেমন সৎসঙ্গ লাভ করিতে পায় না, আবার ঐ কীট সময় বিশেষে পুষ্পমধ্যে পতিত হইলে, ভ্রমক্রমেও নারায়ণের মস্তকোপরি উঠিয়া থাকে, সেইরূপ যদি আজ কোন মহাত্মার সম্মিলনে এই ক্ষুদ্র কীট পতিত হয় তাহা হইলে জানিব ইহা একমাত্র সৎসঙ্গের ফল, ও একমাত্র সেই করুণানিধান দীননাথের দয়া। কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন যে—গুণিগণই একমাত্র গুণিগণের আদর বুঝিয়া থাকেন যেমন পদ্ম যে কি পদার্থ তাহা ভ্রমরই যথার্থ বুঝে। ভেক পদ্মের সন্নিকটে থাকে বটে, কিন্তু সে পদ্মের গুণ কিছুই জানিতে পারে না। যথা—

গুণিনি গুণজ্ঞো রমতেনাগুণ

শীলস্য গুণিনিপরিতোষঃ।

অলিরেতি বনাৎ কমলং নাহ

ভেকস্তেক বসোঽপি চ।

প্রিয় পাঠক মহাশয় আমাদেরও আজ ভেকত্ব ঘটিয়াছে। আমরা আসল নকল চিনি না, সৎ অসৎ চিনি না, মঙ্গলামঙ্গল জানি না, চিনি কেবল আড়ম্বর জানি কেবল কুটিলতা আজ আমরা যদি নিজের হিত জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধহয় আমাদের এত দুর্দ্দিন উপস্থিত হইত না। বুঝিবই বা কি প্রকারে? একে আমাদের অধিকাংশ কানা তাহাতে সৎগুরুর অভাব, যাঁহারা উপদেশ দিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে আবার আমাদের হইতেও অধিকাংশ অন্ধ, তখন আমাদের যে এত দুর্দ্দশা ঘটিবে তাহার বৈচিত্র্য কি। বিশ্বাস করি কার কথায়? যিনি বলিতেছেন গৃহস্থ জাগরিত হও, আবার তিনিই বলিতেছেন, উঠিও না রাত্রি আছে, এখন কি করা কর্ত্তব্য? এখন কর্ত্তব্য ইহাই বোধ করি উচিত, যখন অধিকাংশ স্থল এইরূপ প্রতারণা পূর্ণ তখন আমাদের সেই ঈশ্বরদত্ত যে মনুষ্যত্ব আছে তাহাকেই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য!

কেননা তিনি আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য, প্রত্যেক-কেই জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তখন একটু স্থিরভাবে সেই জ্ঞানের আশ্রয় করিয়া, ধীরে ধীরে বিবেচনা করতঃ জগতে কি আসল কি নকল, কে প্রতারক, কে মিথ্যাবাদী, কি হিত, কি অহিত, এই সকল বহুবিধ বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলেই, আশাকরি আর আমরা সর্ব্বদা ঠকিবনা, এবং বহুতর বিপদ হইতে যে, উদ্ধারের পথ পাইব, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। অধিক আর কি বলিব, সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিয়া বোধ হয় মহাশয়কে বিরক্ত করিয়াছি, যদি অজ্ঞান বশতঃ ভ্রম কথাও বলিয়া থাকি, তাহা হইলে জ্ঞানিগণ সেই ভ্রমটুকু নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

নাত্নীর প্রতি ঠাকুরমার উপদেশ।

আজ হয়েছে বিয়ে তোমার কাল যাবে ঘর,
শিখলেনাকো লালন পালন বলবে কি তোর বর ?
অতি গরীব শ্বশুর তোমার নাইকো টাকা কড়ি,
কোন রূপে পালেন তোদের করি পাকা দাড়ি।
শাশুড়ী তোমার গুণবতী আছে অনেক গুণ,
ছেলে পিলে করেন মানুষ জানি দ্রব্যগুণ
শাশুড়ী তোমার দেখ কত চরকা সুতো কাটি,
বাক্স ভরা মোটা কাপড় করেন তিনি খাঁটী।
কথাটা মিথ্যা নয়, সত্য হয়, দেখ তার ফল
শাশুড়ী তোমার গুণবতী শিখিবে কৌশল।
ভাঙ্গা ভাঁড়ে ন্যাটা ক্যাটা কপালভরা সিন্দূর,
ব্যামো হলে যান না কোথা, ঔষধি প্রচুর।

বউ ছিল গো স্বামীর মতে,
চল্‌তো তাঁহার কথায়,
এখন হালের বলদ পায়না দানা
শুনবে কি-সে-কথা।
মোটা কাপড় পরে না বউ,
সরম লাগে তাঁর,
(এখন) ফ্যান্সি করা জিনিস বিনা
সদায় হাহাকার।
চায়নাকো বউ ঘাঁটতে গোবর
চায়না দিতে ভাত
চায়নাকো সে মোটা শাঁখা
বলে কি উৎপাত।
শিশি ভর ওষুধ চান্ বউ
ছেলের অসুখ হলে,
(এখন) ড্যাম বলে সে বদ্যি বুড়োর
ক্রোধে উঠে জ্বলে।
বার্লি সাবু দেখলে কাবু
করেন ছি ছি,
(ওমা) একি ঘেন্না বৈদ্য বুড়োর
ব্যবস্থাটাই কি।
গরম সদাই থাকেন তিনি
গন্ধ দ্রব্য মেখে,
(এখন) বললে কিগো খাটবে কথা
তোমার পেঁতে থেকে।
কাল হয়েছে সর্ব্বনেশে
বিলাসিতায় ভোর,
(এখন) বুঝেনাকো আসল নকল

ভালোয বলে চোর।

কটা কথা বলব দিদি
বলতে হাঁসি পায়,
(এখন) দাদা দিদির ভাত যোড়েনা
(তবু) বিলাসিতা চায়।
পোনর টাকা জামাই তোমার
মাসে আনেন ঘরে,
(কিন্তু) দেখ তাঁদার কত বাহার
আয়না চিরুণ তরে।
কালাপেড়ে ধুতি বিনা
চলতে না'রেন তিনি,
দুলিয়ে কোঁচা বাঁকা টেড়ি
যেন খোকামণি।
ভাত যোটেনা ছেলে পিলের
শুকিয়ে হ'লাম খড়ি
(দিদি) এমন কিগো বাবুয়ান
নাই মিলে তাঁর দড়ি।
(তিনি) সন্ধ্যা বেলায় গাঁজা টানেন
রাত্রি ন টায় গুলি,
রাত্রি ঘোরে বাইরে পালান্
আমায় দিযে গালি
এখনকারের দাদা দিদির
চটক লাগা প্রাণে,
পোড়বে কিগো দৃষ্টি শুভ
চৌটকা পেঁচের পানে।

ওলাউঠা

নিবারণোপায় এবং চিকিৎসা।

কতকাল হইতে ওলাউঠা রোগ এই ভারত ভূমিতে বিচরণ করিতেছে, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। তবে বহু-কাল হইতে যে এ রোগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় সুশ্রুত গ্রন্থে বিসূচিকা নামক এক প্রকার রোগের বর্ণনা আছে। অনেকে বলেন, ঐ বিসূচিকাই এখনকার ওলা-উঠা রোগ। কিন্তু উহার যেরূপ বিবরণ দেওয়া আছে তাহা পাঠ করিলে এইমাত্র উপলব্ধি হয় যে, উহা কতকাংশে ওলাউঠার সদৃশ হইলেও উহার লক্ষণের সঙ্গে এখনকার এই ভীষণ মারাত্মক ওলাউঠার সম্পূর্ণ মিল নাই। সুশ্রুতের বিসূচিকার বর্ণনা এইরূপ :—

অজীর্ণ নামং বিষ্টবধং বিদগ্ধঞ্চ যদীরিতং।
বিসূচ্যালসকৌ তস্মাদ্ভবেচ্চাপি বিলম্বিকা॥
সূচী ভিরিব গাত্রাণি তুদন সন্তিষ্ঠ তেঽনিলঃ।
যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈকচ্যতে তু বিসূচিকা॥
নতা পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তেঽশন লোলুপাঃ॥

ওলাউঠা চিকিৎসা।

মূর্চ্ছাতিসারৌ বমথুঃ পিপাসাশূলং ভ্রমো দ্বেষ্টন জৃম্ভদাহাঃ।
বৈবর্ণ্যকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ॥
কুক্ষিরানহ্যতেঽত্যর্থং প্রতাম্যথ কূজতি।
নিরুদ্ধো মারুতশ্চাপি কুক্ষাবুপরি ধাবতি॥
বাতবর্চ্চো নিরোধশ্চ কুক্ষৌ যস্য ভৃশম্ভবেৎ।
তস্যালসক মাচষ্টে হিক্কোদ্গারৌ তু যস্য তু॥
দুষ্টন্তু ভুক্তং কফমারুতাভ্যাং প্রবর্ত্ততে নোর্দ্ধমধশ্চ যস্য।
বিলম্বিকাং তস্য বিবর্জ্জনীয়ামাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ॥
যত্রস্থমাপং বিরুজেত্তমেবং দেশং বিশেষেণ বিকার জাতৈঃ।
দোষেণ যেনাবততং স্বলিঙ্গৈস্তং লক্ষয়েদাম সমুদ্ভবৈশ্চ॥
যঃ শ্যাবদন্তৌষ্ঠ নখোঽল্প সংজ্ঞশ্ছর্দ্দ্যর্দিতোঽভ্যন্তর যাতনেত্রঃ।
ক্ষামস্বরঃ সর্ব্ববিমুক্ত সন্ধির্যায়ান্নরোঽসৌ পুনরাগমায়॥

এই শ্লোকগুলির অর্থ এইরূপ :—

"অজীর্ণ, আম, বিষ্টম্ভ এবং বিদগ্ধা এই চতুর্ব্বিধ কারণে বিসূ-কা, অলসক এবং বিলম্বিকা নামক তিন প্রকার রোগ জন্মে। অজীর্ণ প্রযুক্ত সূচীকর্ত্তৃক গাত্রবিদ্ধ হওয়ার ন্যায় বায়ু জন্য যাতনা হইলে বিসূচিকা বলা যায়। শাস্ত্রজ্ঞ পরিমিতাহারী ব্যক্তির এই রোগ কদাচ জন্মে না, অসংযতেন্দ্রিয় আহারলোলুপ মূঢ় ব্যক্তিরই জন্মে।

মূর্চ্ছা, অতিসার, বমন, পিপাসা, শূল, ভ্রম, উদ্বেষ্টন, জৃম্ভন, ্, বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, শিরোবেদনা, কুক্ষিদেশের ভাব (টেনে থাকা), আচ্ছন্নপ্রায় কূজন, বায়ু রুদ্ধ হইয়া কদেশে ধাবিত হওন এবং বায়ু পুরীষের কুক্ষিদেশে নিরোধ, হিক্কা এবং উদ্গার এই সকল লক্ষণ হইলে অলসক বলা যায়।

ভুক্তদ্রব্য কফ ও বায়ুকর্ত্তৃক দূষিত হইয়া উদ্ধ হইয়া বা অধোভাগে প্রবর্ত্তিত না হইলে বিলম্বিকা বলা যায়। ইহা বর্জ্জনীয়। আম কর্ত্তৃক আমাশয়ে বিশেষ পীড়া জন্মিলে এবং দোষের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আম জন্য রোগ বলা যায়।

দন্ত, ওষ্ঠ, নখ শ্যামবর্ণ, অল্প সংজ্ঞা, বমন, নেত্র কোষমগ্ন, স্বরের ক্ষীণতা এবং সন্ধির শৈথিল্য এইগুলি ঘটিলে বিসূচিকা রোগীকে পরিত্যাগ করিবে।"

এই হইল আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিসূচিকা রোগের লক্ষণ। ওলা-উঠার যে সকল লক্ষণ পরে লিখিত হইবে, তাহার সহিত পাঠক-গণ এই লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন এখন-কার ওলাউঠা বিসূচিকা নহে। বিসূচিকা এক রকম অজীর্ণ রোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখনও মধ্যে মধ্যে অনেকের বিসূচিকা রোগ হইয়া থাকে। কলেরার সময় হইলে তাহা কলেরা বলিয়াই অভিহিত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতে এক প্রকার গুরুতর আকারের উদরাময় হইয়া থাকে, তাহা কখন কখন দেশব্যাপকরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। উহাকে তত্রস্থ ডাক্তারেরা ইংলিস্ কলেরা বা স্পোরেডিক কলেরা বলিয়া থাকেন। ঐ রোগের লক্ষণ এইরূপ ঃ—বমন এবং বিরেচন। মল তরল এবং গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ। উদর প্রদেশে শূল ব্যথার ন্যায় বেদনা; পায়ের নলীর এবং উদরের মাংসপেশীর আক্ষেপ বা খাইল ধরা; শরীরের অবসন্নতা; সময় সময় কোলাপ্স বা পতনা-বস্থা। নাড়ী বসিয়া যাওয়া, হাত পা গা ঠাণ্ডা হওয়ার নাম পতনাবস্থা।

এই রোগ হঠাৎ আক্রমণ করে। প্রথমে কয়েকবার স্বাভাবিক মল দাস্ত হয়, তার পর অধিক পরিমাণ তরল জলবৎ পিত্ত মিশ্রিত হরিদ্রাবর্ণ দাস্ত হইতে থাকে ; সঙ্গে সঙ্গে বমনও হয়। পেটের ভিতর জ্বালা করে। উরতের, পায়ের নলীর এবং উদরের মাংসপেশীতে বিষম খাইল ধরা বেদনা হয়। এইরূপ বমন, বিরেচন হইতে রোগী হিমাঙ্গ এবং অবসন্ন হইয়া পড়ে ; সময় সময় মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটে।

এই হইল ইংলিস কলেরার লক্ষণ। এই ইংলিস কলেরা এতদ্দেশেও হইয়া থাকে। কলেরার সময় হইলে ইহা কলেরা বলিয়াই অভিহিত হয়। ইহার লক্ষণগুলি কতক পরিমাণে প্রকৃত কলেরার সঙ্গে মিলে। পায়ে এবং উদরের মাংসপেশীতে খাইল ধরা, উদরের ভিতর জ্বালা করা এবং হিমাঙ্গ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণের কলেরার লক্ষণের সহিত মিল আছে। কিন্তু দাস্তের বর্ণের মিল নাই। আসল কলেরার দাস্তের বর্ণ চাউল ধোয়া জলের ন্যায় বা ভাতের ফেণের ন্যায়। তদ্ভিন্ন, আসল কলেরা যেরূপ মারাত্মক ব্যাধি ইহা সেরূপ মারাত্মক নহে।

আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদের বিসূচিকা এবং এই ইংলিস কলেরার লক্ষণের সহিত অনেক পরিমাণে মিল আছে।

এখনকার কলেরা যেরূপ ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি, বিসূচিকা সেরূপ মারাত্মক বলিয়া উল্লিখিত নাই। বিশেষ, চাউল ধোয়া জলের ন্যায় দাস্ত হইত কি না আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে সে কথারও উল্লেখ নাই। সুশ্রুতে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে, বিসূচিকা অসাধ্য নহে। তবে দন্ত ওষ্ঠ শ্যামবর্ণ, অল্প সংজ্ঞা, বমন, নেত্রকোষ মগ্ন, স্বরের ক্ষীণতা এবং সন্ধির শৈথিল্য হইলে অসাধ্য হয় বলিয়া

উল্লিখিত আছে। কিন্তু এখনকার কলেরা রোগে উল্লিখিত পতনাবস্থার লক্ষণগুলি অবশ্যম্ভাবী। কলেরা হইলেই কোলাপ্স বা পতনাবস্থার লক্ষণ হইবেই হইবে।

বিসূচিকার পতনাবস্থার লক্ষণ অতি সাধারণ নহে, তবে অসাধ্য পরিণাম লক্ষণ মাত্র। ইংলিস কলেরা রোগেও পতনাবস্থা হওয়াটা উক্ত রোগের সাধারণ লক্ষণ নহে।

তবে এই বিসূচিকা বা ইংলিস কলেরা কালক্রমে প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া এখনকার এই ভয়ানক ওলাউঠা রোগে পরিণত হইয়াছে কি না তাহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই।

যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ অহরহঃ পরিবর্ত্তনশীল। অসাধারণ পণ্ডিত ডারউইন্ তাঁহার অরিজিন অব্ স্পিসিজ্ নামক গ্রন্থে বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, জীব ও উদ্ভিদের প্রকারভেদ বা শ্রেণী আলাহিদা আলাহিদা হইয়া সৃষ্ট হয় নাই। সমান অবয়ব ও প্রবৃত্তিবিশিষ্ট এক শ্রেণীর উদ্ভিদ ও জন্তু কাল সহকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। যথা, বাঁশিনা বাঁশ ও চলিত বাঁশে পরস্পর সাদৃশ্য আছে, সুতরাং সাধারণ বাঁশ কালসহকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বাঁশিনা বাঁশ হইয়াছে বলা যায়। সেইরূপ, এক জাতীয় আম্র হইতে নানা প্রকার আম্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ডারউইন্ বলেন, এখন যত প্রকার বিভিন্নরূপ পায়রা দেখা যায়, ইহাদের সকলেরই পূর্ব্বপুরুষ গোলা পায়রা। বনবিড়াল ও গৃহবিড়াল এক শ্রেণীর প্রাণী। অতএব, বনবিড়াল পরিবর্ত্তিত হইয়া গৃহবিড়াল হইয়াছে। এই সূত্র ধরিয়াই ডারউইন্ প্রমাণ করিয়াছেন যে, বানর হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা

করিলে দেখা যায় যে, এইরূপ পরিবর্ত্তন আবার ক্রমোন্নতির দিকেই হইতেছে, অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণী হইতে ক্রমশঃই উচ্চতর জাতি সকলের সৃষ্টি হইতেছে।

ব্যাধিরও এইরূপ জাতিবিভাগ আছে। যথা,—হাম, পানিবসন্ত এবং আসল বসন্ত একজাতীয় রোগ এবং একই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। সাধারণ সর্দ্দি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিস্ এবং নিউমোনিয়া একই শ্রেণীর ব্যাধি। সর্দ্দি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিস্ এবং নিউমোনিয়া শ্বাসপথের শ্লেষ্মা ঝিল্লির প্রদাহ। সর্দ্দি হচ্ছে নাসিকা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের শ্লেষ্মা ঝিল্লির প্রদাহ। এই প্রদাহ ব্রঙ্কাই বা শ্বাসনালী পথের শ্লেষ্মা ঝিল্লি আক্রমণ করিলেই ব্রঙ্কাইটিস হইয়া দাঁড়ায়। আবার ঐ প্রদাহ আরও নীচে নামিয়া ফুসফুস্ আক্রমণ করিলে নিউমোনিয়া হইয়া দাঁড়ায়। সামান্য সর্দ্দি বা ব্রঙ্কাইটিস্ হইতে নিউমোনিয়ার উৎপত্তি হয়, কিন্তু নিউমোনিয়া হইতে সর্দ্দি বা ব্রঙ্কাইটিস্ হয় না। এইরূপে রোগের পক্ষেও ক্রমোন্নতিশীল পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ব্রঙ্কাইটিস্ অপেক্ষা নিউমোনিয়া গুরুতর আকারের ব্যাধি।

যখন কোন নূতন প্রাণী বা উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়, তখন প্রথমতঃ সেই শ্রেণীর অপর কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী ক্রমশঃ আকার ও স্বভাব পরিবর্ত্তন করে। কিন্তু একবার সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া গেলে তখন ঐ নূতন প্রাণী বা উদ্ভিদ বহুকাল পর্য্যন্ত একই ভাবে, আপনা হইতেই আপনি উৎপত্তি হয়। বানর ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইয়া মনুষ্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু প্রথমে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়া বহুকাল একই ভাবে থাকিয়া উহার দল পুষ্ট করিয়া

ছিল। পরে আবার ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে আদিম অসভ্য মনুষ্য হইতে এখনকার সভ্য মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

এইরূপ ভাবে কোনও একটি রোগ কোনও রোগের পরিবর্ত্তিত অকার ধারণ করিয়া নূতন রোগে পরিণত হইলে তখন ঐ নূতন রোগ আপন বলে আপনিই জন্মাইতে থাকে। যদিও নিউমোনিয়া প্রথমে সামান্য সর্দ্দি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল, তত্রাচ যখন নিউমোনিয়া একটি নূতন রোগ হইয়া দাঁড়াইল, তখন নিউমোনিয়া সর্দ্দির উৎপত্তির কারণ স্বাপেক্ষ না হইয়া অপর কারণ আশ্রয় করিয়া আপনা আপনিই জন্মাইতে লাগিল।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দুই প্রকারের গরমি বা সিফিলিস্ পীড়া দেখা যায়। এক জাতীয় সিফিলিস কেবলমাত্র স্থানীয় রোগ। অপর জাতীয় সিফিলিস শরীরকে আক্রমণ করে এবং রক্ত দূষিত করে। প্রথম শ্রেণীর সিফিলিস্ পীড়ার নাম উপদংশ বা সফ্ট-স্যাংকার। এই উপদংশের বিষয় আয়ুর্ব্বেদে বর্ণিত আছে; অপর প্রকারের নাই। এই শরীর আক্রমণকারী সিফিলিস্ অপর প্রকার নির্দ্দোষ সিফিলিস্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং একটি স্বতন্ত্র ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

অতএব, স্পোরেডিক কলেরা অথবা বিসূচিকা কালসহকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া এই এক নূতন রকম ভয়ঙ্কর বিক্রমশালী মারাত্মক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

এইরূপে যখন বিসূচিকা বা স্পোরেডিক কলেরা নূতন রোগ হইয়া দাঁড়াইল, তখন বিসূচিকা উৎপত্তির কারণ স্বাপেক্ষ না হইয়া উহা আপন বীজ হইতে আপনিই উৎপন্ন হইতে লাগিল। বিসূচিকা যে সময়ে ওলাউঠায় দাঁড়াইল, তখন উহাতে কোমা

ব্যাছিলাই বা রোগোৎপাদক বীজ সৃষ্ট হইল। পূর্ব্বে বিসূচিকা রোগের মলে এই বীজ অপ্রকাশ্যভাবে ছিল বলিয়াও অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ অপ্রকাশ্য বীজ ক্রমে কোমা ব্যাছিলাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাও বলা অসঙ্গত নহে।

কোনও জীব বা উদ্ভিদ অপর বিভিন্ন জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে হইলে তৎপরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তক দেশকালের সাহায্য আবশ্যক করে। উপযুক্ত স্থান, উপযুক্ত ঘটনাবলীর সমাবেশ না হইলে ঐ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। যে দেশে এইরূপ ঘটনাবলীর সমাবেশ হয়, সেই দেশেই প্রথমে নূতন উদ্ভিদ বা প্রাণীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরে ঐ উদ্ভিদ বা প্রাণী অপর দেশে নীত হইয়া তথায় হয় সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, নচেৎ মরিয়া যায়।

যদিও বিসূচিকা বা স্পোরেডিক কলেরা পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবীতেই ছিল, কিন্তু ভারত ভূমির জলবায়ু ঐ বিসূচিকার পরিবর্ত্তনের উপযোগী হওয়াতে এই ভারত ভূমিতেই বিসূচিকা প্রথমে পরিবর্ত্তিত হইয়া ওলাউঠায় পরিণত হইয়াছে এবং তদপরে সমস্ত পৃথিবীময় ইহা ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই পীড়া ভারতবর্ষ হইতেই অন্যান্য দেশে নীত হইয়াছে। যে দেশের জলবায়ু ইহার পরিপোষণের উপযোগী হইয়াছে সে দেশে ইহা চিরদিন স্থায়ী হইয়াছে। যে দেশের জলবায়ু ইহার পরিপোষণের উপযোগী নহে, সে দেশে নীত হইয়া পরিশেষে ইহা স্থায়ী না হইয়া মরিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের জলবায়ু ওলাউঠার পরিপোষণের উপযুক্ত ক্ষেত্র। সুতরাং ওলাউঠার সৃষ্টি হওনাবধি এই ব্যাধি এই দেশে রহিয়া গিয়াছে এবং ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া গুরুতর হইতে গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে।

ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা বলেন, ১৮১৭ সালে বাঙ্গলা দেশে যশোহর জেলাতে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয় এবং সেই সালে ইহা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ক্রমে পারস্য দেশে উপনীত হয়। তথা হইতে রুশিয়া এবং রুশিয়া হইতে জার্ম্মানি, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা আক্রমণ করে। তৎপরে ফ্রান্স, ইটালি এবং আফ্রিকার উত্তরভাগ আক্রান্ত হয়। ১৮৩১ সালে সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে ওলাউঠা রোগের আবির্ভাব হয়। এর পর অনেকবার পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ওলাউঠা দেশব্যাপক রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরই এই রোগ হইয়া থাকে। ১৮১৭ সালের অনেক পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে ওলাউঠা হইয়া আসিতেছে। আজ ৫।৬ বৎসরের কথা, মুরশীদাবাদ জেলায় একটি শত বর্ষীয় বৃদ্ধ লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, সে ব্যক্তি তাহার ১০।১২ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় মুরশীদাবাদ জেলায় ওলাউঠা হইতে দেখিয়াছে। তবে সে সময়ে কেবল চৈত্রমাসে নাকি ইহার প্রাদুর্ভাব হইত অপর সময়ে হইত না।

এক্ষণে কলেরার আর সময় অসময় নাই, সকল সময়েই হয়। তবে কার্ত্তিক মাসে এবং চৈত্র মাসেই ইহার প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। গ্রীষ্ম হইতে শীত এবং শীত হইতে গ্রীষ্মের পরিবর্ত্তন সময়ে ইহা বেশী লোককে আক্রমণ করে এবং বেশী মারাত্মক হইয়া উঠে।

এই রোগে আজকাল সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বকালে, সর্ব্ব জাতির মধ্যে, সকল বয়সের লোকের মধ্যে কিছু না কিছু হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই ইহার প্রাদুর্ভাব বেশী। দিবাতে অত্যন্ত গ্রীষ্ম এবং রৌদ্র, কিন্তু প্রাতঃকালে শীত বোধ, এইরূপ অবস্থায়

কলেরার প্রাদুর্ভাব বেশী হয়। উচ্চ ভূমি অপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে ইহার প্রকোপ বেশী হয়। বাঙ্গলাদেশ নিম্ন ভূমি। এই জন্য, বাঙ্গলা দেশেই ইহার প্রাদুর্ভাব বেশী। কেহ কেহ বলেন, বহু লোকের জনতা হইলে ইহার প্রাদুর্ভাব বেশী হয়। কিন্তু এ কথার অর্থ অন্যরূপ হইতে পারে। কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় যেখানে বেশী লোক বাস করিবে সেখানে বেশী লোক ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইবে। যেখানে কম লোক সেখানে খুব কলেরা হইলেও অল্পসংখ্যক মাত্র লোক ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইবে। তদ্ভিন্ন, এক যায়গায় বেশী লোক থাকিলে, সে স্থানে কলেরা বীজ ব্যাপ্তি হওয়ার সুবিধা হয়। ভিজে স্যাত্‌সেঁতে যায়গা, দুর্গন্ধ মলিন বাসস্থান, অনাহার, অপুষ্টিকর খাদ্য, কেবলমাত্র ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করা, দরিদ্রতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, শারীরিক অবসাদ, অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ ইত্যাদি কলেরা রোগের সাহায্যকারী কারণ নিচয়। এই সকলে রোগপ্রবণতা বৃদ্ধি করে।

কি কারণে কলেরা রোগের উৎপত্তি হয়, এতকাল সে সম্বন্ধে চিকিৎসকসমাজে বিস্তর বাদানুবাদ চলিতেছিল। এক্ষণে কলেরা রোগের কারণ একরকম স্থির হইয়াছে বলা যায়। বিখ্যাত জার্ম্মাণ পণ্ডিত কক্ (Koch) দেখাইয়াছেন যে, কলেরার মলে একরকম বীজ পাওয়া যায়। উহা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিতে হয়। উহাদের আকার কমা চিহ্নের (,) ন্যায় বাঁকা। এই জন্য ইহার নাম কমা ব্যাছিলাই। অনেকেরই মত এই যে, ইহারা উদ্ভিদ জাতীয় অণুবিশেষ। আবার অনেকে বলেন, ইহারা জীববিশেষ। ইহাদের জীবন আছে এবং খুব নড়িয়া

বেড়ায়। উপযুক্ত স্থান পাইলে ইহারা সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়। মনুষ্যশরীরে এই বীজ পুনঃ পুনঃ পিচকারী করিয়া দিলে উহারা ক্রমেই বলবান হইয়া উঠে। অম্লজান বাষ্প সহযোগে ইহাদের তেজ কম পড়ে। এই কম বলবান বীজ শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে কলেরার ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহা মারাত্মক হয় না। বরঞ্চ ঐ ব্যক্তির পুনর্ব্বার কলেরা হয় না। এই সূত্র ধরিয়া রকের ছাত্র হাফ্‌কিন্‌ সাহেব কলেরার টিকা দিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। টিকা দিয়া বসন্ত রোগ নিবারণ হয়, তাহা সকলেই জানেন। বসন্ত রোগ একবার বই হয় না। দ্বিতীয়বার হইলেও প্রথমবারের ন্যায় গুরুতর আকারে হয় না। এইজন্য, বসন্তের টিকা দিয়া সামান্য রকমের বসন্ত উৎপন্ন করিতে পারিলে আর বসন্ত হইবার ভয় থাকে না। এই সূত্র ধরিয়াই বসন্ত বীজ দিয়া টিকা দিবার প্রথা হইয়াছে। কলেরাও ঐরূপ ব্যাধি। একজনের একবার ভাল করে কলেরা হইলে পুনর্ব্বার তাহার কলেরা হয় না। যদিও হয় তবে তাহা এত মৃদু আকারে হয় যে, তাহা মারাত্মক হয় না।

কলেরার বীজ কলেরার মলেই বেশী জন্মায়। কলেরার বমনে এবং কলেরা রোগীর দেহের রস রক্তাদিতেও থাকিতে পারে। জলে ও দুগ্ধে এই বীজ পড়িলে উহারা সংখ্যায় বাড়িয়া উঠে। মনুষ্যের উদরে প্রবিষ্ট হইলে উহারা ধাঁ ধাঁ করিয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়। উহারা সংখ্যায় বৃদ্ধি হইলেই কলেরা রোগ উপস্থিত হয়। এই কলেরার বীজ কেবল পাকস্থলী এবং অন্ত্রে আক্রমণ করে। যে কোন রকমেই হউক ইহারা শরীরস্থ হইলে অন্ত্র ও পাকস্থলীর শ্লেষ্মা ঝিল্লি আক্রমণ করে, এবং ঐ শ্লেষ্মা

ঝিল্লি দিয়াই বাহির হইবার চেষ্টা করে। তাহাতেই ভেদ ও বোমি হয়।

জীবশরীরের নিয়ম এই যে, আমাদিগের দেহমধ্যে কোন বিষাক্ত পদার্থ প্রবিষ্ট হইলে যদি তাহা দেহের ভিতরেই বিনষ্ট না হয়, তবে জীবদেহ ঐ বিষ আপনা হইতেই বাহির করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। কোনও দুষ্পাচ্য খাদ্য দ্রব্য উদরস্থ হইলে বমন হইয়া উঠিয়া যায়। চক্ষের ভিতর কুটা পড়িলে চক্ষু দিয়া জল ঝরে এবং জলের সঙ্গে ঐ কুটা ধৌত হইয়া যায়। শ্বাসনলীর ভিতর কোন কিছু প্রবেশ করিলে অনবরত হাঁচি ও কাশি হয়, তাহাতে সেই জিনিষ বাহির হইয়া যায়। এই নিয়ম বশতঃই কলেরার বীজ উদরস্থ হইলে ঐ বিষ বাহির করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় ভেদ ও বমন হয়।

লক্ষণ :—ওলাউঠা তিন প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম, বিসূচিকা। তাহার লক্ষণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তার পর আসত কলেরা বা কলেরা মরবস (Cholera Morbus) দুই প্রকারের। একরকম মৃদু আকারের, আর এক প্রকারের খুব গুরুতর আকারের। এই শেষোক্ত গুলি প্রায়ই মারাত্মক হয়। বিসূচিকার মল হরিদ্রাবর্ণের, পিত্তমিশ্রিত। আসত কলেরার মল চাউল ধোয়া জলের ন্যায় বা ভাতের ফেণের ন্যায়। মলের এই বর্ণ হইতেই বিসূচিকা হইতে কলেরার প্রভেদ করিয়া লওয়া যায়।

কলেরা সচরাচর কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ আক্রমণ করে। অধিকাংশ সাংঘাতিক ধরণের কলেরা শেষ রাত্রে বা ভোরে আরম্ভ হয়। অন্য সময়ে হইলে যে সাংঘাতিক হয় না, তাহা

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি।
যদ্বারা	যদ্দারা	।/০	২৪
শহর	শহর। সহর	৵০	১২
জানতো বউ	জানতো না বউ	॥/০	১০
মৃষ্টিযোগ	মুষ্টিযোগ	৬।৯	১।১
মৃষ্টিযোগ	মুষ্টিযোগ	১২	১
ঘাঁসে	বাঁসে	১৪	৮
দ্রব্য	দ্রব	১৫	২

নহে। অনেক লোকের বৈকাল বেলায় কলেরা হইয়াও সাংঘাতিক হয়। এই বৎসর দুইটি লোকের বৈকাল বেলায় কলেরা আরম্ভ হইয়াছিল, উহারা উভয়েই তৎপর দিন বেলা দুইটার সময় মানবলীলা সম্বরণ করে।

কোন কোন স্থলে কিছু কিছু পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা যায়। যথা,— চক্ষে ঝাপ্সা দেখা, কাণের মধ্যে শন্ শন্ করা, শিরোঘূর্ণন, দৌর্ব্বল্য বোধ ইত্যাদি। কখন কখন পূর্ব্বে উদরাময় হয়, অর্থাৎ ২।১ দিন ধরিয়া পেটের ব্যারামের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ মলত্যাগ হয়, পরে ঐ উদরাময় ক্রমে ক্রমে কলেরায় পরিণত হয়। কিন্তু সাংঘাতিক আকারের কলেরা হঠাৎ আরম্ভ হয়। এক বা দুই বার হরিদ্রাবর্ণ সহজ মলত্যাগের পরই ভাতের ফেণের ন্যায় দাস্ত হইতে আরম্ভ হয়। কাহারও বা গোড়া হইতেই ঐরূপ ধরণের জলবৎ তরল ভেদ হয়। সঙ্গে সঙ্গে বোমিও হয়। কাহারও কাহারও প্রথমে অল্প অল্প পেট কামড়ায়। অনেকে প্রথমে আহার্য্য জিনিষ বমন করিয়া তুলিয়া ফেলে। কলেরা হইবার দুই এক দিন পূর্ব্ব হইতেই পাকস্থলার অবস্থা এরূপ খারাপ হয় যে, রোগী পূর্ব্ব দিবস যাহা আহার করিয়াছিল, তাহা বমন করিয়া তুলিয়া ফেলে। কলেরা হইবার পূর্ব্বে কাহারও কাহারও এইরূপ অজীর্ণের লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু সকল স্থানে এরূপ হয় না। অনেকের কলেরা হইবার পূর্ব্বে উদরে কিছুই থাকে না। আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রোগীর উদরে আহার্য্য অপরিপক্ক অবস্থায় থাকা সত্বেও অনেক স্থলে রোগী কোনরূপ অজীর্ণের লক্ষণ বুঝিতে পারে না। তার পর কলেরা আরম্ভ হইবার সময় দেখিতে পাওয়া

যায়, রোগী পূর্ব্ব দিবস যাহা আহার করিয়াছিল, তাহাই বমন করিয়া তুলিয়া ফেলিতেছে।

চাউল ধোয়া জলের ন্যায় বা ভাতের ফেণের ন্যায় দাস্ত আরম্ভ হয়। এক এক বারে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হুড় হুড় করিয়া নির্গত হইতে থাকে। কোন যন্ত্রণা থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে বমন হয়। প্রথমে আহার্য্য জিনিষ উঠিয়া পড়ে, পরে যে জল পান করে তাহা উঠিয়া পড়ে, অথবা কলেরার মলের ন্যায় বমন হয়। ঘোরতর পিপাসা উপস্থিত হয়। রোগী জল জল করিয়া অস্থির হয় এবং যেমন জল পান করে, তৎক্ষণাৎ তুলিয়া ফেলে। যদি খুব অল্প করিয়া জল দেওয়া যায়, তবে কয়েকবার পান করিবার পর একবারে সমস্তটা তুলিয়া ফেলে। পেটে কিছুই দাঁড়ায় না। উদরের ভিতর জ্বালা করে। এই উদরের ভিতর জ্বালা করা কলেরার একটা বিশেষ লক্ষণ। তার পর হাত পায়ে খাইল ধরা ইহার একটা বিশেষ লক্ষণ। হাত, বাহু, পায়ের নলা এবং উরুতের মাংসপেশী যেন মোচড়াইতে থাকে, তাহাতে খুব বেদনা বোধ হয়। কাহারও কাহারও উদরের মাংসপেশীতেও খাইল ধরে, ক্রমে ক্রমে হাত, পা ও গা ঠাণ্ডা হয় এবং পিছল পিছল আঠা আঠা ঘর্ম্ম নির্গত হয়, মণিবন্ধের নাড়ী ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে, পরিশেষে আর ধাত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। খুব উপরে বগলের কাছে (ব্রাকিয়াল্ ধমনীতে) ধাত পাওয়া যায়। সাংঘাতিক ধরণের কলেরায় একবার দাস্ত ও বমনের পরই অনেকের ধাত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দাস্ত ও বমন হইতে হইতে রোগীর চেহারা খারাপ হইয়া উঠে। কথা খোনাইয়া যায়, নাকে কথা

উঠে। চক্ষু কোটরগত হয়, নাক ও গাল টোস্ খাইয়া যায়। ক্রমে মৃতব্যক্তির ন্যায় চেহারা হয়। অত্যন্ত গাত্রদাহ হয়। শরীরের ভিতর যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়। রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, এপাশ ওপাশ করে। রোগী কল্‌সি কল্‌সি জল পাইলেও পান করিয়া ফেলে। এত জল পানেও পিপাসার নিবৃত্তি হয় না, গায়ে জল ঢালিলেও গায়ের জ্বালা দূর হয় না। রোগী ঠাণ্ডা মাটিতে গড়াগড়ি পাড়িতে ভাল বাসে। ক্রমে ক্রমে জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আইসে, গা ভেকের গায়ের ন্যায় শীতল হয়, মুখ ও গায়ের চেহারা নীলবর্ণ হইয়া যায়। হাত পায়ের ও আঙ্গুলের চেটো টোল খাইয়া যায়। অনেকক্ষণ শীতল জলে আঙ্গুল ডুবাইয়া রাখিলে যেমন আঙ্গুলে টোল খায়, সেইরূপ টোল খাইয়া যায়। রোগী ক্রমে ক্রমে স্থির ভাব অবলম্বন করে, ডাকিলে অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর দেয়। আর পাশ ফিরিয়া শুইতে পারে না, ক্রমে একটু শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, দূরে দূরে নিশ্বাস ফেলে। এই অবস্থায় প্রাণত্যাগ হয়।

গা হাত পা ঠাণ্ডা হওয়া এবং নাড়ী বসিয়া যাওয়ার অবস্থার নাম কোলাপ্স অবস্থা (Collapse state) বা পতনাবস্থা। এই পতনাবস্থা পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ হইলে ভেদ ও বমন আপনা হইতেই থামিয়া যায়। কিন্তু রোগীর পেট ফুলিয়া উঠে। আসল কথা, ভিতরে ভিতরে চাউল ধোয়া জলের ন্যায় মল নিঃসৃত হয়, কিন্তু অন্ত্র অসাড় হওয়ার জন্য রোগী জোর দিয়া মলত্যাগ করিতে পারে না। এইজন্য, উদর ও অন্ত্রমধ্যে মল জমিয়া পেট ফুলিয়া উঠে। জ্বর. অজীর্ণ প্রভৃতি পীড়ায়, পেটের ভিতর

গ্যাস জন্মিয়া পেট ফুলিয়া উঠে। পেটের উপর অঙ্গুলির ঘা দিলেই এই বিষয় পরীক্ষা করা যায়। গ্যাসব া বাষ্প জন্মিয়া পেট ফুলিলে পেটের উপর আঙ্গুলের ঘা দিলে ফাপা শব্দ (পূর্ণ গর্ভ) শব্দ পাওয়া যায়, আর তরল জলবৎ মল সঞ্চিত হইয়া পেট ফুলিয়া উঠিলে আঙ্গুলের আঘাতে অপেক্ষাকৃত নিরেট শব্দ পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ ফাপা শব্দও নহে, সম্পূর্ণ নিরেট শব্দও নহে। সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুলের টিপ দিলে পেট শক্ত বোধ হয, যেন নোয়ায় না।

কলেরা রোগের আর একটি লক্ষণ প্রস্রাব বন্ধ হওয়া। প্রস্রাব বন্ধ হওয়া এমনই ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, গুরুতর আকারের উদরাময় হইয়া প্রস্রাব বন্ধ হইলেই লোক আশঙ্কা করে যে, বুঝিবা কলেরা হইল। মলত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব হইতেছে কি না, সেই কথা চিকিৎসক এবং রোগীর বন্ধুবান্ধবগণ সর্ব্বাগ্রেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। কলেরা রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণ শরীরের সমস্ত জলীয় পদার্থ মল ও বমনের সঙ্গে নির্গত হইয়া যাওয়া। শরীরে জল নাই, তা মূত্র তৈয়ার হইবে কিসে? শরীরের ও রক্তের সমস্ত জলীয়ভাগ দাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়, ওদিকে বমনের জ্বালায় এক তোলা জল উদরস্থ হইবার যো নাই, তবে আর প্রস্রাব হইবে কিসে? এই জলাভাব বশতঃই বিজাতীয় পিপাসা, এই জলাভাব বশতঃই মূত্রের অভাব। রোগীর মূত্রা-ধারে প্রস্রাব থাকে না। কিড্‌নি বা মূত্রযন্ত্রে প্রস্রাব তৈয়ার হয় না।

ভেদ ও বমনের অবস্থায় কলেরা রোগীর শরীরে কোন

প্রকার ঔষধ, পানীয় বা আহার্য্য পরিপাক পায় না। যা খায় বা পান করে, হয় তাহা তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায়, আর নয়ত উদরমধ্যে জমা হইয়া থাকে, পরে একবারে বমন হইয়া পড়ে।

কলেরা রোগীর আগা গোড়া বেশ জ্ঞান থাকে, অনেকের মৃত্যুর ৫।১০ দশ মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বেশ জ্ঞান থাকে। ডাকিলে ক্ষীণ স্বরে উত্তর দেয়। গাত্র জ্বালা, খাইল ধরা ও পিপাসা ব্যতীত অপর কোন যন্ত্রণা থাকে না। কোলাপ্স অবস্থায় কোন যন্ত্রণাই থাকে না। কোন কোন রোগী মরিবার পূর্ব্বে মোহাচ্ছন্ন হয় এবং অজ্ঞান হয়। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু লাল হইয়া উঠে। এই মোহের নাম ইউরিমিক কমা বা ইউরিমিয়া (Uræmic Coma or Uræmia)। আমাদের শরীরে ইউ-রিয়া নামক এক রকম বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। ঐ ইউ-রিয়া প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়। এই জন্য, যদি কোন কারণ বশতঃ আমাদের প্রস্রাব হওয়া বন্ধ হয়, তবে আমরা ইউরিমিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া মারা যাই। ইউরিয়া নামক পদার্থ শরীরে জমা হইয়া মোহ এবং আক্ষেপ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। কলেরা রোগীর প্রস্রাব হয় না, সেই জন্য শরীরে ইউরিয়া সঞ্চিত হইয়া মোহ উপস্থিত হয়। এই ইউরিয়া নামক পদার্থ আমাদিগের শারীরিক উপাদান সকল ধ্বংস হইয়া উৎপন্ন হয়। ইহার প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন। মাংস প্রভৃতির ধ্বংস হইতে ইউরিয়া উৎপন্ন হয়। আমাদের শরীরের পুরাতন উপা-দান প্রত্যহ ধ্বংস হইতেছে, এবং প্রস্রাবের সঙ্গে বাহির হইয়া যাইতেছে। নূতন খাদ্য দ্রব্যে ঐ ধ্বংসের পূরণ করিতেছে।

প্রস্রাব বন্ধ রোগ দুই প্রকারের আছে। প্রথম, কিড্‌নিতে প্রস্রাব তৈয়ার হয় এবং ব্লাডার বা মূত্রাশয়ে ঐ প্রস্রাব আসিয়া জমে, কিন্তু মূত্রনালীর অবরোধ, মূত্রাধারের পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ বশতঃ ঐ প্রস্রাব মূত্রনালী বাহিয়া বাহিরে নির্গত হইতে পায় না। ব্লাডার (মূত্রাধার) মূত্রপূর্ণ থাকে, কিন্তু মূত্র বাহিরে নির্গত হইতে পায় না। এই হইল এক রকম প্রস্রাব রোধ—মূত্র তৈয়ার হয়, কিন্তু নির্গত হইতে পায় না, ইহার নাম রিটেন্‌সন্ অব্ ইউরিন্ (Retention)। আর এক রকম প্রস্রাব বন্ধ, তাহাতে আদৌ কিড্‌নিতে প্রস্রাব তৈয়ার হয় না। এই ক্ষেত্রে ব্লাডার বা মূত্রাধার চুপ্‌সাইয়া থাকে। ইহাতে রোগীর প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছাও হয় না। প্রস্রাব নাই, তার চেষ্টা হইবে কিসে? কলেরা রোগীতে এই শেষোক্ত প্রকারের প্রস্রাব রোধ হয়। কলেরা রোগীকে ক্যাথিটার পাস করিয়া দেখ, মূত্র পাইবে না।

কোলাপ্স অবস্থায় অনেক রোগীই মরিয়া যায়। যাহাদের এই অবস্থা কাটিয়া যায়, তাহাদের ক্রমে ক্রমে গা গরম হইয়া উঠে এবং ধাত আইসে। এই অবস্থার নাম প্রতিক্রিয়ার অবস্থা। এই অবস্থা আরম্ভ হইয়া রোগীর প্রস্রাব ত্যাগ হয় এবং রোগী ক্রমে আরাম হইয়া উঠে। প্রতিক্রিয়ার অবস্থা ধাঁ করিয়া আরম্ভ হয়। যে রোগীর কোনও বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই এবং অল্পক্ষণ পরেই মরিবে বলিয়া বোধ হয়, সেও হঠাৎ যেন বাঁচিয়া উঠে। অতএব, কলেরার কোন অবস্থাতেই সম্পূর্ণ হতাশ হওয়া উচিত নহে। কাহারও কাহারও প্রতিক্রিয়ার অবস্থা আরম্ভ হইয়াও অসম্পূর্ণরূপে আরম্ভ হয় এবং পুনরায় নাড়ী বসিয়া যায়। অনেক রোগীর কয়েকবার ভেদ বমনের পর

কুপ্রম্, ও শ্বাসকষ্ট স্থলে হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড বা নিকোটিন্ ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গত।

এরূপ কথন কথনও দেখা যায়, যে রোগীর সমস্ত লক্ষণ ভাল, অথচ হঠাৎ নিশ্বাস-কষ্ট উপস্থিত, এমত স্থলে ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকোসা প্রয়োগ দ্বারা তাহার জীবন রক্ষা করা যাইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অংশ হইতে ফুসফুসের ভিতর পর্য্যন্ত রক্ত জমাট হইয়া এই কষ্ট জন্মে, ও ইহার প্রতিকার না করিতে পারিলে হঠাৎ মৃত্যু সংঘটন হয়। ৬ কিম্বা ১২ ক্রমের ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকোসা ব্যবহার করিবে।

থাকিয়া থাকিয়া ঠাণ্ডা চট্‌চটে (Clammy) ঘাম হইলে ৬ কিম্বা ৩০ ক্রমের কুপ্রম্ আর্সেনিকোসা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

রোগীর অবসন্নতাকালে পেট ফাঁপা অতি মন্দ উপসর্গ। এ সময় রোগীর পাকস্থলীতে যে সকল দ্রবিত পদার্থ নিঃসৃত হয় তাহা পাকস্থলীর অসাড়তা নিবন্ধন বেদ বমিরূপে নির্গত হয় না, সুতরাং শীঘ্র পচিয়া যায়, ও তাহা হইতে বায়ু জমিয়া উদর স্ফীত করে। সাবধান যেন এ অবস্থায় কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস্, লাইকোপোডিয়ম্, টেরিবিন্থিনা, এসাফিটিডা, নক্সভোমিকা ইত্যাদি ঔষধ দেওয়া না হয়। ওপিয়মই এ সময়ের ফলোদায়ক ঔষধ। ৩য় দাশমিক ক্রমই ব্যবহার করিবে।

কয়েকটী বিশেষ কথা।

ভিরেট্রম্, রিসিনস্, এণ্টিমূটার্ট, ইলেটেরিয়ম্ ও কল্‌চি-কম ইহারা সমগুণসম্পন্ন ঔষধ। তাহাদের পরস্পরে প্রভেদ কি তাহা নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

ভিরেটম্—প্রথম হইতেই ওলাউঠার ভেদ বমি; উদরের প্রবল যন্ত্রণা; জলবৎ ভেদ; বমি টক্ বা তিক্ত।

রিসিনস্—প্রথমে অদ্ধ-তরল উদরাময়, পরে ওলাউঠার ভেদ বমি।

এণ্টিম্-টার্ট—অবিশ্রান্ত বমনেচ্ছা; ভেদ ও বমনের পরে মূর্চ্ছা।

ইলেটেরিয়ম্—ফেণাযুক্ত তরল ভেদ; ওলাউঠা প্রকাশ হইবার দুই এক দিন পূর্ব্ব হইতে গাত্রে বেদনা বিদ্যুতের ন্যায় চলিয়া বেড়ায়।

কল্‌চিকম্—চাল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ, জলবৎ বমি, চক্ষু বসিয়া যাওয়া ও তাহা হইতে জল পড়া।

একোনাইট্, ক্যাম্ফর, আর্সেনিক্, হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড বা সিয়ানাইড্ অব পটাসিয়ম্, মস্‌কেবিণ, ল্যাকিসিস্ বা ন্যাজা, ক্রোটেল্ ও কল্‌চিকমে প্রভেদ।

একোনাইট্—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা হেতু শ্বাস কষ্ট ও তৎসঙ্গে প্রবল দুর্ভাবনা ও মৃত্যুভয়।

ক্যাম্ফর—দুর্ভাবনা কিন্তু একোনাইটের দুর্ভাবনার ন্যায় প্রবল নহে; ভয়ঙ্কর শ্বাস কষ্ট।

আর্সেনিক্—অত্যন্ত দুর্ভাবনা, অবিশ্রান্ত অস্থিরতা, প্রবল শ্বাস কষ্ট, অতিশয় অবসন্নতা, নাড়ীর অসমতা, নিশ্বাস টানিয়া লইবার সময় কষ্ট।

হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড বা সিয়ানাইড অব পটাসিয়ম্—নিশ্বাস ফেলিবার সময় কষ্ট।

মস্কেরিণ—অস্থিরতা ও শয্যাকষ্ট ও তজ্জনিত ঠাণ্ডা মেজেতে শুইতে ইচ্ছা। নাড়ীর ক্ষমতা বৃদ্ধি সহকারে নিশ্বাসের দৌর্ব্বল্য।

ল্যাকেসিস্ বা ন্যাজা। হৃৎপিণ্ডের [illegible] যার বৈল [illegible] ক্ষণা না হই। ফুস্ফুসের অসাড়তা [illegible] বর্দ্ধন ঘন ঘন দুর্ব্বল শ্বাস

[illegible]বেল্—হৃৎপি[illegible]ণ্ডর অসাড়তা হেতু শ্বাস [illegible] নিদ্রাবে[illegible]।

কল্চিকম—হৃৎপিণ্ডের অসাড়তা হেতু শ্বাসদৌর্ব্বল্য রোগী সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকে।

ভূমিকা।

বহু দিবস হইতে ঠাকুর মার মুষ্টিযোগ নামীয় ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকায়, বহু পরিশ্রমে প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ মুষ্টি-যোগ গুলি সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। সাধারণতঃ গদ্য লেখা সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের হৃদয়ঙ্গম হয় না, তজ্জন্য পুস্তিকা খানি পদ্যছন্দে ছড়ার মত করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহাতে নিত্য আবশ্যক চিকিৎসার উপদেশ ভিন্ন আর কিছুই নাই. আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ পুস্তিকা খানির আগা গোড়া পাঠ করিয়া যথাকালে পরীক্ষা করিবেন। এই পুস্তকে যদিও কোন প্রণালীবদ্ধ চিকিৎসা নাই সত্য, কিন্তু আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি যে কঠিন কঠিন ব্যাধির সময় ইহার প্রত্যক্ষ মুষ্টিযোগ দ্বারা আশাতীত ফললাভ হইবে। এই পুস্তকের শেষ ভাগে যে সকল মুষ্টিযোগ ও অন্যান্য বিষয় গদ্যে আছে, তাহা আগামী বারে ছন্দে প্রকাশ করিব। উপস্থিত গ্রাহক মহোদয়গণের আগ্রহ ও বৈশাখ মাস উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া সময়াভাবে কতকাংশ গদ্যই রাখিয়া দিলাম। অতএব গ্রাহক, পাঠক, অনুগ্রাহক মহোদয়গণ সমীপে প্রার্থনা যেন ত্রুটি মার্জ্জনা করেন। ইতি—

সন ১৩১৫
১লা বৈশাখ.
হাওড়া।

শ্রীরামপ্রাণ শর্ম্মা।

সূচনা।

আমাদের শরীর রক্ষা করিতে হইলে, কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিলে আশা করি হটাৎ কোন বিষয়ে দুঃখিত হইতে হয় না। আমরা সকলি জানি, সকলি বুঝি, দোষ, গুণ, প্রভৃতির বিচার করিতে জানি; কিন্তু এমন কোন উপায় করিতে পারিনা যদ্দারা, দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ সংসারের মধ্যে সৎকর্ম্মান্বিত হইয়া মানব-সমাজের কোন একটী উন্নতি সাধন করিতে পারি। যখন স্কুলে পড়িয়াছি, তখন শিক্ষক মহাশয় শিক্ষা দিয়াছিলেন—বহু রাজন্যবর্গের জীবনবৃত্তান্ত, কোথায় কোন সাগর, মাংস মধ্যে কতটা যবক্ষারাদি আছে, ইত্যাদি২ বহু বিষয় সমালোচনা দ্বারা আমাদের মনের এতই উৎকর্ষ সাধন করাই-যাছেন, যদ্দারা আমরা তুলসী বৃক্ষকে জঙ্গলাগাছ, বিল্বপত্রকে আগাছা, গাভীকে পশু পিতামাতাকে কর্ত্তব্যকর্ম্মসংযোজক, প্রভৃতি বহু বিষয়ের সমালোচনা শিক্ষা করিয়াছি। আমাদের অবস্থা এতই হীন ভাবাপন্ন হইয়াছে যে, আর মস্তক নোওাইতে চায় না, সোডা ওয়াটার না খাইলে হজম হয় না। গঙ্গাজল বা স্বচ্ছ নদীর জল ঘোলা ও তাহাতে বহুবিধ কীট প্রভৃতি কর্দ্দম-পূর্ণ থাকায় তাহা অব্যবহার্য্য। কারণ গোড়া হইতে শিক্ষা করিয়াছি এনালাইজ করিতে। যদি বাল্য কাল হইতে শিক্ষা করিতাম যে—

গঙ্গা জলং সেব্যমসেব্যমন্যৎ।

অর্থাৎ গঙ্গাজল পান করিতে হয়, অন্যজল ইহার তুল্য নহে, তুলসী বৃক্ষের রস সর্দ্দিনাশক, বিল্বপত্র রস বাতনাশক, কালমেঘের রস প্লীহানাশক, পিতা মাতা মহাগুরু, এই সকল বিষয় যদি বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে কখনই এতদূর আমা-

ঠাকুরমার মুষ্টিযোগ খণ্ডে

উপদেশ-মালা।

অজীর্ণেতে খেলে জল,
সদা তাতে ফলে কুফল।
ক্ষুধাপেলে মৈথুন করে,
সদা যায় সে যমের ঘরে।
বাসিমাংস খায় যে,
উদরপীড়া পায় সে।
ভোজন আগে খেলে জল,
নিত্য তাতে শরীর দুর্ব্বল;
অগ্নিনাশে ক্ষুধা যায়,
যমেরবাড়ী ত্বরা ধায়।
আহার মধ্যে খেলে জল,
অগ্নি বাড়ে ফলে সুফল।
ভোজন শেষে খেলে জল,
শরীর মোটা কফ প্রবল।
খালিপেটে খেলে পানি,
জলোদরে মরে জানি।
রাত্রিকালে দধি ভোজন,
ক্রমে তাতে হয় যে মরণ।

দিনের বেলায় খেলে ছাতু
সদাই হয় সে ব্যাধির হেতু,
আহারান্তে ছাতু খায়,
তাতেও সদা কুফল ধায়।
অধিক ছাতু খেওনা,
দিবানিদ্রা যেওনা।
ছাতুর সাথে অধিক জল,
জীর্ণে ভাল কিন্তু কুফল।
অভ্যাসেতে দিনে ঘুমোয়,
উহার ভাল, অন্যের না হয়।
মলের বেগ না করো রোধ,
ইহা যে করে সে নির্বোধ;
সদা তার পেট পীড়য়ে জোরে,
কুষ্ঠ, কামল, ব্যাধি ধরে।
বায়ুত্যাগের কালে,
ভয়ে চেপে ফ্যালে।
সদা এ যে করে মানা।
উদরাধ্মান তার যায় জানা।
মূত্র বেগ পেলে,
কর্ম্মরাখ ফেলে।
শীঘ্র কর তারে ত্যাগ,
পরে ব'সে সাধ কায;
মূত্রবেগ চেপে রয়, কিম্বা দেরি করে;
মূত্রকৃচ্ছ্র শিরঃশূল তারে চেপে ধরে।

আশ্বিন মাসের রৌদ্র সেবা পঞ্চদিনের দধি,
অজীর্ণেতে ভোজনকরে না মানিয়া বিধি।
পচামাংস ঘৃণ্যআহার গ্রহণকরে যে,
প্রাতঃকালে স্ত্রীপ্রসঙ্গ মৃত্যুমুখে সে।
আপন হতে বৃদ্ধা স্ত্রী যার বিহারকালে রয়,
মরার চিতায় উঠবে তবা দায়ি কে তার হয়॥
মধ্যাকালে অধিক খেলে কুফল ফলে ভারি,
অধিক ক্ষুধায় অল্পআহার তাতেও কুফল হেরি,
আহার ক'রে তার উপরে, জীর্ণ নাহি হ'তে,
লোভের বশে খায় যে ক'রে সে যায় মৃত্যু পথে।
তৃষ্ণাপেলে আহার করে খায়না শীতল জল,
ক্ষুধা পেলে খায় না কিছু পিয়ে কেবল জল ;

ইথেও ভাবি দোষ—

কঠিন ব্যাধি হয় যে তাহার সদাই অসন্তোষ॥
কুসঙ্গেতে ভ্রমণকরি কুক্রিয়া অর্জ্জনে ;
নিত্য শুক্রে, রক্তে নাশে আপনার মনে,
যুবাকালে বৃদ্ধহ'য়ে ভ্রমে দেশে দেশে,
টাকা কড়ি নাশে কেবল আপন বুদ্ধি দোষে,

হয় পাণ্ডুরি রোগ,
প্রমেহ তায় যোগ।

শ্বাস, কাস, উদরপীড়া কঠিন ব্যাধি ধরে,
থাকতে বয়স হয় যে মরণ যায় সে যমের ঘরে।

বুদ্ধিমানে মনে, জ্ঞানে
রাখে শরীর সযতনে।

শুক্রই আশা, বল্,
রাখলে নানা ফল ॥ ৩

প্রাতঃকালের ভুক্ত বস্তু জীর্ণ নাহি হ'লে,
শুঁঠ সৈন্ধব, হরিতকী খেও শীতল জলে,
যখন হবে ক্ষুধা তখন খাবে ভাত,
তা-নাহলে বিষমব্যাধির হইবে উৎপাত ॥

উষাকালে পিও জল,
বাতিক যাবে রসাতল,
চাউল সহ খেলে জল, ত্রিদোষ যায় দবে
উষাকালের ভালএটা সহ্য হ'লে পরে ॥ ৫
খালি কেবল না থেকো ব'সে
ভ্রমণ ক'রো উষার শেষে,
বোসে কেবল খেলে অন্ন,
শীঘ্র যাবে উৎসন্ন ।। ৬

ঠাকুরমার-মুষ্টিযোগ।

—:০:—

বিবিধ টোটকা।

জ্বরের দাহনাশক মুষ্টিযোগ।

কুলের গাছের কুঁড়িপাতা কাঁজির সনে বেটে,
কাঁজিরসঙ্গে গুলে ঘোঁট মন্থন দণ্ড কেটে;
উঠবে যখন ফেনা, বুঝবে তখন ফল,
গাত্রদাহে লাগাও ফেনা পাইবে সুফল ॥১
মনসা সজের পাতার রসে সমান বাটি কোসে,
গাত্র দাহে প্রলেপ দিবে ঘুচবে তোমার দিসে ॥২
জ্বরের দাহে গাত্র জ্বলে, কুকসিমার রস মাখাও ফেলে
সহমতে দিবে রস, না বুঝিলে হবে কুযশ ॥৩

আভ্যন্তরিক দাহ ও তৃষ্ণা।

কেলেকাঠ লালচন্দন কুলেবর্বাচির শাঁসে,
যষ্টিমধু আর কাঁজি ল'য়ে, বেটো ঘ'সে ঘ'সে;
তৃষ্ণা, দাহে, দিবে প্রলেপ মাথার তেলোয় ভাই,
সোজা কথায় মুষ্টিযোগ দেখতে ক্ষতি নাই ।৪

জ্বরের ঘর্ম্ম নিবারণ।

কুলথি কলাই ভেজে লোয়ে চূর্ণ করি ছাঁক,
জ্বরের কালে অধিক ঘামে আচ্ছা করে মাথ ॥৫

বমন শান্তি।

ক্ষেতপাপড়া সিদ্ধক'রে ছেঁকেনিয়ো জল,
বমনরোগে দিলে এটা পাইবে সুফল ॥ ৬
তেলাপোকার অন্ত্রভাগ গোলমরিচ তায় দেও অর্দ্ধভাগ
সিকি রতি বাঁধ গুটি,
শীতল জলে সেব্য এটি ॥ ৭

(২)

অশ্বথ (খ) গাছের শুষ্কছাল যত্নক'রে এনে,
যত্নকরি পোড়াও তারে লইয়া আগুণে ;
অবশেষে ডুবাও তাকে দিয়ে ঠাণ্ডা জল,
ছাঁকি শেষে মনের মত পান করিলে ফল।
হিক্কা বমির ভাল এটা প্রয়োগ কর তুমি
অনায়াসে থেমে যাবে কঠিন হিক্কা বমি ॥ ৮

(৩)

কলার এঁটের রস
হিক্কাতে সুযশ,
রস ল'য়ে দু এক তোলা
চিনি দিবে অর্দ্ধ তোলা,
নাকে লবে টেনে
হিক্কা যাবে থেমে,
কিছু কিছু ·
ভারি মজা পাবে ॥৯

(৪)

গো ... টা গোটা ছুঁচের ডগায় হেনে
দীপ ... দগ্ধ ক'রে ধূম লবে টেনে,

ঠাকুমার মুষ্টিযোগ।

ইথে করে হিকা নাশ,
মরারোগীর পাবে আশ॥ ১০

কলেরার মুত্ররোধ নষ্ট করা।

ঘরের কোনের কুমড়াশিকড় বাছিলবে দেশী
স্তন্যদুধে বাট ভাল খাওয়াও তুমি হাঁসি।
দেখবে হবে ভাল ফল,
বদ্ধমূত্র হবে সরল॥ ১১

(২)

গরমজলের-টবের মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে কটি,
কিছুকাল রাখবে জলে কটি পরিপাটী ;
বহুদিনের মুত্ররোধ হইবে সরল,
মুগ্ধ হবে দেখেমূত্র হবে গল্ গল্।
রোগ বিশেষের মূত্ররোধে
দেখবে সদা অবিবাদে।
মূত্রকৃচ্ছে, ভারিফল,
মূত্র হবে অনর্গল॥১২

সাধারণ বমন শান্তি।

এক আঁজলা ভাজাখই একতোলা চিনি,
দেড়পো জলে ভিজাইয়ে লও শেষে ছানি,
পরিশেষে বেনারমুল বাটা একতোলা,
ছোট এলাচ চুর্ণ তাতে দিবে অর্দ্ধতোলা.
শ্বেতচন্দন ঘ'সে তাতে তোলাপ্রমান দেও,
মৌরি অর্দ্ধতোলা বাটা একত্রে মিশাও,

অর্দ্ধঘণ্টা পরে পরে
অর্দ্ধতোলা মাত্রা ক'রে,
দিবে পেঁতে মেনে
বমি যাবে থেমে ॥১৩

(২)

ভাল বাঁজি ক্রমে খাবে,
খমির মাত্রা থেমে যাবে।
পেটভরি খেওনা,
সুখ তাতে পাবে না ॥১৫

রক্তপিত্ত।

রক্ত উঠলে খল, খল, লও মাত্রায় ফটকিরি গুঁড়ো,
সহ্যমত গরমদুধে, মিলাও একে মনেরসাধে,
খেলে বিধি জেনে, রক্ত যাবে থেমে ॥ ১৫
মুগ, যব, চৈ, আর লইয়া পিপুল,
লালচন্দন, মুথা, বলা, দিবে বেনামূল,
সমান সমান লবে
রাত্রিতে ভিজাবে,
প্রাতঃকালে খাবে,
রক্ত থেমে যাবে ॥১৬

(৩)

লালচন্দন, প্রিয়ঙ্গু আর ল'য়ে মউল ফুল
একত্র করিয়ে দাও শারিবার মূল (অনন্তমূল)
লোধ, মুথা, ধাইফুল, শুষ্ক আমলকী,
পঙ্ক পর্পটে পিছে বুঝে লহ দেখি।

সব সমান ভাগেএদের লহ করিতুল,
অবশেষে মিলাও সমান ষৈষ্টিক তণ্ডুল।
ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া প্রাতঃকালে ছাঁকো,
চিনিরসঙ্গে খেলে শেষে রক্তবন্ধ দেখ ॥১৭

রক্তপিত্ত জন্য মলদ্বার দ্বারা রক্তভেদ শান্তি।

গব্যদুধে বটের সুঙ্গো
সিদ্ধ করি পিয়ো,
সদা হবে রক্ত বন্ধ
খালি পেটে খেয়ো ॥১৮

গুহ্য, যোনি, লিঙ্গ হইতে রক্তস্রাব শান্তি।

লালচন্দন, গঁদেরগুঁড়ো, আর বেলশুঁটো,
একত্র করিয়ে দেও আতইচকুটো;
কুড়জছালি দিয়ে শেষে লইবে দু তোলা;
ষোল তোলা গব্যদুগ্ধ, জল আশী তোলা
একত্রে করিয়া শেষে সিদ্ধ কর ব'সে,
দুগ্ধ অবশেষে পিও সুস্থ হবে হেঁসে ॥১৯

অর্শের বেদনা।

গন্ধবিড়ঙ্গের ধূম দিলে,
অর্শব্যথা সদ্য টলে ॥

অর্শরোগে দাস্তবন্ধ নিবারণ।

বিটলবণ, যমানগুঁড়ো দুয়ে আধ ভরি,
অর্দ্ধপোয়াঘোলেরসাথে খাবে পেট পুরি ॥২০

ক্রিমিজন্য শূল ব্যথা।

হুঁকোর পানি চূণের জল,
সমান ভাগে খেলে ফল ॥২১

শিশুর লালপড়া শান্তি।

শারিবা আর যষ্টিমধু, লোধ তিনে লয়ে,
সিদ্ধ কর জলের সাথে অগ্নিতে চাপায়ে ;
লও ছেঁকে জল,
শিশুর তুমি ধোয়াও মুখ লালা যাবে তল ॥২২

বালকের উদরাময় শান্তি।

লঙ্গ, জীরে, জায়ফল,
সোহাগা খৈ পরিমল ;
সমভাগে করি চূর্ণ,
দাড়িমের কর পেট পূর্ণ ;
দগ্ধকর পুটপাকে,
শিশুকে দেও মাত্রা দেখে ;
অর্দ্ধরতি মাত্রা থেকে,
বৃদ্ধি হবে অবস্থা দেখে ;
দুই রতিতে হবে শেষ,
শিশুর মাত্রার ইহাই নির্দ্দেশ ;
মধু আর ছাগল দুধে,
খেতে দিবে মনের সাধে।

শিশুর জ্বরাতিসারে বমন ও শ্বাস কাস শান্তি।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুথা, পিপুল,
আতইচ সহ লও সমতুল;
পৃথক, পৃথক, গুড়াও এদের মিলাও ভাল করে,
দু রতি দেও মধুরসাথে শরীর বুঝে ধীরে ॥২৩

বাধক শান্তি।

গোল মরিচ আর অর্কমূল,
মাত্রা ভেদে বাধক নির্ম্মূল ॥২৪

সর্দ্দিনাশক।

কুড় কটফল, শুঁটেবগুঁড়ো,
কাঁকড়াশৃঙ্গী পিপুল চুরো।
কৃষ্ণজীরা দিয়া ইথে, দুরালভা লবে সাথে,
সমান সমান ভাগে, চূর্ণ কর আগে।
মধু সহ বাঁধ গুটি খেলে হবে সর্দ্দি মাটী।
পূর্ণমাত্রা দু তিন আনা,
দিনে চার বার আর দিও না॥ ২১

শিরঃপীড়া।

সাদাজাতি অপরাজিতার পাতা বাটি জলে,
প্রলেপ দিবে মাথা ব্যথায় ব্যথা যাবে চলে।

রজোদোষ শান্তি।

শুক্তকুল, কুশমূল, রম্ভা আর বলামূল।
একত্রেতে লবে, গুলঞ্চ তায় দিবে,
সবে সমান লও, চূর্ণ করি খাও।

পূর্ণ মাত্রা দু তিন আনা,
চেলো জলে করবে পানা।
খালিপেটে খাবে,
রক্তো দুষ্টি যাবে ॥২৭

(২)

বাসক, মুথো, রসাঞ্জন, দারুহলুদ, ভেলা,
কিরাত তিত, বেলশুঁঠিতায, সকলে এক তোলা
দেড় তোলা জলের সাথে পাক করিবে শেষে,
কাচ্চাপাঁচেক রাখি পরে দিবে রক্তো দোষে ॥২৮

অম্লরোগের শুদ্ধিযোগ।

ডাবেরজলে শ্বেতচন্দন ঘোসে তোলা দেও,
মুখটা বেঁধে শেষে ডাবের, আহার শেষে খাও ॥২৯

কচিছেলের বুকে সর্দ্দি বসা।

পাঁকেপচা আমেরপাতা কতক প্রমাণ লয়ে,
সরষেতেলে লবে ভাজি আগুতাপে দিয়ে।
থাকতে গরম পাকাতৈল শিশুলবে কোলে,
বুকে হাতে দিবে ডোলে আর পদতলে।
এতেই সর্দ্দি যাবে উঠে,
ছেলে হবে ছটফটে ॥৩০

(২)

গোবর ঠোলে পাতিলেবু বদ্ধ করি হাতে,
ঘুঁটের পোড়ে করবে পাক পুট বিধিমতে;

অবশেষে জানবে যখন গোবর পুড়ে গেল,
বাহির ক'রে লয়ে লেবু পাথর থালে ফেল,
গ্রহণ কর পরে শাঁস দেও পুরাণ ঘি,
আচ্ছা ক'রে ফেঁট তারে ব'সে কর কি ?
মাজাঘসা হ'লে যখন ননীর মত হবে,
শিশুর বুকে করবে মালিস সর্দ্দি উঠে যাবে ॥৩১

পেটফাঁপা, অক্ষুধা, বুকজ্বালাশান্তি।

যমানগুঁড়ো অর্দ্ধ তোলা, তোলা বিটনুন,
মৌরি দিবে সিকি ভরি, কিছু ঝিনুক চুণ ;
শুষ্ককরা শুঁটেরগুঁড়ো অর্দ্ধ তোলা দিয়ে,
তেঁতুল ছালের ক্ষার দিবে তায় অর্দ্ধ তোলা ল'য়ে ;
একত্রেতে সকল গুলার হইবেক যত,
উহার সমান সোডাবাইকার্ব্ব মিলাইবে তত ;
পূর্ণমাত্রা লবে তুমি দুই হ'তে চারি আনা,
নষ্ট হবে দুষ্ট ক্ষুধা আর পেট টানা ;
কোষ্ঠশুদ্ধি হবে ইথে পেট ফাঁপা যাবে,
অগ্নিমান্দ্যে ভাল যোগ দেখলে ফল পাবে ॥ ৩২

দাঁত ফোলা ও কন্‌কনানি।

ডাবের জল গরম করা
ফটকিরি তায় মিশাও ত্বরা.
কুলি কর বো'সে,
তুষ্ট হবে শেষে ॥ ৩৩

কর্ণমূল ফোলা ও ফোড়া বসান।

একষ্ট্রাক্ট বেলে ডোনা.
গরম করে ফোড়ায় দেনা,
ইথে দিলে গ্লিসরিন,
সদ্য হবে ফোড়া ক্ষীণ ॥ ৩৪

(২)

হরিণের শৃঙ্গ ঘসে,
ব্যাধি রোগে দিও ঘ'সে
দিনে দিও দু চার বার,
ব্যাধি যাবে যমঘর ॥ ৩৫

বাত বেদনা।

জায়ফল ঘসা আদার রসে,
দুই তিন বার লাগাও কো'সে ;
সদ্য পাবে ফল,
হবেনা কুফল ॥৩৬

জোলাপ।

শুঁট চূরো, মরিচগুঁড়ো সমান ভাগ ক'রে,
কর্জ্জলি আর সোহাগাখৈ দ্বিগুণ প্রমাণ দিয়ে।
শুদ্ধকরা জয়পালবীজ পরে ত্রিগুণ লবে,
চূর্ণ করি জলের সনে মর্দ্দন করিবে,
পূর্ণমাত্রা দুইরতি, চিনি সঙ্গে মাড়ি,
জলসহ গিলে খাও দাস্ত হবে ভারি,
অতি দাস্ত হয় যদি খাবে মিশ্রি পানা;
বন্ধ হবে, দাস্ত তোমার ঘুচবে আনা গোনা ॥৩৭

ভীমরুল ও বিছার কামড়।

বিষের স্থানে ফটকিরি গলা,
দিলে যাবে-বিষের জ্বালা।
কিম্বা দিও তার্পিণ,
তাতেই বিষ হবে ক্ষীণ,
আমড়া পাতার রস,
বিষ করে বশ ॥৩৮

হাঁপানি রোগ।

অষ্ট সংখ্যা আরশুলায়, সেবেক জল দিয়ে,
মৃদুজালে সিদ্ধকরি এক পোয়া রাখিবে।
ঠাণ্ডাহলে ছাঁকিতারে রাখবোতল মাঝে,
রেকটী ফায়েড স্পিরিট পোয়া মিশ্রকর পিছে,
দিনে তিনবার হেঁপোরোগী খাও ঐ জল,
কাঁচ্চাজলে মাত্রা ফোটা খেলে পাবে ফল।
প্রতিবারে এক ফোটা যে, মাত্রা করে সার,
হাঁপানিতে পায়নাকষ্ট ভয় কি আছে তার ॥ ৩৯

প্রদর।

ওলটকম্বল মূলের গুঁড়ো লয়ে তিরিশ রতি,
গোটা একুশ মরিচসহ খাইবেক বাটি ;—
ঋতুস্রাবের সুরু হতে সপ্তদিনা বধি,
সেবিলে সুফল ফলে, নাশে দুষ্ট ব্যাধি ॥৪০

আমাশয়।

দু—দশ দিনের আমাশয়,
আমরুল রসে করে ক্ষয় ॥৪১

(২)

বেল শুঁঠের ক্বাথ দিলে,
সদ্য যায় আমাশা চলে
যদি দেখ রক্ত তাতে,
কুড়চি ছাল দিবে ইথে ॥
ইথেই হবে রোগ নষ্ট
আমাশা যাবে ঘুচবে কষ্ট ॥

ক্রমশঃ—

জ্বর নিদান।

শুন শুন এক ভাবে, করি নিবেদন,
অষ্টবিধ জ্বররোগ করিব বর্ণন,
দক্ষরাজার যজ্ঞকালে দেব পশুপতি;
ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্রদেব শাপ দিয়ে অতি
রক্ত নেত্রে দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িল যখন,
সেই হতে অষ্টজ্বর হইল সৃজন।
মিথ্যা আহার বিহার শীলে
সদ্য তাতে কুফল ফলে।
বায়ু পিত্ত, শ্লেষ্মা বাড়ে,
উদর রোগ আর আমাশা ধরে ;
ভুক্ত অন্ন হয়না পাক,
রস বেড়ে হয় জ্বরের তাপ।

জ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপ।

বাতিক জ্বরে হাঁই তোলা হয়, পিত্তে নয়ন জ্বলে,
কফজ্বরে অরুচি হয়, অন্ন আহার কালে।
বাত—পিত্তে, চক্ষুজ্বলে, হাঁই তুলে সে অতি,
শ্লেষ্মা,—বাতে, জৃম্ভা তুলে, অন্নেতে অরুচি।
বাত—পিত্তে, চক্ষুদাহ জৃম্ভা, সদাই হয়,
শ্লেষ্মা—বাতে, অন্নে ঘৃণা হাই তোলাতায় রয়।
পিত্ত—শ্লেষ্মে, চক্ষুদাহ অন্নেতে অরুচি,
সান্নপাতে মিলিত ভাব লবে তুমি বাছি ॥৩

বাতিক জ্বর।

জ্বর বেগের বিষমতা বাতিক জ্বরের কালে,
কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখশোষে তার বাতিক জ্বর হ'লে,
নিদ্রা নাশ রুক্ষগাত্র দেহ ভার হয়,
মাথা ব্যথা সদা রবে হৃদি ব্যথা রয়,
বিরস মুখের হয় পেটফাঁপে ত্বরা,
হাঁই তুলে সে গাঢমল আধ্মানেতে ভরা ;
হাঁচি স্তব্ধ পেটব্যথা বাতিক লক্ষণ,
ইহা হ'লে বুঝিলবে বাতিক তখন ॥৪

পিত্তজ্বর।

তীক্ষ্ণ বেগ, অতিসার, পাতলামল রয়,
অল্পনিদ্রা, বমি আর প্রলাপী সে হয় ,
কণ্ঠে, ওষ্ঠে, মুখে, নাকে, ক্ষত দেখা দেয়,
ঘর্ম্ম হয় তিক্ত মুখ, মূর্চ্ছা, দাহ হয় ,

মত্ততা পিপাসা তায় শরীর ঘূর্ণন,
মল মূত্র পীতবর্ণে পিত্তের লক্ষণ ॥৫

কফজ্বর।

স্তিমিততা, মন্দবেগ, মুখ মিষ্ট হয়,
মল-মূত্র চক্ষুসাদা শ্লেষ্মা জ্বরে রয় ;
আলস্য, শরীরস্তব্ধ; পেট ভরা মত,
বমন, অরুচি, কাস; তায় শ্লেষ্মা যুত ;
অঙ্গ অবসাদ হয়, দেহ ভার বোধ,
কখন বমন ভাব কভু বমিরোধ,
নিদ্রাতে মগন সদা যেন শীত শীত,
রোমাঞ্চ গাত্রের হয় বুদ্ধি বিপরীত।
নাতি উষ্ণ দেহ তার প্রতিশ্যায় হয়,
এ সব লক্ষণে শ্লেষ্মা বুঝিবে নিশ্চয় ॥৬

বাতপিত্তজ্বর।

নিদ্রা নাশ, গাত্র ঘোরা মস্তকে বেদনা,
তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি, দেহেতে যাতনা ;
কণ্ঠমুখ শোষে সদা, রোমঞ্চ অরুচি,
হাঁইতুলি সে, ভাবে যেন অন্ধকারে আছি ;
পর্ব্বস্থানে ব্যথা তার ভেঙ্গে দেওয়ার মত,
এ লক্ষণে বুঝবে তখন বাতিক পিত্ত যত ॥৭

বাতশ্লেষ্মা জ্বর।

গাত্রেতে আদ্রতা বোধ হ'লে বাদ্ধাধন ;
নিদ্রাধিক্য, পর্ব্বভেদ শিরেরি বেদন ;

প্রতিশ্যায়, ঘর্ম্ম, কাস, মধ্যবেগে জ্বর,
সন্তাপ তায় সুসংযুত রোগীর উপর,
সেইকালে বুঝেলবে আমার যাদুমণি,
বাতশ্লেষ্মা জ্বরে তারে করেছে টানাটানি ॥ ৮

পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর।

শ্লেষ্মাদ্বারা লিপ্তমুখ দেখিবে যখন,
তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, কাস, তাহাতে মিলন ;
অরুচি, মুহুর্দ্দাহ, মুহুর্মুহুঃ শীত,
পিত্তজন্য তিক্তমুখ ব্যাধি বিপরীত ;
এই সব দৃশ্য যবে দেখিবে ত্বরিতে,
পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর তথা বুঝ বিধি মতে ॥ ৯

সন্নিপাত জ্বর।

ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত, জলভরা চোক্,
অস্থি, সন্ধি মাথাব্যথা সদা তায় যোগ ;
ঘোলা মত রক্তচক্ষু, কুটীল চাহনি,
দুটি কাণে নানাশব্দ সদা যেন শুনি ;
বেদনা আছয়ে তাতে দেখি নানা মত,
বিশেষ বেদনা যেন শূকেতে আবৃত ;
তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, শ্বাস, কাস, প্রলাপ ভাষণ,
দারুণ অরুচি তায় সদাযুক্ত ভ্রম ;
কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা তার খরস্পার্শ অতি,
শীথিল অঙ্গের ভাব কভু ব্যস্ত মতি ;
মুখ হ'তে কফ সহ রক্ত উদ্গীরণ,
কভু বা বা বিনারক্তে পিত্ত দরশন ;

ইতস্ততঃ মাথা চালা, তৃষ্ণা নিদ্রানাশ,
দারুণ বেদনা হৃদে তাহাতে প্রকাশ ,
দীর্ঘকাল পরে মল মূত্রত্যাগ অল্প,
বহু দোষ যুক্ত হেতু যেন মৃত কল্প ।
কণ্ঠ মাঝে নিরন্তর কূজনে তাহার,
দোষ পূর্ণ হেতু দেহ নাতি কৃশ তার ,
কভু রোযে কভু হাঁসে, পেটভারি রয়,
স্থানে স্থানে বাহার যে চাকা চিহ্ন হয়
উঁচু হয় দাগ মান কোঠ জাতি প্রায়,
শ্যামলাদি নানা বর্ণে রঞ্জিত তাহায় ,
স্বল্প বাক্য হয় তার, স্রোতাদির পাক,
রসপূর্ণ বহু দোষ, দূরে পরিপাক ,
এই সব বহু দোষ দেখিবে যখন,
সন্নিপাত রোগ তার বুঝহ তখন ।
ইহা ছাড়া বহু বিধ আছে সন্নিপাত ,
লিখিতে সে সব কথা বেড়ে যায় পাত,
তুমি হ'লে মেয়ে জাতি মোটা কথাই ভাল,
ঘর কন্না করবে যাদু ল'বে চিকন কাল ,
মোটা কথায় অষ্টজ্বর করিনু বিচার,
অবশেষে দেখ তুমি ঔষধি ইহার ॥১•

অষ্টবিধ জ্বর চিকিৎসা ।

ক্ষেতপাপড়া বেনামূল, লালচন্দন, বালা,
একত্রিত মুথো, শুঠে লহ লো দু তোলা ,

চারিসের জলে শেষে সিদ্ধ করি লও,
দুসের রাখিয়ে ক্রমে পিপাসাতে দেও ॥

(২)

অবিচ্ছেদ জ্বরে যবে কোষ্ঠ বদ্ধ হয়,
সেই কালে নিম্ন বিধি করিবে নিশ্চয়।
ইন্দ্রযব আর পটোল পত্র,
কটকির সাথে কর একত্র,
মোটেমাটে লও দু তোলা,
জল দাও তায় বত্রিশ তোলা ;
আট তোলা রাখি শেষে,
শীতল হ'লে পিত্ত বসে,
কোষ্ঠ শুদ্ধি সদায় করে,
সিদ্ধ ক'রবে আচ্ছা ক'রে।
দেখ যদি তার পিত্ত বৃদ্ধি
শেষে করো এই বুদ্ধি ;
ইন্দ্রযব তায় মিশাইবে
ক্ষেৎপাপড়া উঠাইবে ॥২

বাতজ জ্বরে।

বেল, শোনা, গাম্ভারী মূল,
গাম্ভারী ফল (আর) দিবেপারুল ;
অবশেষে পাঁচ দ্রব্য লইবে দু তোলা,
বত্রিশ তোলা জল দিয়ে,
আট তোলা শেষ নামায়ে ;
বাতিক জ্বরে দিও হেঁসে তুমি সকাল বেলা ॥৩

জ্বর চিকিৎসা।

পিত্ত জ্বর।

পিত্তজ্বরে ক্ষেতপাপড়া, লালচন্দন, বালা,
একত্রিত তিনে ল'যে কবিবে দুতোলা ;
বত্রিশ তোলা জল দিয়ে তায়, মৃদু আঁচে শেষে,
অষ্টতোলা রাখি শেষে দিও পিত্ত দোষে ॥৪

শ্লৈষ্মিক জ্বর।

পিপুল, মরিচ, চিতামূল, আব বামন হাটি,
গজ পিপুল, আকনাদী তার হিং পবিপাটী ;
শুঁট, চই, গজ পিপুল, পিপুলমূল ল'যে,
এলাচ, জিরে, সরষেদানা তাহাতে মিশায়ে ;
আতইচ, বচ, ইন্দ্রযব আর ঘোণা নিমের ফল,
মূর্ব্বা, রেণুক, কটুকী আর বি:ঙ্গের ফল ;
একত্রে সকলে করি লইবে দুতোলা,
অর্দ্ধসের জলে সিজি রাখ আট তোলা,
শ্লেষ্মা জ্বরে সর্ব্ব দোষে পিপুলাদিগণ,
কেহ দেন্ দশমুল বুঝ বিচক্ষণ,
যাহার যেমতে ইচ্ছা, লহ বুঝে জানি,
শ্লেষ্মাজ্বর নষ্ট ইথে বহুগুণ মানি ॥৫

পটোলপাতা, ক্ষেতপাপড়া আর বেনামূল,
লালচন্দন, বালা, ল'য়ে সবে করতুল ;
ঘাসের মুঁতো তাতে দিয়ে লইবে দু তোলা,
বত্রিশ তোলা জল দিয়ে তায় সিজাও সকাল বেলা,

অষ্টতোলা শেষ থাকিতে শীতল হ'লে পর
কাশীর চিনির সাথে দিলে যাবে পিত্ত জ্বর ।।৬

বাত—শ্লেষ্মাজ্বর।

লালচন্দন, গুলঞ্চ আর পদ্ম কাষ্ঠ ধনে,
নিমছাল তায় প্রদান কর টোটকা পেঁতে মেনে,
একত্রিতে উপর মতে সিদ্ধ কর ব'সে,
জ্বরের কালে দিও তুমি শ্লেষ্মা বাতের দোষে।

পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বর।

পটোলপাতা, গুলঞ্চ, আর লালচন্দন, মুতো,
কলিঙ্গবীজ, নিমছালতায় কটকী শুঁট থেঁতো,
বিধিমতে সিদ্ধ করি অষ্ট তোলা রাখি,
পিপুল চুরোর সাথে দিও, পিত্তশ্লেষ্মা দেখি ॥৮

সন্নিপাত জ্বর।

সন্নিপাতে অনেক কথা লিখতে পুঁথি বাড়ে,
চিকিৎসকেব যুক্তি লবে সন্নিপাতের জ্বরে,
কালজীরে, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা বচ ধনে,
বামুনহাটী ধলাআঁকড়, গ্রহণকর জেনে
হরিতকী, বালা, শঠী, আর ভৃঙ্গ রাজে,
আকনাদিতায় কুষ্ঠ, জীরা, লহ আপন কাজে,
চিরেতা আর কটকী পিপুল শৃঙ্গী দশমূল,
ইন্দ্রযব তায়, বেড়ালামূল, দিও পিপুলমূল
একত্রিত সবেকর কটফলের সাথে,
পূর্ব্ব মতে সিদ্ধকরি দিও সন্নিপাতে ॥৯

জীর্ণ ও বিষম জ্বর।

পঞ্চমূলি বড় ল'য়ে দিবে ইন্দ্রযব;
কটকী মুতো আদাশুঁটো গ্রহণ কর সব,
গুলঞ্চতায় কণ্টিকারি আমলকী ল'য়ে
চিরেতা আর দুরালভা তাহাতে মিশায়ে;
পূর্ব্ববিধি মতে পাচন, করিবে যতনে.
ঠাণ্ডা হ'লে দিবে পাচন বিষম জ্বর মেনে,
দু আনা তায় পিপুল গুঁড়ো উহার সহিত দিবে,
রাত্রি কালের বিষম জ্বরে মধুসহ খাবে ॥১০

প্লীহাযুক্ত পুরাতন জ্বর।

লালচন্দন নিমের ছাল ক্ষেৎপাপড়া ধনে,
নিমের গাছের গুলঞ্চতায় দিবে পেঁতে জেনে
কিরাততিক্ত ছিনকোনাছাল অনন্তের মূল,
একত্রে করিয়ে দ্রব্য সবে কর তুল,
প্রতি দ্রব্য তোলা, তোলা করিয়া লইবে,
ষোল গুণ জলে শেষে সিদ্ধ করি লবে;
দেড় পোয়া অবশেষে নামাবে সত্বর,
দু-দু তোলা খেতেদিবে দুঘণ্টা অন্তর ॥১১

কুষ্ঠ রোগ কেন হয় ?

—— :•: ——

মিলিত ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধ অন্ন ও পানীয় এবং দ্রব্য স্নিগ্ধ ও গুরুদ্রব্য ভোজন, উপস্থিত মলমূত্র ও বমনের বেগ ধারণ, অপরিমিত ভোজনান্তর ব্যায়াম ও সন্তাপের অতিসেবন, আতপাক্রান্ত পরিশ্রান্ত ও ভয়ার্ত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই বিশ্রাম না করিয়া শীতল জল পান, অজীর্ণে ভোজন, অধ্যসন, বমন বিরেচনাদি পঞ্চ কর্ম্মের পর অহিতাচার করণ, এবং নূতন তণ্ডুলের অন্ন, দধি, মৎস্য, লবণ, অম্ল, মাসকলাই, মূলা, পিষ্টান্ন তিল, ক্ষীর ও গুড় অতিসেবন ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতেই মৈথুন করা, দিবানিদ্রা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর অপমান, এবং অন্যবিধ উৎকট পাপাচরণ, এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয় দুষ্ট হইয়া ত্বক্‌গত রস, রক্ত, মাংস ও লসীকাকে দূষিত করিয়া কুষ্ঠ রোগ উৎপাদন করে। বাতাদি দোষত্রয় ও রসাদি দূষ্য চতুষ্টয় এই সাতটি পদার্থ কুষ্ঠ রোগের উপাদান সামগ্রী। শাস্ত্রে দেখাযায় যে মহাকুষ্ঠ সপ্ত প্রকার ও ক্ষুদ্রকুষ্ঠ একাদশ প্রকার, সমুদায়ে মোট আঠার প্রকার কুষ্ঠ, আর চরক চলেন ৮০ রকম।

সকল কুষ্ঠই ত্রিদোষজ, তবে দোষের আধিক্যানুসারে ইহা সাধারণতঃ সাত প্রকারে পরিগণিত হয়। যথা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক দোষ ভেদে ইহারা সাত প্রকার হইলেও বিশেষ অবস্থানুসারে কুষ্ঠ ১৮ হইতে ৮০ প্রকার দেখা যাইয়া থাকে।

রোগ-লক্ষণ।

কুষ্ঠের প্রথম অবস্থায় সচরাচর প্রায় এই লক্ষণ গুলি অধিক প্রকাশ পায়। যথা—অঙ্গ বিশেষ অতি মসৃণ বা খরস্পর্শ, অধিক-ঘর্ম্ম বা একেবারেই ঘর্ম্ম রোধ, শরীরের বিবর্ণতা, দাহ, কণ্ডু অর্থাৎ চুলকানি, শুড়শুড়ানি, স্থানে স্থানে পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ-অনুমান করা, অঙ্গ বিশেষে স্পর্শশক্তি লোপ, সূচিবিদ্ধমত যন্ত্রণা, মধ্যে মধ্যে বোল্‌তা বিছার কামড়ান মত যন্ত্রণা বোধ করা, শরীরে বহুবর্ণের লাল, কাল, সাদা, চাকা চাকা দাগ প্রকাশ, ক্লান্তি বোধ কোন কারণে ক্ষত হইলে তাহার বেদনা ও সত্বর শুষ্ক না হওয়া, ক্ষত শুষ্ক হইলেও ব্রণবস্তুর রুক্ষতা, রোমাঞ্চ ও রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা নাক মুখ আঙ্গুল কর্ণ প্রভৃতি ফোলা, হস্তপদ জ্বালা করা এই সকল কুষ্ঠের প্রথম অবস্থায় দেখা যায়।

উহার মধ্যে কুষ্ঠ যে যে স্থান আশ্রয় করিলে যে যে স্থান অধিকার করে ও যেরূপভাবে প্রকাশ হয় তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি যথা—

কুষ্ঠ সপ্ত ধাতু আশ্রয় করিলে এই সকল প্রকাশ হয়। কুষ্ঠ রস গত হইলে অঙ্গের বৈবর্ণ ও রুক্ষতা, স্পর্শ শক্তি লোপ, রোমাঞ্চ এবং ঘর্ম্ম, বা ঘর্ম্মবোধ, মুখাদি স্ফীত।

কুষ্ঠ রক্তগত হইলে; কণ্ডু ও অধিক স্ফোটক এবং পূঁও সঞ্চয় ভয়ানক আকৃতি। কুষ্ঠ মাংসগত হইলে পুষ্টি ও কার্কশ্য, মুখশোষ পীড়কা উৎপত্তি, সূচি বেধমত যন্ত্রণা, পীড়কা উদ্ভব ও কুষ্ঠের স্থিরত্ব।

মেদগত হইলে হস্ত পদাদির ক্ষয়, গতিশক্তিনাশ, অঙ্গের বক্রতা, ক্ষত বিস্তার, এবং পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কুষ্ঠ অস্থি ও মজ্জাগত হইলে উপরোক্ত লক্ষণ, এবং নাসাভঙ্গ, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, স্বরভঙ্গ, এবং ক্ষততে পোকার উৎপত্তি হয়।

কুষ্ঠ শুক্রগত হইলে তাহার আর প্রায় কিছু থাকে না পঙ্গুবৎ অকর্ম্মন্য হইয়া থাকে এবং আর তাহার প্রায় আরোগ্যের আশা থাকে না, হস্তপদ সকলি খসিয়া যায়। কুষ্ঠ রোগ যাহার হইয়াছে, তাঁহার একেবারে স্ত্রীসঙ্গম নিষিদ্ধ, কেননা তাহা নিজের এবং সন্তানের পক্ষে ভয়াবহ।

কুষ্ঠ রোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব।—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, রস, রক্ত ও মাংসগত কুষ্ঠ, এবং বাতশ্লেষ্মোল্বণ কুষ্ঠ সাধ্য, মেদোগত দ্বন্দ্বজ কুষ্ঠ যাপ্য। অস্থি ও মজ্জাগত ক্রিমিযুক্ত তৃষ্ণা দাহ, ও মন্দাগ্নিযুক্ত এবং ত্রিদোষ যুক্ত কুষ্ঠ প্রায়ই অসাধ্য হয়।

কুষ্ঠের খারাপ লক্ষণ।— যে রোগীর কুষ্ঠ বিদীর্ণ স্রাবযুক্ত, চক্ষু রক্তবর্ণ ও স্বরভঙ্গ হয়, এবং বমন বিরেচনাদি পঞ্চবিধ চিকিৎসা দ্বারাও যাহাতে কোন ফল হয় না সে কুষ্ঠরোগীর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।

সপ্ত মহাকুষ্ঠ যথা —কাপাল, ঔড়ুম্বর, মণ্ডল, ঋষ্যজিহ্ব, পুণ্ডরীক, সিধ্ম, কাকণ, এবং একাদশ ক্ষুদ্র কুষ্ঠ যথা—এককুষ্ঠ, চর্ম্মাখ্য, কিটীম, বৈপাদিক, অলসক, দদ্রুমণ্ডল, চর্ম্মদল চুলকনা বা পামা কচ্ছু বা খোস, বিস্ফোটক, শতারুঃ বিচর্চ্চিকা। উহা পদে হইলে উহাকে বিপাদিকা বলে। উহাদের মধ্যে কাপাল,ঔড়ুম্বর,মণ্ডল— দদ্রু, কাকণ, পুণ্ডরীক ও ঋষ্যজিহ্ব এই সাতটি মহাকুষ্ঠ, অপর গুলি ক্ষুদ্র কুষ্ঠ মধ্যে পরিগণিত হয়।

১ম।' কাপাল কুষ্ঠের লক্ষণ। চর্ম্মের উপর খাপরার ন্যায়

কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ, ঈষৎ অরুণ বর্ণ, রুক্ষ, কর্কশ, এবং অত্যন্ত বেদনা—যুক্ত চিহ্নোৎপত্তি হইলে কাপাল কুষ্ঠ।

২য়। যে কুষ্ঠ সর্ব্বশরীরে অথবা মধ্যে মধ্যে যজ্ঞডুম্বুরের ন্যায় রক্তবর্ণ, দাহ বেদনা, ও কণ্ডু যুক্ত হয়, এবং উহার উপরিস্থ রোম কপিল বর্ণ তাহাই ঔডুম্বর কুষ্ঠ।

৩য়। যে কুষ্ঠ কিঞ্চিৎ শ্বেত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ, স্থির, আর্দ্র-ভাবাপন্ন ও স্নিগ্ধ, এবং চতুর্দ্দিকের পাড় উচ্চ ও মণ্ডলাকারে উত্থিত হইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত থাকে তাহাকে মণ্ডল কুষ্ঠ কহে।

৪র্থ। সিধ্ম কুষ্ঠ। যে কুষ্ঠের উপর লাউ ফুলের ন্যায় শ্বেত ও তাম্রবর্ণ দৃষ্ট হয়, এবং যাহা ঘর্ষণ করিলে দাগের মধ্য হইতে ধূলির ন্যায় নির্গত হয়, তাহাই সিধ্ম কুষ্ঠ।

৫ম। যে কুষ্ঠের বর্ণ গুঞ্জা ফলের ন্যায় মধ্যে অরুণ ও পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ অথবা মধ্যে কৃষ্ণ পার্শ্ব রক্তবর্ণ, বেদনাযুক্ত অথচ পাকে না, তাহাই কাকণ কুষ্ঠ।

৬ষ্ঠ। যে কুষ্ঠের উদ্গত মণ্ডলসমূহ রক্তপদ্মের পাতার-ন্যায় বর্ণ, তাহা পুণ্ডরীক কুষ্ঠ নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

৭ম। যে কুষ্ঠের দাগ বা মণ্ডল সমূহ ভল্লুকজিহ্বার ন্যায়-আকার, কর্কশ, বেদনাযুক্ত এবং অন্তে রক্তবর্ণ মধ্যে শ্যাববর্ণ তাহা ঋক্ষজিহ্ব।

৮ম। এককুষ্ঠ। যে কুষ্ঠ দীর্ঘ স্থান ব্যাপিয়া মৎস্য শল্কের ন্যায় উদ্গত হয় তাহা এক কুষ্ঠ, এই কুষ্ঠে ঘর্ম্ম রোধ হইয়া থাকে।

৯ম। যে কুষ্ঠ গজ চর্ম্মের ন্যায় স্থূল, রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ তাহা গজচর্ম্ম।

১০। যে কুষ্ঠে রক্তবর্ণ বেদনাযুক্ত কণ্ডু বর্ত্তমান থাকে, স্পর্শাসহ স্ফোটক উৎপন্ন হয় এবং চর্ম্ম বিদীর্ণ হয় তাহা চর্ম্মদলকুষ্ঠ।

১১শ। শ্যাববর্ণ কণ্ডুযুক্ত ও বহু স্রাবশীল পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে বিচর্চ্চিকা বলে।

১২। উপরোক্ত লক্ষণ যুক্ত হইয়া পদে উৎপন্ন হইলে তাহাকে বিপাদিকা বলে। আবার কেহ কেহ বলেন যে হস্ত, পদতল অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়া দুশ্চিহ্ন সহকারে বিদীর্ণ হইলে তাহাকেই বিপাদিকা বলে।

যে কুষ্ঠ, কণ্ডু ও দাহযুক্ত স্রাবশীল বহু সংখ্যক পীড়কা যুক্ত হয়, তাহাকে পামা বলে। ১৩শ।

যে কুষ্ঠে, হস্তদ্বয়ে, অথবা পায়ের দাবনায়, নিতম্বে, পামার ন্যায় বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ ফোটক উৎপন্ন করে তাহাকে কচ্ছু বলে। ১৪।

যে কুষ্ঠে রক্তবর্ণ কণ্ডুযুক্ত পীড়কা মণ্ডলাকারে উদ্গত হয়, তাহাকে দদ্রুমণ্ডল কহে। ১৫।

যে কুষ্ঠের চর্ম্ম অতিশয় পাতলা হয়, এবং স্ফোটক শ্যাব বা অরুণবর্ণ হইয়া প্রকাশ হয় তাহা বিস্ফোটক কুষ্ঠ নামে খ্যাত হইয়া থাকে। ১৬।

যে কুষ্ঠে, শ্যাববর্ণ খরস্পর্শ এবং শুষ্ক ব্রণ স্থানের ন্যায় কর্কশ হয়, তাহাকে কিটিম কুষ্ঠ বলে। ১৭।

যে কুষ্ঠ রক্তবর্ণ কণ্ডু যুক্ত ও বৃহৎ স্ফোটকাকারে উৎপন্ন হয়, তাহাই অলসক। ১৮।

যে কুষ্ঠ দাহযুক্ত রক্তবর্ণ অথবা শ্যাববর্ণ এবং বহুসংখ্যক ব্রণযুক্ত তাহাকে শতারু কুষ্ঠ কহে। ১৯।

এতদ্ভিন্ন বহু সংখ্যক কুষ্ঠ আছে, বিবেচনা বোধ করিলে পরে দেখাইয়া দিব। উপরোক্ত যে কোন কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি অতি সন্তর্পণে বসবাস করিবেন, কারণ শাস্ত্র বলেন যে—

দম্পত্যোঃ কুষ্ঠবাহুল্যাদ্দুষ্ট শোনিত শুক্রযোঃ।

যদপত্যং তযোর্জ্জাতং জ্ঞেযং তদপিকুষ্ঠিতম।

অর্থাৎ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্ত্রী ও পুরুষের আর্ত্তব রক্ত ও শুক্র দূষিত হইলে তাহা হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সেই সন্তান ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালের রাজাগণ কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত রোগীগণের জন্য স্বীয় বাস ভুমির প্রান্তভাগে বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাদের বাস করাইতেন। যেহেতু কুষ্ঠরোগীর শ্বাস প্রশ্বাস, ঘর্ম্ম, মল, মূত্র, আচার ব্যবহারে পাছে অন্যকে ও ঐ কুৎসিত ব্যাধি আক্রমণ করে। এবং মনু প্রভৃতি বহু বহু শাস্ত্র-কারগণ গলিত কুষ্ঠাদির প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ করিয়া কতিপয় কুষ্ঠকে মহাপাতক, আর কতিপয়কে অতিপাতক মধ্যে নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন।

কুষ্ঠরোগ প্রকাশের সূত্র হইতেই তাহার মূল উৎপাটন করিতে সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু উহা সত্বর উপশমিত না হইলে পশ্চাৎ অসাধ্য ও কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। আজ কাল সাধারণতঃ দেখা যায় যে শতকরা ৭৫ জনের শরীরে উপদংশ ও প্রমেহ রোগ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এই দুইটী রোগ যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা কি জ্ঞানবান, কি অজ্ঞান, একবার ভাবিয়াও ভাবেন না যে আমার ভবিষ্যৎ কাল কিরূপে অতিক্রম হইবে। পূর্ব্বোক্ত কুষ্ঠরোগ বহু চেষ্টা করিলেও সময়ে হয়ত বুঝা যায় না

কারণ উহা কোনটী দৈব ব্যপাশ্রয়, আর কোনটী বা কর্ম্ম ব্যপাশ্রয়। কিন্তু উপদংশ রোগটী যে সর্ব্বদাই নিজের পাপ কৃত একথাটী কে কয়বার চিন্তা করিয়া থাকেন। অজ্ঞান মানব ক্ষণিক সুখের জন্য এই ভয়াবহ উপদংশরোগ শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়া রিশেষে নিজের যে অমন অমূল্য জীবন তাহা অত্যল্পকাল মধ্যে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। এই কুৎসিত ব্যাধি শরীরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই রোগীর শান্তি ইহজন্মের মত পরিত্যাগ করায়, রোগী প্রথমতঃ লোকলজ্জার ভয়ে প্রকাশ করিতে চাহেন না, পরে যখন ব্যাধি ভয়ানক ভাবে আক্রমণ করে, তখন প্রাণের দায়ে চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন।

উপদংশ রোগ জন্মাইবার প্রধান কারণ।

এই রোগের সাধারণতঃ দূষিত সহবাসই একমাত্র প্রধান কারণ।

ইহার মধ্যে ইহা চিকিৎসাতত্ত্বজ্ঞগণ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমটী সহবাসসঞ্জাত ও অপরটী কৌলিক। পুরুষের সঙ্গমকালে দুষ্টাস্ত্রীর যোনিক্ষত জন্য শিশ্নমুণ্ডে অথবা অভ্যন্তরের ত্বকে এক প্রকার লালাবৎ বস্তু লাগিয়া থাকে, এবং ক্রমশঃ উহা দুই হইতে ২৪ বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষত উৎপাদন করে কাহার কাহার ঐ ক্ষত পুরুষাঙ্গের উপরের চর্ম্মের নিম্ন দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক উৎপাদন করে, আর কাহার পুং অঙ্গের উপরের চর্ম্মে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, চাকা, স্ফোটকাদি সহ ক্ষত বিস্তৃত হইয়া ক্রমশঃ বহু উপসর্গযুক্ত মুদো প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক হইয়া মানবের দেহে তীব্র বা মৃদুভাবে উপদংশ বিষ সঞ্চারিত হয়। পরে বিশুদ্ধ শোণিত স্রোতের সহিত মিশ্রিত হইয়া দৈহিক রক্তদুষ্ট আনায়ন করে, এবং ক্রমশঃ ঐ বিষ ধীরে ধীরে এরূপ

ভাবে চলিতে আরম্ভ হয়, তাহাতে রোগী হটাৎ জানিতে পারে-না যে আমার শরীরে একটী ব্যাধি আছে।

রক্ত দুষ্টির পূর্ব্বলক্ষণ।

উপদংশ রোগ হওয়ার পর উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা দৈহিক রক্ত শোধিত না হইলে বহু দিবস পরেও শরীরের বিকৃত ভাব উপস্থিত হয়, রক্ত দুষ্টি আরম্ভ হইলে রোগী হটাৎ কিছু জানিতে পারে না, মনে করে কি না কি হইয়াছে, এই ভয়ানক রক্তদুষ্টি আরম্ভ হইলেই, প্রথমতঃ প্রায়ই নিম্নোক্ত উপসর্গগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে, যথা—মধ্যে মধ্যে শরীরের স্থানে স্থানে বেদনা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, মধ্যে মধ্যে মাথা ধরা, শ্লেষ্মার বৃদ্ধি বা হ্রাস, বুকে চাপ বোধ, অণ্ডকোষে বেদনা ও ভারি বোধ, ধাতুতারল্য। ইহাই সাধারণতঃ রক্ত দুষ্টির প্রথম লক্ষণ।

রক্ত দুষ্টির দ্বিতীয় অবস্থা।

এই অবস্থায় শরীরের বহু স্থানে চুলকনা, খোস, পাচড়ার উৎপত্তি, দৈহিক কেমন একটা অসুস্থকর চুলকনা, পিট পিটানি স্থানে স্থানে দদ্রু ও কুঁচকিতে মরা দাদ প্রকাশ হওয়া, শরীরের স্থানে স্থানে পদ্মকাঁটার মত, অথবা ছুলির মত স্বাভাবিক চম্মা-পেক্ষা ফরসা লম্বা বা চাকা দাগ প্রকাশ, এই দাগ কখন লুপ্ত আবার কখনও বা প্রকাশ হওয়া, অগ্নিমান্দ্য, বদহজম, চিন্তাযুক্ত এবং ঔপদংশিকবাত, বেদনা, প্রভৃতি বহু উপসর্গ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়া থাকে। পরে এই সকল অবস্থা দেখিয়াও যে সকল নির্ব্বোধ ব্যক্তি অধিক লবণাদিযুক্ত আহার্য্য দ্রব্যাদি, ও দূষিত আহার বিহারাদি করে, এবং স্ত্রী সংসর্গ, মাংস, মূলা,

রশুনাদি কুভক্ষ দ্রব্যাদি ভোজন করে, হস্তি, অশ্বাদি যানে অনিয়মিত ভ্রমণ করে তাহা হইলে সেই সকল ব্যক্তির শরীরস্থ সমস্ত রক্ত বিদগ্ধ ও দূষিত হইয়া অধোগমনান্তর পাদদ্বয়ে সঞ্চিত হয়, পরে ঐ রক্ত দূষিতবায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া বায়ু ও রক্ত উভয়েই দূষিত জন্য দুষ্ট বায়ুর আধিক্য হেতু আরও প্রবল বাত-র ক্তে পরিণতঃ হয়। এইরূপ অবস্থায় বাতরক্ত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া স্থান ভেদে দেখা যায়। বাতরক্ত প্রকাশ হইলেই প্রথমতঃ কাহার বা হস্তের অঙ্গুলী, আবার কাহার বা পদতলাদির ক্রমে ফুলা হইতে দেখা যায়।

পূর্ব্বে কুষ্ঠাধিকারে যে পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়াছি এক্ষণে বাতরক্তেও সেই সেই লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে কারণ কুষ্ঠ ও বাতরক্ত একই পদার্থ, কেবল অবস্থা ভেদ থাকায় অবস্থা পৃথক থাকেমাত্র। উপস্থিত বাতরক্ত কি দোষহেতু কিরূপ পৃথক পৃথক যন্ত্রনা সহ প্রকাশ থাকে তাহাই বলিব।

বাতরক্তের সাধারণ লক্ষণ।

বাতাধিক্য বাতরক্তে পাদদ্বয়ে অত্যন্ত শূল, স্পন্দন ও গো-ড়ালি প্রভৃতি স্থানে সূচি বিদ্ধ মত বেদনা, শোথযুক্ত স্থানের রং শ্যাব বর্ণ, ঐ শোথ কখন বর্দ্ধিত, কখন বা হ্রাস হয়, শরীর কম্পমান, স্তব্ধ, সুপ্ত এবং দারুণ বেদনা যুক্ত হয়।

রক্তাধিক্য বাতরক্ত।

রক্তাধিক্য বাতরক্তে শোথ অত্যন্ত বেদনা কখন সূচি বিদ্ধ-বৎ যাতনা, কখনও বা চিম চিমে বেদনা যুক্ত, রং তাম্রাভ, এবং কণ্ডু ও ক্লেদযুক্ত ও স্নিগ্ধ। রুক্ষ ক্রিয়া দ্বারা এই রোগ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পিত্তাধিক্য বাতরক্ত।

ইহাতে উভয়পদের দাহ, শোথ ও বেদনা, স্পর্শাসহ, অতি-শয় উত্তপ্ত পাকযুক্ত, ঘর্ম্মাভিষিক্ত হয়, এবং রোগীর দাহ, শোষ, মোহ, মত্ততা, পিপাসা বর্ত্তমান থাকে।

কফাধিক্য বাতরক্ত।

ইহাদ্বারা শরীরের চর্ম্ম আর্দ্রতাবোধ, পাদদ্বয়ভার, স্পর্শ-জ্ঞানের অভাব, স্নিগ্ধ, শীতল, কণ্ডুযুক্ত ও অল্প বেদনান্বিত হয়।

দ্বিদোষ বা ত্রৈদোষিক বাতরক্ত।

ঐ সকলের মিলিত লক্ষণযুক্তকে দ্বিদোষ বা ত্রিদোষযুক্ত বাতরক্ত কহে। এই সকল বাতরক্ত যথাকালে উপশমিত না হইলে কখন হস্তদ্বয়কে কখন বা পদদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া ইন্দুরের বিষের ন্যায় মন্দবেগে প্রসারিত হইয়া ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

বাতরক্তের উপদ্রব।

সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত বাতরক্তে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত উপসর্গগুলি পরিলক্ষিত হয় যথা—অনিদ্রা, অরুচি, শ্বাস, শিরো-বেদনা মূর্চ্ছা, মত্ততা পিপাসা, জ্বর, মোহ কম্প হিক্কা, পঙ্গুত্ব। বীসর্প, মাংসপাক কাঁটা বেঁধা যাতনা, ভ্রম ক্লম, অঙ্গুলী সমূহের বক্রতা, স্ফোটক উৎপত্তি দাহ অঙ্গগ্রহ, অর্ব্বুদোৎপত্তি গাত্রে দাগড়া দাগড়া দাগ লাল, কাল সাদা, চাকা দাগ, কোনও স্থানে কৃষ্ণবর্ণ দাগ, স্থানে স্থানে স্পর্শশক্তি লোপ, পুরুষত্ব হীনতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল বাতরক্তরোগীর পাদমূল হইতে জানু-পর্য্যন্ত চর্ম্ম বিদীর্ণ বা ক্ষতযুক্ত হয় ও তাহা হইতে রসাদি স্রাব হয় শরীরের বল ও দেহ শুষ্ক হইতে থাকে, আয়ুর্ব্বেদে

তাহাকে প্রায় অসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ উপযুক্ত চিকিৎসক ভিন্ন এ সময় অন্য স্থানে ইহার আরোগ্য আশা প্রায় থাকে না।

বাতরক্ত রোগে আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা শাস্ত্রকারগণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, বাতরক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দোষানুসারে বলাবল বিবেচনা করিয়া স্নেহ প্রয়োগ করাইয়া বহু পরিমাণে রক্ত মোক্ষণের ব্যবস্থা দেন্ ও যাহাতে বায়ু বৃদ্ধি না হইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলেন। যে স্থানে দাহ, সূচি বিদ্ধ বেদনা সেই স্থানে জোঁক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ আর যে স্থানে চিমি চিমি বেদনা কণ্ডু ও কম্প সম্বলিত তথায় শৃঙ্গ দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিতে বলেন, আবার ঐ সকল উপসর্গ যদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রসারিত হয় তাহা হইলে শিরা বিদ্ধ করতঃ বিদ্ধস্থান আবৃত করিয়া গাঢ় মর্দ্দন দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিতে বলেন।

কিন্তু আমার মতে ঐ রূপ রক্ত মোক্ষণকরা সকল স্থানে ঠিক বুঝিতে না পারিলে ভালর স্থানে মন্দের আশাই সর্ব্বাধিক দেখাযায়। যেহেতু ঐ অবস্থায় বা শরীরের গ্লানি থাকিলে রক্ত মোক্ষণ অকর্ত্তব্য, কেননা ঐ অবস্থায় রক্ত মোক্ষণ করিলে বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া অত্যন্ত শোথ, শরীরের স্তব্ধতা, কম্প, বায়ু-বর্দ্ধন জন্য শিরাগত ব্যাধি, গ্লানি অন্যান্য বাতরোগ উৎপাদন করে। আবার উহার বিশেষ দোষ যদি ঐ রক্ত সম্যক স্রাব না হয় অথবা কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাতে খঞ্জতা প্রভৃতি বাতরোগ উৎপন্ন হয় বা মৃত্যু ঘটে। অতএব সকল সুচিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য যদি রক্ত মোক্ষণ করাই যুক্তি হয়, তাহা হইলে স্নিগ্ধ শরীরের রক্ত উপযুক্ত পরীক্ষা করিয়া প্রমাণানুসারে

রক্তস্রাব করান বিধেয়। ইহার চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদে বিরেচন স্নেহ, বস্তিক্রিয়া প্রলেপ অঙ্গস্বেদ, পরিষেকাদি দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে আমার যুক্তিতে বরং এ সকল ক্রিয়া উত্তম বিবেচিত হয়, যে হেতু এরূপ করিলে অনিষ্ট আশঙ্কা প্রায় থাকে না।

আধুনিক কতকগুলি ভুইফোঁড় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, শাস্ত্রজ্ঞান রহিত চিকিৎসক যাহারা কুষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় দিয়া রোগীর সর্ব্বস্ব শোষণ করেন, সেই সকল চিকিৎসকের মধ্যে ইদানীং কেহ কেহ রোগের অসাড় ও হাত ফোলার স্থানে, আইডিন প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য দ্বারা ক্ষত করিয়া রস স্রাব করান কিন্তু ইহার পরিনাম ফল বিবেচনা না করিয়া কি লোভে যে ঐ রূপ কার্য্য সমাধা করেন তাহা তাঁহারাই জানেন, ইহার পরিনাম ফল যে ভয়ানক, তাহা একমাত্র চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞান না থাকাই প্রধান হেতু বোধ হয়। এক্ষণে বাতরক্ত রোগ যে কি তাহা বর্ণনা করিলাম পরে বিশেষরূপে কুষ্ঠব্যাধির খোলসা বিবরণ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব এমৎ ইচ্ছা রহিল।

বাতরক্ত বৃহ নিদান সমাপ্ত।

দ্বিতীয় ভাগে কুষ্ঠ কত নামে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং কত প্রকার সূক্ষ্ম লক্ষণ দেখা যায় এবং উহার প্রকৃত চিকিৎসা কি তাহা দেখাইয়া দিব আশা করি সমুদয় গ্রাহকগণ দ্বিতীয় খণ্ড গ্রহণ করিয়া মুষ্টিযোগ এবং রক্তদুষ্টির শেষ বিবরণাদি অবগত হইবেন।

পিত্তজ্বরের পাচন।

১। ত্রায়মাণাদি।

পিপুলমূল, যষ্টিমধু, বহেড়া, মুথা, বলালতা, চিরতা, ও মধুক-ফুল, এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া চিনির সহিত পান-করিলে পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। অমৃতাদি পাচন। ২। ক্ষেৎপাপড়া, আমলকী ও গুড়ূচী ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পিপাসাযুক্ত পিত্তজ্বর বিনাশ হয়। ভুনিম্বাদি কাথ। ৩। বেলছাল, গুলঞ্চ, মুথা, ধনে, চিরতা, বালা, আতিস ও ইন্দ্রযব এই কয়টি দ্রব্যের কাথ পান করিলে পিত্তজ্বর সহ মলভেদ, কাস, শ্বাস ধ্বংস হয়। মহাদ্রাক্ষাদি কাথ। ৪। বেণামূল, পলতা, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা, দুরালভা, রক্তচন্দন, পরুষকফল, লোধ, ধনিয়া, গুলঞ্চ, বালা, মুথা, ইন্দ্রযব, পিয়ঙ্গু, আমলকী, যষ্টিমধু, কটকী ও চিরতা ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পিপাসা, গাত্রদাহ, রক্তপিত্ত, প্রলাপ, ভ্রম ও পিত্তজ্বর আরোগ্য হয়। গুড়ূচ্যাদি কষায়। ৫। গুড়ূচী, বেণামূল, বাসক, তৈউড়ি, দ্রাক্ষা, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, আমলকী, অগুরুকাষ্ঠ ও বালা এই কয়টি দ্রব্যের কাথ করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে উপদ্রব সহ পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। বিশ্বাদি পাচন। ৬। ক্ষেৎপাপড়া, রক্তচন্দন, মুথা, বেণামূল, শুঁট ও বালা ইহা-দের কাথ করিয়া পান করিলে, বমন, গাত্রদাহ ও তৃষ্ণাযুক্ত পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। লোধ্রাদ্য পাচন। লোধ, অনন্তমূল, পদ্ম-কাষ্ঠ, গুড়ূচী ও নীলোৎপল ইহাদের কাথ বাহির করিয়া অর্দ্ধতোলা চিনির সহিত পান করিলে পিত্তজ্বরের আশু ফল দর্শে। ৭

কফজ্বরের পাচন।

১। বাসাদি কাথ। কণ্টিকারি বাকসের ছাল ও গুড়ূচী এই দ্রব্যত্রয়ের কাথ প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে, কাস ও কফজ্বর নষ্ট হয়। নিম্বাদি। ২। গজপিপ্পলী, নিমের ছাল, দেবদারু, কণ্টিকারি, পিপ্পলি, চিরতা, শুণ্ঠী ধনআদা, গুড়ূচী, ও কুড় ইহাদের কাথ করিয়া পান করিলে শ্লেষ্মিক জ্বর বিনাশ হয়। হরিদ্রাদি পাচন। ৩। নিমের ছাল, পলতা, রক্তচিতার শিকড়, ইন্দ্রযব, কাঁচাহরিদ্রা, বেণামূল, বচ, আতিস, সূচীমুখি ও কুড় ইহাদের কাথ মরিচ চূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিলে কফজ্বর নষ্ট হয়। কটুকিকাথ ৪। নাগকেশর, ইন্দ্রযব, মরিচ, হরিদ্রা, পিপুল, কটকী ও শুণ্ঠী ইহাদের কাথ পান করিলে কফজ্বর নষ্ট হয়। ভূনিম্বাদি। ৫। শতমূলী, নিমের ছাল, বৃহতী, শঠি, শুণ্ঠী, চিরতা, পিপুল ও গুড়ূচী ইহাদের কাথ পান করিলে কফজ্বর দূর হয়। অভয়াদি ৬। রক্তচিতার মূল বচ, হরীতকি, পিপুল ও আমলকী ইহাদের কাথ পান করিলে কফজ্বর নষ্ট হয় ও মলভেদসহ ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। কুষ্ঠাদি পাচন। ৭। পলতা, কুড়, মূর্ব্বামূল ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ মধু ও মরিচ চূর্ণ সহিত পান কর্ত্তব্য।

৮। ত্রিফলাদি পাচন। বাসক, ত্রিফলা, গুড়ূচী, পলতা ইহাদের কাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে কফজ্বর নষ্ট হয়।

বাতপৈত্তিক জ্বরের পাচন।

১। মনচন্দনাদি।

ক্ষেৎপাপড়া, পাথরকুচি, বেণামূল, রক্তচন্দন, পলতা,

মুথা ও কটকী ইহাদের কাথ শীতল করিয়া চিনির সহিত পান করিলে গাত্রদাহ, বমন অরুচি পিপাসা, বাতপিত্তজ্বর কত্যাদি আরোগ্য হয়। মধুকাদ্য পাচন। ২। হরীতকি, রক্তচন্দন, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ, আমলকী, লোধ, পদ্মকেশর, শ্যামালতা, শরুষফল, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, বহেড়া, মৌয়াফুল, মৃণাল, গাম্ভারী ও দ্রাক্ষা ইহাদের একত্রে রাত্রিতে সিদ্ধ করিয়া পরদিন প্রত্যুষে চিনির সহিত পান করিলে গাত্রদাহ, বমন, তৃষ্ণা, মজ্জাগত জ্বর বাতপিত্তজ্বর প্রভৃতি নষ্ট হয়।

বাতশ্লেষ্মজ্বরের পাচন।

দশ মূলীয় কষায়।

আধতোলা পিপ্পলী চূর্ণ অনুপানে দশমূলের কাথ করিয়া পান করিলে পার্শ্বব্যথা শ্বাসকাসের সহিত বাতশ্লেষ্মাজ্বর আরোগ্য হয়। ১। ক্ষুদ্রাদি পাঁচন। শুণ্ঠি কণ্টিকারী, কুড়, গুড়ূচী, ইহাদের কাথ পান করিলে শ্বাস, কাস, পার্শ্বব্যথা, অরুচি ও বাতশ্লেষ্মজ্বর বিনাশ হয়। ২। মুস্তাত্রয় পাঁচন। চিরতা, মুথা শুণ্ঠি এই দ্রব্যত্রয়ের কাথ পান করিলে বাতশ্লেষ্মজ্বর নষ্ট হয়, এবং অগ্নিবৃদ্ধি করিয়া পরিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধিকরে। ৩। পিপ্পলী কাথ। শুদ্ধ পিপ্পলী কাথ করিয়া পান করিলে, বাতশ্লেষ্মা জ্বর প্লীহাজ্বর দূর হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি করে। ৪।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের পাচন।

পটোলাদি কাথ। পটোল পত্র, কটকী, রক্তচন্দন, আকনাদি পাঠমুখি ও গুড়ূচী ইহাদের কাথ, পান করিলে অরুচি, বমি

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর প্রভৃতি দূর হয়। ৫। অমৃতাষ্টক পাচন। নিমের ছাল, রক্তচন্দন, ইন্দ্রযব, মুথা শুণ্ঠি, গুড়ূচী, কটকী ও পল্‌তা ইহাদের কাথ, অর্দ্ধতোলা পিপ্পলীচূর্ণের সহিত পান করিলে, বমনেচ্ছা, অরুচি, পিপাসা, বমন, গাত্রজ্বালা ও পিত্তশ্লেষ্মজ্বর আরোগ্য হয়। ৬। চাতুর্ভদ্রক পাচন। গুড়ূচী, শুট, মুথা ও চিরতা এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের কাথ পান করিলে শ্লেষ্মাধিক্য পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। ৭।

সন্নিপাত জ্বরের পাচন।

দ্রাক্ষাদি অষ্টাদশাঙ্গ। আকনাদি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন, দুরালভা, পদ্মকাষ্ঠ, গুড়ূচী, কণ্টিকারী, কটকী, নিমছাল, শুণ্ঠি, বালা, দ্রাক্ষা, শঠি, বেণামূল, মুথা পুষ্করমূল ও চিরতা ইহাদের কাথ পান করিলে জীর্ণজ্বর, অরুচি, সন্নিপাত জ্বর, শোথ, শ্বাসকাস দূর হয়। ৮। দশমূল পাচন। বেলছাল, সোনাছাল, গনিয়ারী, কণ্টিকারী, বৃহতি, গোক্ষুর, শালপান, চাকুলে, গাম্ভারছাল পারুলছাল, একত্র করিয়া কাথ করতক পান করিলে সন্নিপাত জ্বর, পার্শ্বশূল কাস, তন্দ্রা ও শ্বাস নষ্ট হয়। এবং পিপ্পলী অনুপানে ঐ কাথ পান করিলে বুকের বেদনা বিনাশ হয়। ৯। চতুর্দ্দশাঙ্গ পাচন। চিরতা, গুড়ূচী, দশমূল, শুণ্ঠি ইহাদের কাথ করিয়া পান করিলে দীর্ঘস্থায়ী কফবাতজনিত সন্নিপাতজ্বর নষ্ট হয়। ১০। অষ্টাদশাঙ্গ পাচন। কাঁকড়াশৃঙ্গী, দশমূল, বামনহাটি, দুরালভা পলতা কুড় শঠি, ইহাদের কাথ পান করিলে সন্নিপাতজ্বর, পার্শ্ববাথা হৃদয়ব্যথা ও হিক্কা নষ্ট হয়। ১১। পদ্মকাষ্ঠ পাচন। পদ্মকাষ্ঠ, জাতিপুষ্প, ক্ষেৎপাপড়া, গুড়ূচী, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, মুথা, বালা, রক্তচন্দন,

ও নিমের ছাল ইহাদের কাথ পান করিলে সন্নিপাত জ্বরের রক্ত-ষ্ঠীবীর রক্ত দূর হয়। ১২। ক্রবণাদি কাথ ইন্দ্রযব, ত্রিফলা, কটকী, হলুদ ও মুথা ইহাদের কাথ পান করিলে কণ্ঠকুব্জ সন্নিপাত আরোগ্য হয়। ১৩। রোহিণ্যাদ্য পাচন। ক্ষেৎপাপড়া, দুরালভা প্রিয়ঙ্গু, বাকস, কটকী ও গন্ধতৃণ ইহাদের কাথ পান করিলে ক্ষতজ রক্তধারা বন্ধ হয়। ১৪। দন্দুবদলাদ্য পাচন। হরিতকী, আকনাদী, কিডামূল, সোঁদাল, বালা ব্রাহ্মীশাক, ক্ষেতপাপড়া, শঙ্খপুষ্পী, ও কটকী ইহাদের কাথ পান করিলে মনোবিকার জনিত সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয়। ১৫। জবাদ্য পাচন। কন্টিকারী, বামুনহাটি, কাঁকড়াশৃঙ্গী পুষ্করমূল, শুড়ূচী, গণিয়ারী, বচ, শুণ্ঠী, মরিচ, বাকস ও কটকী ইহাদের কাথ পান করিলে কর্ণক সন্নি-পাত নষ্ট হয়। ১৬।

বিষমজ্বরের পাচন।

গুড়ূচী কাথ —গুড়ূচীর শীতল কাথ মধুর সহিত পান করিলে জ্বরাবস্থার বমন আরোগ্য হয়। ১৭। আমলক্যাদ্য পাচন। আমলকী, মুথা ও গুড়ূচী ইহাদের কাথ পান করিলে চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়। ১৮।

পাচন।

পাচনে যে কয়েকটী দ্রব্যের উল্লেখ থাকিবে তাহার পরিমাণ সমষ্টিতে মিলিত ২ তোলা। এই ২ তোলা ছেঁচিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিবেন এবং ৮ তোলা জল থাকিতে নামাইয়া এক বার বা দুইবারে উহা সেবন করিবেন। ইহাই পাচনের সাধারণ নিয়ম ও পূর্ণ মাত্রা।

ঔষধার্থ সমুদয় দ্রব্যই নূতন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অথচ

শুষ্ক প্রয়োজন। শুষ্ক দ্রব্যের অভাবে কাঁচা দ্রব্য দ্বিগুণ মাত্রায়, ব্যবহার করিবে। আর যে সকল দ্রব্য কাঁচা লইবার ব্যবস্থা আছে তাহার দ্বিগুণ গ্রহণ করিতে হইবে না। যথা—বাসক, নিম্ব, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্নবা, গুড়ূচী, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, মাংস, গোরক্ষচাকুলে, ঝিণ্টি, আদা প্রভৃতি দ্রব্য, কাঁচা অবশ্যই লইতে হইবে।

পাচনের মাত্রা—১২ বৎসরের উর্দ্ধে পূর্ণ মাত্রা, ১২ হইতে ৭ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মাত্রা, । ৭ হইতে ২ বৎসরের সিকি ও ২ বৎসরের ছোট শিশুকে এক অষ্টমাংশ ব্যবহার করিতে দিবেন।

বৃহৎ ভার্গ্যাদি পাচন—বামুনহাটী, হরিতকী, কটকী, কুড, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, শুঁঠ এবং দশমূল (বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণি চাকলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর) এই পাচন জ্বরাদি বহুরোগ নাশক।

বিবিধ মুষ্টিযোগ।

হাঁপানি রোগ—প্রবল হাঁপে ধুতুরার পত্র গুড়াটা তামাকের মত সাজিয়া ধূম পান করিলে আশু নিবৃত্তি হয়।

ঐ দ্বিতীয়—ঘুঁটের আগুনে এক পুয়া গব্যঘৃত চাপাইয়া তাহাতে কাল ধুতুরা ফল ৪।৫ টা বীজবাদ ভর্জ্জিত করিয়া যখন পোড়া পোড়া হইবে, তখন ঐ ঘৃত প্রত্যহ ৵ হইতে সিকি ভরি বা অর্দ্ধ ভরি গরম দুগ্ধসহ সেবন করিলে হাঁপানি রোগ শান্তি হইয়া থাকে। (অবধৌতিক মত)।

ঐ তৃতীয়—দশমূলের কাথ কুড়চুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল, ও হৃদয় শূল, নিবারিত হয়।

আমবাত—শুলফা, বচ, শুঁঠ, গোক্ষুর, বরুণ ছাল, বেড়েলা,

পুনর্ণবা, গন্ধভাদাল, জয়ন্তীফল, ও হিং এই সমুদায় কাঁজিতে বা জলে সমভাগে পোষিত করিয়া, গরম করিয়া লইবে, পরে সন্ধিমতে গরম গরম, প্রলেপ দিবে। ইহাতে দাস্ত সাফ রাখা কর্ত্তব্য।

শিতপিত্ত—কুচিলাফলের বীজেরছাল ভিজান কিছু খাইলে ভাল হয়, মাত্রা সিকি ভরি ফল কুটিয়া রাত্রে অর্দ্ধ ছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, প্রাতে সেব্য। গাত্রে দাগের উপর নারিকেল তৈল মর্দ্দন করিবে। অথবা গলঘসের পাতার রস মর্দ্দনীয়।

কুষ্ঠ ও বাতরক্ত—চাউল-মুগরা-শস্য ৵৹ ওজন এবং কুচিলা চূর্ণ ৴৹ ওজন জলসহ প্রাতে সেব্য। ইহ পূর্ণ মাত্রা।

গরমির ক্ষত—বিশুদ্ধ গব্যমাখমে কিঞ্চিত সোহাগার-খৈ চূর্ণ দিয়া তাম্র পাত্রে ১০।১২ দিন নিম্বদণ্ড দ্বারা ঘসিয়া সবুজ বর্ণ হইলে ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিবে। ইহাতে অসাধ্য ক্ষত ও কুষ্ঠের ক্ষত আরোগ্য হয়।

খোসের তৈল—১ ভরি গন্ধক চূর্ণ, আকন্দ আঠা ২ ভরি, মাখম ৫ ভরি একত্রে মর্দ্দন করিয়া বস্ত্রখণ্ডে মাখাইবে, পরে একটী লৌহ দণ্ডে জড়াইয়া প্রদীপ শিখায় জ্বালাইতে জ্বালাইতে যে তৈল টস্ টস্ করিয়া পড়িবে, পরে ঐ তৈল একটী পাত্রে রাখিয়া খোসের স্থানে দিবেন। অগ্রে আকন্দ আঠা বস্ত্রে মাখাইয়া শুষ্ক করিয়া লইবেন পরে অন্যান্য ক্রিয়া করিবেন।

উপদংশ রোগ—অনন্তমূল ১ ভরি, চিরেতা ১ ভরি, অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান কর্ত্তব্য। ইহার সঙ্গে প্রতি মাত্রায় দুই হইতে ৪ গ্রেণ পটাস আইওডাইড দিলে ভাল ফল হয়, ইহাই পূর্ণ মাত্রা।

ধবল রোগ—বুচকিদানা ২ ভরি বাটিয়া অর্দ্ধ পোয়া দধির মাতে ৫।৭ দিবস পচাইয়া উহার তরলাংশে প্রত্যহ প্রলেপ দিতে হয়।

ঐ দ্বিতীয়—কাল কাশুন্দা বীজ, মূলোর বীজ, গন্ধক, সমভাবে একত্রে কাঁজিসহ বাটিয়া প্রলেপ।

দদ্রু রোগ—গোয়াপাউডার ১ ভাগ, চাকুন্দেবীজচূর্ণ ১ ভাগ, গন্ধক এক ভাগ, সোহাগার খৈ ১ ভাগ, একত্রে মাখমসহ দদ্রুস্থানে মর্দ্দন কর্ত্তব্য।

চুলকনা—নিম্বপত্র ১ ভাগ কাঁচা হরিদ্রা ২ ভাগ, চাউলমুগুরাব শস্য ৩ ভাগ, একত্রে বাটিযা মর্দ্দন কর্ত্তব্য।

কাউরের ঔষধ—আলকাতরা চাকুন্দেবীজচূর্ণ লঙ্কাচূর্ণ, একত্রে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ ও ঘর্ষন কর্ত্তব্য।

পুড়িযাযাইলে জ্বালা নিবৃত্তি—ইউডিকলোন দিবে। অথবা ময়দা ও যব চূর্ণ কিম্বা খালি ময়দা জলে মাখিযা প্রলেপ দিবে। যেন খুব পাতলা না হয।

নাক দিয়া রক্ত পড়িলে—গোময় রস নস্য লইবে।

কোষ বৃদ্ধি—ধুতুরাপত্র ও ঢেঁড়ি ফল কাঁজিতে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে।

ঐ দ্বিতায—কেহ কেহ বলেন অমৃত চর্ণ জলসহ প্রলেপ দিয়া কাঁচা দোকতা তামাক বাঁধিলে ভাল হয।

শুক্রস্তম্ভন—মধুসহ টাটকা পদ্মবীজ (কাঁচা) পেষণ করিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে শুক্রস্খলন হয না।

প্লীহা নিবৃত্তি—কেতকী পত্রের ক্ষার গুড়সহ সেব্য।

আধকপালেরোগ শান্তি—অপরাজিতারমূল বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিবে। ২য়। পেটারির মূলে নস্য লইবে।

সুখপ্রসব—চতুর্থআঙ্গুল কাঁচা আপাং মূল (অপামার্গ) যোনিদ্বারে প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ প্রসব হয, কিন্তু বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক নচেৎ বিপদ সম্ভাবনা।

প্লীহার বেদনা শান্তি—তার্পিন তৈলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া প্লীহা ও যকৃতের উপর প্রদান ও পুনঃ পুনঃ তার্পিন দিয়া ভিজাইয়া দিতে হয়। গরলের ঔষধ—কেলেকঁড়ার পাতা ও শিরুক্ক হুঁকার জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

বিবিধ মুষ্টিযোগ।

চোখ উঠা—নির্জ্জল ছাগীদুগ্ধ ও বিল্বপত্র রস উভয়ে সমভাগে পিত্তল বাটিতে লইয়া গরুর চলের হাড় দিয়া অর্থাৎ যে পাটিতে দাঁত থাকে সেই হাড় দিয়া ঘসিতে থাকিবে, পরে যখন উহা ঘন অঞ্জন মত কাল হইবে তখন চক্ষু মধ্যে দিলে শান্তি হইবে। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

চক্ষুর শোথ—ও ছানি এবং ঝাপসা দেখা নিবৃত্তি। বিল্ব-পত্র রস ১০ তোলা, সৈন্ধব লবণ ২ রতি, গব্য ঘৃত ৪ রতি, তাম্র পাত্রে কড়ি দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ঘন হইলে, ঘুঁটের আগুনে শুষ্ক করিবে পরে স্তন্যদুগ্ধ দিয়া পাতলা করিয়া অঞ্জন মত চক্ষে দিবে।

আমাতিসার—কুড়চী, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, হিং, যব, মুতা ও রক্তচিতা ইহাদের কাথ উপকারি।

রক্তাতিসারে—রসাঞ্জন, আতইচ, কুড়চীছাল, ইন্দ্রযব, ধাইফুল ও শুঁঠ সমপরিমাণে একত্র করিয়া তণ্ডুল জলদ্বারা পেষণ করতঃ মধুসহ পান করিবে।

কুড়, কটফল, বামুনহাটী শুঁঠ ও পিপুল ইহাদের কাথ সেবনে কফ, কাস, শ্বাস প্রভৃতি আরোগ্য হয়। পুটপক্ক বাসক পাতার রস পান করিলে কাসের পীড়া আরোগ্য হয়।

রক্তবৃদ্ধি রোগে—গুলঞ্চ, বাসক, পলতা, মুতা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণবেত্র নিমপাতা, কাচা হলুদ ও দারুহরিদ্রা ইহাদের কাথ সুফলপ্রদ।

মেহরোগে—ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, নাগরমুথা, মুতা, ও হরিদ্রা ত্রিফলা, লোহ, শিলাজতু বা হরিদ্রাচূর্ণ অথবা গুলঞ্চ রস, আমলকী রস যজ্ঞডুম্বরের রস মধু সহ সেবনে বিশেষ উপকার করে।

আমবাতে—কুলে খাড়া, কেঁউমূল, সজিনাছাল উইঝাটী এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। শঠী, ।০ আনা, শুঁঠ চারি আনা জলসহ বাটিয়া পুনর্নবার কাথসহ সেবনে আমবাত আরোগ্য হয়।

অম্লপিত্তরোগে—যব, পিপুল ও পলতা ইহাদের কাথ মধু সহ পান করাইবে। ত্রিফলা, পলতা ও কটকী ইহাদের কাথে যষ্টিমধু চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

দন্তরোগে—নীল ঝাটীপাতার কবল করিলে দাঁতনড়া আরাম হয়। দন্তমাড়ীতে ক্ষত হইলে পলতা নিমছাল, বহেড়া আমলকী ও হরিতকী ইহাদের কাথে কবল করিবে।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুরোগে—হরীতকী চূর্ণ অর্দ্ধতোলা, সৈন্ধব লবণ দুইআনা উষ্ণ জল সহ রাত্রিতে সেবন করিলে উপকার হয়। তেউড়ী, কটকি ও হরিতকীর কাথ অথবা ত্রিফলা ভিজান জল সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।

স্ত্রীরোগে—ওলট কম্বলের শিকড় ৪।৫টি মরিচ সহ বাটিয়া সেবনে, বাধক আরোগ্য হয়। দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, চিরতা, বাসকপাতা, মুতা, বেলশুঁঠ ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথ বেদনা-যুক্ত শ্বেত ও রক্ত প্রদরের মহৌষধ।

ছুলি মেচেতা প্রভৃতি রোগে—অর্জ্জুনছাল জলে বাটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে ভাল হয়। মূলা বা শণবীজ জলে বাটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে মুখব্রণ আরোগ্য হয়, বাদাম বাটিয়া অথবা আসশ্যাওড়া পাতার রসের প্রলেপ দিলে মেচেতা ব্রণ ছুলি আরোগ্য হয়।

শিরোরোগে—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, হরিদ্রা, জীরক ও অশ্বগন্ধা ইহাদের কাথ নাসারন্ধ্র দ্বারা পান করিলে, শিরোরোগ আরোগ্য হয়। হুড়হুড়ে পাতার রসে হুড়হুড়ে বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে আধকপালে সারে। পিপুল, মুতা, শুঁঠ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, নীলোৎপল ও কুড় এই সকল দ্রব্য একত্র সপরিমাণে লইয়া জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে ২।৩ দিনেই শিরোরোগ আরোগ্য হয়

অম্ল ও বুক জ্বালা নিবৃত্তি—লাইকরম্যাগ্নিসিয়া ১০।২০ মিনিম

অবস্থাভেদে প্রদান করিলে আশু ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়

প্রবল খোস পাচড়া—রক্তচন্দনসহ তুঁতে ঘসিয়া প্রলেপ দিলে শান্তি হয়। শিরঃপীড়া—শুষ্কঝিঙেবীজের শস্য ৷৹ আনা,খোসা শূন্য কুঁচ ১ টা, একত্রে পেষিত ও একটী পুটলী করিয়া দধির মাতে ৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া ঐ পোটলী দ্বারা নস্য লইবে।

পালাজ্বর শান্তি—হাতি শুঁড়োর পাতার রসে নস্য লইবে।

শূল বেদনা শান্তি। যে সময় বেদনা হয় সেই সময় কাদা গরম করিয়া পুটুলি স্বেদ দিবে।

ঐ দ্বিতীয়—তিল পেষণ করিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলে দুসাধ্য শূলও সত্বর নিবৃত্তি হয়।

আম শূল—বিল্বমূল ভেরণ্ডামূল, চিতামূল, শুঁঠ হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ, জলসহ পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিতে হয়।

মলভেদ হইয়া হারিষ বাহির হইলে—ইন্দুরের মাংস কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া পোটলী স্বেদ দিলে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। হারিষের উপর এরণ্ডপত্র দিয়া তাহার উপর ঐ মাংস স্বেদ দিবে।

স্ত্রীগণের ঋতুস্রাববন্ধ হইলে—তিক্তলাউবীজ, দন্তিবীজ, পিপুলবীজ, যবক্ষার, প্রত্যেক সমভাগে সিজের আঠা দ্বারা পেষণ করিয়া বর্ত্তিকা করিবে, পরে ঐ বর্ত্তি যোনি মধ্যে ধারণ করাইলে ঋতু স্রাব হইয়া থাকে।

ঐ দ্বিতীয়—লতাফটকির পাতা স্বর্জ্জিক্ষার বচ, শাল, এই সকল শীতল দুগ্ধের সঙ্গে পেষণ করিয়া পান করাইলে তিন দিনে রক্ত স্রাব হয়।

অতিরজোদোষশান্তি—চালতারছাল ও আতপতণ্ডুল পেষণ করিয়া যোনিতে লেপ দিবে।

ঐ দ্বিতীয়—আপাং মূল কিছু ও কাঁচা গুপারিফল একত্রে পেষিত করিয়া সেব্য। এই ঔষধটী বয়সভেদে বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবস্থা করিবেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।